আমেরিকার ‘অভিবাসী’দের পুরস্কার উৎসর্গ করলেন শাকিরা পৃষ্ঠা ২৪

প্রথম আলো

Prothom Alo North America

Thursday, 6 February 2025, 8th Year, Issue 412, 40 Pages

আমাদের হাতে গাজাকে তুলে দেবে ইসরায়েল: ট্রাম্প পৃষ্ঠা ২২

বৃহস্পতিবার, ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, ২৩ মাঘ ১৪৩১, ৭ শাবান ১৪৪৬, ৮ম বর্ষ, সংখ্যা ৪১২, পৃষ্ঠা ৪০

মেহের আফরোজ

সোহানা সাবা

অভিনেত্রী শাওন সাবা আটক

ঢাকা ডেস্ক

অভিনেত্রী, সংগীতশিল্পী ও নির্মাতা মেহের আফরোজ শাওনকে আটক করেছে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৬

চার প্রদেশ, নতুন বিভাগসহ সংস্কারে যত প্রস্তাব

ঢাকা ডেস্ক

পুরনো চারটি বিভাগের সীমানাকে চার প্রদেশে বিভক্ত করে প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা চালু, কুমিল্লা ও ফরিদপুর নামে নতুন দুটি বিভাগ, 'নয়া দিল্লির মতো' কেন্দ্র শাসিত রাজধানী মহানগর সরকার গঠন করে প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

গুড়িয়ে দেওয়া হল ধানমন্ডি ৩২

ছাত্র-জনতার বিক্ষোভ

শেখ হাসিনার বক্তব্য দেওয়ার ঘোষণাকে কেন্দ্র করে সারাদেশে আবারও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

বিশেষ প্রতিনিধি

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজোড়িত ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবন ঢাকা উত্তর সিটির ধানমন্ডি ৩২ নম্বর পুরোপুরি গুড়িয়ে দিয়েছে ছাত্র-জনতা। পুরোপুরি ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে খুলনার শেখ বাড়ি, কুষ্টিয়ায় আওয়ামী লীগ নেতা মাহবুবুল হক হানিফের বাসভবন, ঝালকাঠিতে আমির হোসেন আমু ও বরিশালে সাদিক আব্দুল্লার বাসভবন। ভোলায় আক্রান্ত হয়েছে তোফায়েল আহমেদের বাসভবন।

বুধবারের (৫ ফেব্রুয়ারি) এই ধ্বংসযজ্ঞের ব্যাপারে মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের কোনো মতামত এখনো জানা যায়নি। তবে এসব ধ্বংসের সময় নিরাপত্তাবাহিনী ছিল নিষ্ক্রিয়। তাদের সামনেই এ ঘটনা ঘটেছে। অন্তর্বর্তী সরকারের ৬ মাস পূর্তির ঠিক আগে এ ধরনের ঘটনা ঘটল। এরফলে দেশ আরও বড় কোনো সংঘাতের পথে যাচ্ছে কিনা- এ প্রশ্ন

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

ভাঙা হচ্ছে ধানমন্ডি ৩২ নম্বর

বঙ্গবন্ধুর বাড়ি ভাঙচুরের খবর আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

রাজধানীর ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুরের ঘটনা নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করেছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম। গতকাল বুধবার রাতে ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনার অনলাইনে ভাষণ দেওয়াকে কেন্দ্র করে বাড়িটিতে অগ্নিসংযোগ-ভাঙচুর করে ছাত্র-জনতা। ধানমন্ডি ৫ নম্বরে শেখ হাসিনার বাসভবন সুধা সদনেও আগুন দেন তাঁরা।

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বার্তা সংস্থা এপি বৃহস্পতিবার সকালে ‘ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পারিবারিক বাড়ি ধ্বংস করল বাংলাদেশের বিক্ষুব্ধরা’ শিরোনামে প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এতে বলা হয়, শেখ হাসিনার প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করে তাঁর পারিবারিক বাড়ি ধ্বংস করল হাজারো বিক্ষুব্ধ জনতা। বাড়িটি এক সময় দেশটির স্বাধীনতার

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

গণহত্যার দায়ে হাসিনার বিচার করতে হবে

বললেন তারেক রহমান

ঢাকা ডেস্ক

বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, সংস্কার সংস্কার কথা বলে সংস্কারের কাজ দীর্ঘায়িত হচ্ছে। এটি কোনো ষড়যন্ত্র কিনা সেটি খেয়াল রাখতে হবে। সংস্কার দীর্ঘায়িত হলে সমস্যা বাড়বে। আইনের শাসনব্যবস্থা ভেঙে গেছে। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির লাগাম টেনে ধরতে হবে। দ্রুতগতিতে সংস্কার শেষ করে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। গতকাল বিকালে সোনাগাজী সাবের পাইলট হাইস্কুল মাঠে আয়োজিত সমাবেশে ভার্চ্যুয়ালি প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন।

তারেক রহমান

এরপর পৃষ্ঠা ১২ কলাম ১

এ মাসেই তপ্ত হচ্ছে রাজনীতি!

নিউজ ডেস্ক

প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মসূচি এবং বৈষম্যবিরোধী ছাত্রদের দল গঠনের প্রক্রিয়া নিয়ে এই ফেব্রুয়ারিতে রাজনীতির মাঠ বেশ উত্তপ্ত থাকতে পারে। রাজনীতিসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মতে, নতুন দল গঠন করা হলে রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন মেরুকরণ হবে। আর আওয়ামী লীগের কর্মসূচি ঘিরে বিপক্ষের শক্তিগুলো সক্রিয় হলে রাজপথে

- মধ্য ফেব্রুয়ারিতে মাঠে নামছে বিএনপি
- ১৮ দিনের কর্মসূচী ঘোষণা আওয়ামী লীগের
- আ. লীগকে ঠেকাতে মাঠে থাকবে জামায়াত

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

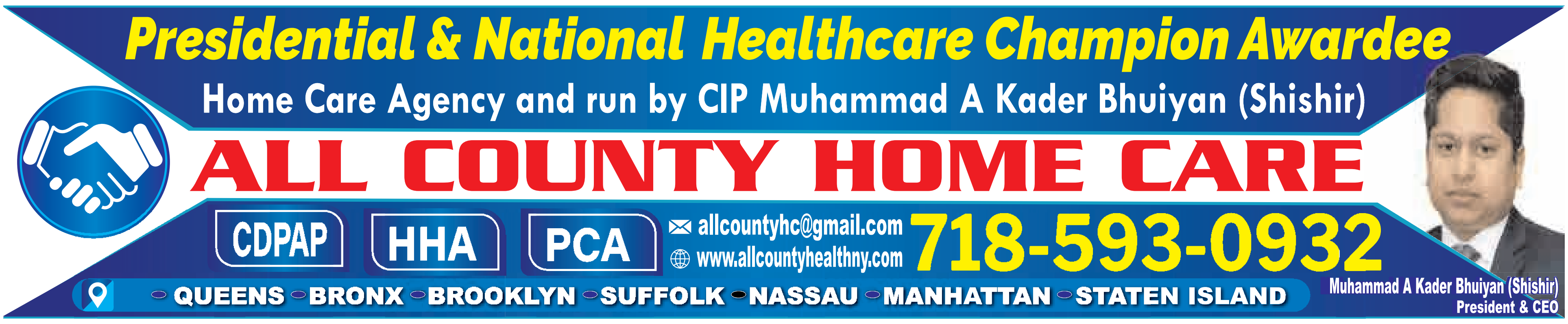

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যয়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা ৭ দিনই খোলা
সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

Tribune Training Academy

SECURITY GUARD & OSHA TRAINING

সিকিউরিটি গার্ড ও ওশা লাইসেন্স ট্রেনিং

Get Your License Today!

Contact Us

Phone: 718-790-2664
Email: tribunest@gmail.com

40-38 75th Street, Elmhurst, NY 11373

www.tribunest.com

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

EARN 100K TO 200K PER YEAR

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by: NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by:

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি

মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ

- যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনসুযরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
- স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরার্মশ দেওয়া হয়।
- আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।

আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।

আপনি জানেন কি?

- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।

রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

WAHID MEDICAL PLLC

147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com

Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height

ফ্রি কনসালটেশন

74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432

TEL: 718-263-5999
TEL: 718-577-0711
TEL 718-764-6911

*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্রাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং

- Do you want apply for a green card?
- Are you having credit card problems?
- Has your bank account been sealed?
- Are you being deported?
- Are you unable to pay your debts?
- Are you getting harrassed by creditors?

আমরা বাংলায় কথা বলি

WE ARE OPEN 7 DAYS a week

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME

CALL: 718-263-5999

*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

সুরাইয়া রহমান

আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেস ক্লাবের নুতন কমিটির অভিষেক

নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র

যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত সাংবাদিকদের সংগঠন আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেস ক্লাবের নব-নির্বাচিত কমিটির অভিষেক গত ৩১ জানুয়ারি সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয়েছে।

নিউইয়র্ক সিটির উডসাইডের গুলশান প্যালেস পার্টি হলে বাংলাদেশ ও আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এতে প্রেস ক্লাব পরিবারের সদস্যরা ছাড়াও বিভিন্ন পত্রিকা ও টেলিভিশনের সম্পাদক, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ, আইনজীবী, কবি, লেখক, সংস্কৃতি ও সমাজকর্মীসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার বালাদেশী উপস্থিত ছিলেন। ২০২৫-২৬ মেয়াদে নব-নির্বাচিত কমিটির অভিষেক ছাড়াও আলোচনা, কবিতা আবৃত্তি ও সাংস্কৃতিক পর্বে কন্ঠ শিল্পী চন্দন চৌধুরী, লিনা সাবরিনা, নাজু আখন্দ, কৃষ্ণা তিথি, অভীক রাজ গান করেন।

ফারাহ হাসিন ও দর্পণ কবীরের সঞ্চালনায় অভিষেক অনুষ্ঠানে অতিথি ছিলেন নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেটের কনসাল জেনারেল নাজমুল হুদা ও ব্যবসায়ী শাহনেওয়াজ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা যুক্তরাষ্ট্রের চলমান পরিস্থিতিতে প্রবাসীদের সতর্ক ও সচেতন থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'মিডিয়ায় যেন যথাযথ তথ্যের খবর প্রকাশিত হয়। অভিবাসীদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করে-এমন সংবাদ প্রকাশে যেন মিডিয়াগুলো দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখে।'

তারা আরো বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত। আইন লঙ্ঘন করে কোন পদক্ষেপ পারবে না যে কোন সংস্থা। তবে অভিবাসীরা আইন লঙ্ঘন বা কোন অপরাধ যেন না করেন, এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। সু-নাগরিকদের জন্য কোন বিপদের আশঙ্কা নেই।'

অনুষ্ঠানের শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন ক্লাবের সভাপতি শওকত ওসমান রচি। বক্তব্য দেন নিউইয়র্ক বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, এটর্নী মঈন চৌধুরী, উৎসব গ্রুপের সিইও রায়হান জামান, প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সম্পাদক ইব্রাহিম চৌধুরী খোকন, ক্লাবের সাবেক সভাপতি মোহাম্মাদ সাঈদ, দর্পণ কবীর, বর্তমান সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান মজুমদার, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মনজুরুল হক মঞ্জু, যুগ্ম সম্পাদক আবু বকর সিদ্দিক, বাংলা চ্যানেলের সিইও শাহ জে চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে ক্লাবের সাবেক সদস্য প্রয়াত এ হাই স্বপনের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। আলোচনা পর্ব শেষে অতিথিদের সাথে ফটোসেশনে অংশ নেন ক্লাবের কার্যকরী কমিটি ও সাধারণ সদস্যরা।

নাহিদ ইসলাম বললেন

হাসিনার দায়ভার ভারত সরকারকেই নিতে হবে

ঢাকা ডেস্ক

নাহিদ ইসলাম

শেখ হাসিনার যেকোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের দায়ভার ভারত সরকারকেই নিতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম। তিনি বলেন, 'ভারত সরকার রাজনৈতিক স্বার্থে তাকে আশ্রয় দিয়েছে, ফলে তাদের মাটিতে বসে হাসিনার যেকোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের দায়ভার ভারত সরকারকেই নিতে হবে, এবং এর জন্য আমরা তাদের কাছে জবাবদিহি চাইব।'

বুধবার (৫ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে বাংলা একাডেমির শামসুর রাহমান সেমিনার কক্ষে আয়োজিত একটি বইয়ের প্রকাশনা অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা বলেন, 'আমরা অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি যে, ৫ আগস্টের পর থেকে পতিত স্বৈরাচার শেখ হাসিনা প্রতিবেশী দেশের মাটিতে বসে একের পর এক বাংলাদেশবিরোধী অপতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে।'

KARNAFULLY
কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিস
TAX SERVICES INC.

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
KARNAFULLY TAX SERVICES INC

We are Licensed by the IRS **CPA & Enrolled Agent** এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স
- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

একাউন্টিং
- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP
- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন
- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Direct Deposit
ENROLLED AGENT
Member NSA NATP
Member of AICPA
naea
NOTARY PUBLIC

Representation taxpayers IRS & State tax audit.
আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent
Special Price for W2 File

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent
Admitted to Practice before the IRS

Office Hours:
Monday - Saturday
10 am - 9 pm
Sunday 7 pm

Phone: 718-205-6040
718-205-6010
Fax : 718-424-0313

Tax Preparation fee pay by Cradit card

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com
Please subscribe to our YouTube Channel KARNAFULLY TAX to get the latest updates.

37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

সম্পাদকীয়

অমর একুশে বইমেলা ও বুদ্ধিবৃত্তিক মুক্তি

অমর একুশে বইমেলা বাঙালির সংস্কৃতি, মননশীলতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের প্রতীক। এটি কেবল একটি বই কেনাবেচার আয়োজন নয়, বরং মুক্তচিন্তা ও সাহিত্যচর্চার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। ভাষা আন্দোলনের স্মরণে ১৯৭২ সালে বাংলা একাডেমির প্রাঙ্গণে প্রথম বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়, যা ধীরে ধীরে বাঙালির সাহিত্য ও সংস্কৃতির অন্যতম বৃহৎ মিলনমেলায় পরিণত হয়েছে। প্রতিবছর ফেব্রুয়ারি মাসজুড়ে বাংলা একাডেমি ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আয়োজিত এ মেলা নতুন বই প্রকাশ, সাহিত্যিক আদান-প্রদান ও চিন্তার বিনিময়ের এক অনন্য প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করে।

বইমেলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এটি বুদ্ধিবৃত্তিক মুক্তির মঞ্চ। এখানে লেখক, পাঠক ও প্রকাশকের মধ্যে মতবিনিময় হয়, নতুন নতুন চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির উন্মেষ ঘটে। একদিকে এটি পাঠকদের নতুন জ্ঞান ও চিন্তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়, অন্যদিকে লেখকদের জন্যও নতুন ধারার সাহিত্যচর্চার সুযোগ সৃষ্টি করে। একুশের চেতনার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এ মেলা মুক্তচিন্তার প্রসারের ক্ষেত্র তৈরি করে, যা সমাজকে সামগ্রিকভাবে আলোকিত করতে ভূমিকা রাখে। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞানসহ নানা বিষয়ের বই এখানে প্রকাশিত হয়, যা জ্ঞানচর্চার জন্য অপরিহার্য।

তবে সাম্প্রতিক সময়ে বইমেলাকে ঘিরে কিছু বিতর্ক দেখা যাচ্ছে, যা এর মূল উদ্দেশ্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। কিছু বই নিষিদ্ধ করা, নির্দিষ্ট প্রকাশনীকে স্টল বরাদ্দ না দেওয়া এবং বিশেষ কিছু মতাদর্শের বইকে চাপের মুখে ফেলার অভিযোগ উঠেছে। এটি মুক্তচিন্তার চর্চাকে বাধাগ্রস্ত করছে বলে অনেকে মনে করেন। একুশের চেতনার মূল কথা ছিল মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও মুক্তচিন্তা, যা ভাষার জন্য প্রাণ উৎসর্গকারী শহীদদের মূল লক্ষ্য ছিল। যদি বইমেলায় নির্দিষ্ট মতাদর্শকে ঠেকিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে তা একুশের চেতনার পরিপন্থী হয়ে দাঁড়াবে।

বইমেলা কেবলমাত্র বাণিজ্যিক আয়োজন নয়, এটি আমাদের সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক ঐতিহ্যের প্রতিচ্ছবি। তবে একে কেবল আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। নতুন লেখকদের সুযোগ প্রদান, বইয়ের মানোন্নয়ন এবং মুক্তবুদ্ধির প্রসার নিশ্চিত করাই হওয়া উচিত বইমেলার অন্যতম লক্ষ্য। নতুন লেখকদের জন্য এটি পরিচিতি লাভের বড় একটি প্ল্যাটফর্ম। বইমেলার মাধ্যমে অনেক প্রতিভাবান লেখক পাঠকের কাছে পৌঁছাতে পারেন এবং তাঁদের সাহিত্যচর্চার সুযোগ সৃষ্টি হয়। তাছাড়া, পাঠকদের মধ্যেও বই পড়ার আগ্রহ সৃষ্টি করতে এই মেলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বইমেলায় সরাসরি লেখকের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাওয়া পাঠকদের জন্য একটি বড় প্রাপ্তি, যা পাঠ ও চিন্তার অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করে।

বাংলা সাহিত্যের বিকাশে বইমেলা একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। এটি কেবলমাত্র জনপ্রিয় ধারার সাহিত্যকেই নয়, গবেষণাধর্মী ও মৌলিক সাহিত্যকেও সমানভাবে তুলে ধরে। একদিকে এখানে কবিতা, উপন্যাস ও ছোটগল্পের বই প্রকাশিত হয়, অন্যদিকে সমাজ, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান ও রাজনীতিসহ নানা বিষয়ের বই পাওয়া যায়। এ মেলা নতুন নতুন বইয়ের উন্মোচন, সাহিত্য আলোচনা, সেমিনার ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে একধরনের জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র তৈরি করে। এটি শুধু বই কেনাবেচার স্থান নয়; বরং এটি চিন্তার বিকাশেরও এক অনন্য প্ল্যাটফর্ম।

> অমর একুশে বইমেলা আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা কেবলমাত্র বই বিক্রির একটি আয়োজন নয়, বরং এটি বুদ্ধিবৃত্তিক মুক্তির অন্যতম ক্ষেত্র। মুক্তচিন্তার বিকাশ, নতুন লেখকদের সুযোগ সৃষ্টি এবং বহুমাত্রিক সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে বইমেলাকে আরও প্রাণবন্ত ও সমৃদ্ধ করা সম্ভব। একুশের চেতনা ধারণ করেই বইমেলাকে আরও স্বাধীন, উন্মুক্ত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করতে হবে।

তবে, সাম্প্রতিক সময়ে কিছু চ্যালেঞ্জ বইমেলার মূল উদ্দেশ্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। কিছু প্রকাশক অভিযোগ করেছেন যে নির্দিষ্ট মতাদর্শের লেখকদের বই মেলায় প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয় না বা নিষিদ্ধ করা হয়। এটি শুধু মুক্তচিন্তাকেই বাধাগ্রস্ত করছে না, বরং বইমেলার বহুমাত্রিকতা ও সাহিত্যিক পরিসরকেও সংকুচিত করছে। একটি গণতান্ত্রিক ও মুক্তচিন্তার সমাজে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা থাকা উচিত, এবং বইমেলার মতো একটি বিশাল প্ল্যাটফর্মের উচিত সেই স্বাধীনতাকে সমুন্নত রাখা।

বইমেলার আরও একটি চ্যালেঞ্জ হলো বাণিজ্যিকীকরণ। বর্তমানে কিছু প্রকাশক শুধুমাত্র বিক্রির কথা মাথায় রেখে মানহীন ও জনপ্রিয় ধারার বই প্রকাশ করছে, যা মৌলিক ও গবেষণাধর্মী বইকে পিছিয়ে দিচ্ছে। এতে সাহিত্য ও জ্ঞানচর্চার আসল উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে। বইয়ের মান নিশ্চিত করা এবং পাঠকদের জন্য গবেষণাধর্মী ও মৌলিক সাহিত্য সহজলভ্য করা অত্যন্ত জরুরি। এক্ষেত্রে বাংলা একাডেমি ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আরও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

বইমেলার ভবিষ্যৎ আরও সমৃদ্ধ করতে হলে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। নতুন লেখকদের জন্য আলাদা অংশ রাখা যেতে পারে, যেখানে তারা তাদের বই প্রদর্শন ও প্রচার করতে পারবেন। মানসম্পন্ন ও গবেষণাধর্মী বই প্রকাশে উৎসাহ প্রদান করা দরকার, যাতে পাঠকরা কেবল জনপ্রিয় বইয়ের বাইরে গিয়ে নতুন ধারার সাহিত্য ও জ্ঞানচর্চায় আগ্রহী হন। বই নিষিদ্ধকরণ ও মতপ্রকাশের ওপর বিধিনিষেধ তুলে নেওয়া উচিত, যাতে মুক্তচিন্তার বিকাশ নিশ্চিত হয়। এছাড়া, বইমেলায় সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান বিষয়ক আরও বেশি আলোচনা সভা, সেমিনার ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা আয়োজন করা যেতে পারে, যা পাঠক ও লেখকদের মধ্যে গভীর সংযোগ তৈরি করবে।

বর্তমান যুগে প্রযুক্তির বিকাশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বইমেলায় ডিজিটাল ও অডিওবুকের জন্য আলাদা অংশ রাখা যেতে পারে, যা পাঠকদের আরও বেশি সুবিধা দেবে। বইমেলাকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক করতে শিশু-কিশোরদের জন্য বিশেষ আয়োজন করা যেতে পারে, যা নতুন প্রজন্মের মধ্যে বইপড়ার অভ্যাস গড়ে তুলবে।

অমর একুশে বইমেলা আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা কেবলমাত্র বই বিক্রির একটি আয়োজন নয়, বরং এটি বুদ্ধিবৃত্তিক মুক্তির অন্যতম ক্ষেত্র। মুক্তচিন্তার বিকাশ, নতুন লেখকদের সুযোগ সৃষ্টি এবং বহুমাত্রিক সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে বইমেলাকে আরও প্রাণবন্ত ও সমৃদ্ধ করা সম্ভব। একুশের চেতনা ধারণ করেই বইমেলাকে আরও স্বাধীন, উন্মুক্ত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করতে হবে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা গেলে বইমেলা তার প্রকৃত উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারবে এবং একটি আলোকিত সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

ছাত্রদের নতুন দল ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের প্রশ্ন

ড. মঞ্জুরে খোদা

অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস নতুন দল গঠন প্রসঙ্গে বলেন, ‘তরুণেরা সত্যিই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাদের খারাপ কোনো কিছুর সঙ্গে সংস্পর্শ নেই বা নিজেদের রাজনৈতিক আখের গোছানোর ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা নেই। তারা এই পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক দল গঠন করছে বা রাজনীতিতে যুক্ত হচ্ছে। এটা দরকার। কারণ, রক্ত দিয়ে তারা যেগুলো অর্জন করেছে, সেগুলো তাদের রক্ষা করতে হবে। অন্যথায় সেগুলো সেই সব ব্যক্তি নিয়ে যাবে, যারা বিগত প্রশাসন ও অন্যান্যের মতো সবকিছুর পুনরাবৃত্তির সুযোগ খুঁজছে। এটাই বাংলাদেশে আমাদের রাজনৈতিক পরিবেশ। সুতরাং তারা এটা রক্ষা করার চেষ্টা করছে। তাই আমি বলব, ছাত্রদের স্বচ্ছ অভিপ্রায় থাকবে।’

‘... যারা বিগত প্রশাসন ও অন্যান্যের মতো সবকিছুর পুনরাবৃত্তির সুযোগ খুঁজছে।’ ড. ইউনূসের বক্তব্যটি গভীর তাৎপর্য ও ইঙ্গিতপূর্ণ। এ কথার ব্যাখ্যা করলে দাঁড়ায়, বিগত দিনের শাসক যাঁরা ছিলেন...প্রধানত আওয়ামী লীগ ও বিএনপিকেই ইঙ্গিত করছেন। তাঁর এ কথার সঙ্গে আমি খুব দ্বিমত পোষণ করি না। কেননা, বিগত দিনে ক্ষমতা দখল করে রাজনীতিকেরা যা করেছেন, তার পুনরাবৃত্তি হোক, সেটা এ দেশের জনগণ চায় না। কিন্তু তা না হওয়ার পথপ্রক্রিয়া কী? কথিত ছাত্ররা দল গঠনের মাধ্যমে সেই অবস্থা পরিবর্তনের যে কথা বলছে, সেইভাবে কি সেটা হবে? সম্ভব? যে প্রেক্ষাপট ও প্রক্রিয়ায় কাজটি করার কথা বলা হচ্ছে, মনে করি সেটা ভালোর চেয়ে আরও ক্ষতি ও জটিলতার কারণ হবে।

কেন বলছি সে কথা? ছাত্ররা কোনো একক শক্তি নয়। তারা বিভক্ত ছিল, আছে অনেক আগে থেকেই। জাতীয় পর্যায়ে স্বীকৃত সংগঠন যেমন ছাত্রদল, নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগ, ছাত্রশিবির, ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রফ্রন্টসহ অন্যান্য সংগঠনের মধ্যে আদর্শগত বিরোধ বিদ্যমান। ছাত্ররাজনীতির প্রয়োজন, আবেদন ও গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে যখন প্রশ্ন উঠছিল। তেমন একটি সময়ে ‘বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন’ দেশের সব ছাত্রসংগঠন ও ছাত্রদের একটি নতুন প্ল্যাটফর্ম হয়ে উঠেছিল, যার মাধ্যমে গত বছর এক অভাবনীয় অভ্যুত্থান সংগঠিত হয়েছে। এটা তাদের একটি বিশাল অর্জন। কিন্তু এই সংগঠন যখন রাজনৈতিক দল গঠন ও ক্ষমতা দখলের বাসনা পোষণ শুরু করল, তখন থেকেই সেই অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকল। কেননা, সেই আন্দোলনে তাদের সঙ্গে থাকা অন্যান্য সংগঠন ও সাধারণ ছাত্ররা তাদের পাশ থেকে সরে পড়ল।

শুধু তা-ই নয়, সম্প্রতি বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের ‘অন্তর্বর্তী সরকারের ভবিষ্যৎ নিরপেক্ষতার’ বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে উপদেষ্টা নাহিদ ইসলামের আরেকটি ১/১১-র প্রেক্ষাপটের সম্ভাবনা তৈরির মন্তব্যে এই বৈরিতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক দল গঠন করা যে কারও গণতান্ত্রিক অধিকার। তাতে খারাপ কিছু নেই। কিন্তু কারা, কোন সময়ে ও প্রেক্ষাপটে, কোন লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে সেই কাজ করছে, সেটা গুরুত্বপূর্ণ। ইউনূস সরকারের অধীনে যাঁরা এ কাজ করছেন, তাঁদের এই তৎপরতাকে অন্যান্য রাজনৈতিক দল স্বাভাবিকভাবে নিচ্ছে না। কারণ, দল গঠন শুধু নিছক কোনো দল নয়, তারা ক্ষমতার প্রধান দাবিদার বিএনপির জন্য চ্যালেঞ্জ তৈরি করবে। তার চেয়েও বড় প্রশ্ন, তারা ইউনূস সরকারকে ব্যবহার করবে এবং তাদের প্রতি তিনি তাঁর শুভেচ্ছার কথা খোলামেলাভাবেই বলছেন।

রাজনীতি একটি মহান আদর্শ ও পেশা। এর মাধ্যমে দেশ-জাতির প্রভূত উন্নতি ও সমৃদ্ধি সম্ভব, কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত নেতৃত্ব। নেতৃত্বের সঠিক নির্দেশনায় দেশ-জাতির অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ঘটে; যার মধ্য দিয়ে সভ্যতা, মানবতা সামনের দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু তা কথায়, ভাবনায় ও তত্ত্বে যতটা সুন্দর-সাবলীল, বাস্তবে ততটাই রূঢ় ও কঠিন। ম্যাকিয়াভেলির মতে, ‘শাসনক্ষমতার বৈধতা কোনো নৈতিকতার মাপকাঠিতে আবদ্ধ নয়; কর্তৃত্ব আর ক্ষমতাই এখানে মূল বিষয়। যার ক্ষমতা আছে, সে-ই শাসন করবে, নৈতিকতা কাউকে ক্ষমতায় বসায় না। ক্ষমতা অর্জন আর ক্ষমতা রক্ষা করাই রাজনীতির মূলনীতি। ক্ষমতার উপযুক্ত ব্যবহার দিয়েই জনগণের আনুগত্য অর্জন করতে হয়। রাজনীতি মানেই হলো ক্ষমতা “গ্রহণ আর প্রয়োগের” নীতি।’ কথাগুলো শুনতে অনেক কঠিন ও রূঢ় মনে হলেও উপমহাদেশের রাজনীতির নিয়তি এই সত্যেরই প্রতিধ্বনি।

নতুন রাজনৈতিক দল গঠন, ভবিষ্যতে নির্বাচন ও ক্ষমতাকেন্দ্রিক সমীকরণটা কেমন হবে? আমার পর্যবেক্ষণ, নির্বাচনী দৌড়ে বিএনপি সুবিধাজনক স্থানে আছে, তারপর ভোটের হিসাবে থাকবে আওয়ামী লীগ (?), জামায়াতে ইসলামীসহ ইসলামপন্থী দল ও বৈবিছাআ’র নবগঠিত দল শক্ত অবস্থানে থাকবে এবং বামসহ অন্যরাও। সে ক্ষেত্রে নির্বাচনী জোট-ঐক্যের সমীকরণ হতে পারে (১) বিএনপি ও তাদের সঙ্গে থাকা দলসমূহ, (২) জামায়াত ও ইসলামপন্থীরা এবং বৈবিছাআ’র নতুন দল, (৩) আওয়ামী লীগ (?) ও তার মিত্ররা যদি থাকে, (৪) বামফ্রন্ট ও মধ্যপন্থীদের ছোট ছোট দল।

এ ক্ষেত্রে হয়তো নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবি ও ক্ষমতার প্রশ্নে বিএনপি, জামায়াতসহ যেকোনো পক্ষই পতিত আওয়ামী লীগের সঙ্গে গোপন বোঝাপড়ায় আসতে পারে। চাণক্যের সেই বিখ্যাত উক্তি ‘শত্রুর শত্রু আমার মিত্র’ বাংলাদেশের রাজনীতিতে নতুন চর্চা নয়। তাহলে কাদের ভুল নীতি, ছক ও স্বার্থের কারণে সেই নোংরা খেলার পথ তৈরি হতে চলেছে? কে নেবে এত রক্ত ও আত্মদানের দায়? গণতন্ত্র হত্যাকারী ক্ষমতাচ্যুত ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগই হবে গণতন্ত্র উদ্ধারের মিত্র শক্তি! এ তো গেল অভ্যন্তরীণ বিষয়... দেশের ভেতরে থাকা ক্ষমতাকেন্দ্রিক শক্তিগুলোর বিরোধের সুযোগ নেবে বাইরের শক্তিও। তারা সে জন্য মুখিয়ে আছে, শুধু অপেক্ষা সময়ের। সেটা হলে সংস্কার, গণতন্ত্র, নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত, অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজের বিষয়টি হবে কথার কথা, কল্পনার—বাস্তবের নয়।

আমরা ঐক্যের কথা শুনছি, কিন্তু এই রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কি তা আছে বা থাকবে? কীভাবে? যখন নির্বাচন ও ক্ষমতার প্রশ্ন আসবে, তখনই বিভক্তি, বৈরিতা-শত্রুতা, আঘাত, পাল্টা আঘাত ও প্রতিপক্ষকে পরাজিত করার কূটকৌশল ব্যবহৃত হবে। পুরোনো শত্রু-মিত্রের অবস্থান পরিবর্তিত হবে। তারা ক্ষমতার স্বার্থে-সমীকরণে নীতি-আদর্শ-অঙ্গীকারের কথা ভুলে যাবে। জাতীয় পার্টি, জামায়াত ও ধর্মান্ধ শক্তি ক্ষমতার সেই সমীকরণেই সরকারের অংশীদার হয়েছে। তখন তাদের মাথায় মুক্তিযুদ্ধ ও নব্বইয়ের চেতনা ছিল না।

ড. ইউনূসের উৎসাহেই ছাত্ররা দল গঠন করছেন। কিন্তু তাঁরা সন্দিহান যে নির্বাচন করলে সংসদে তাদের একটিও আসন থাকবে কি না। কারণ, কেউ তাঁদের চেনে না। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ইউনূস বলেন, ‘আমি তাদের বললাম, পুরো জাতি তাদের চেনে। তারা যা করতে চায়, সে বিষয়ে তাদের একটা সুযোগ দিই। সুতরাং, তারা এটা করবে।’

তিনি যদি নিছক উৎসাহের জায়গায় থাকেন, সেটাও তেমন দোষের কিছু নয়, কিন্তু এই শুভেচ্ছা দিতে গিয়ে কি তিনি নিরপেক্ষ ও অন্যান্য দলের কাছে গ্রহণযোগ্য থাকতে পারবেন? যদি সেটা না হয়, সে ক্ষেত্রে একটি নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ সরকারের দাবি আসতে পারে বৈকি।

চব্বিশের জুলাই অভ্যুত্থানের মাধ্যমে এ দেশে আবারও একটি জাতীয় ঐক্যের বিশাল সুযোগ তৈরি হয়েছিল। বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিত্ব ড. ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি পুরো জাতির ছিল বিপুল সমর্থন। কিন্তু সেই সুযোগ তিনি ব্যবহার করতে পারলেন না। দেশের জন্য প্রয়োজন ছিল একজন দক্ষ ব্যবস্থাপক। মনে করেছিলাম তিনিই হবেন তার উপযুক্ত ব্যক্তি। কিন্তু এতটা হতাশ হতে হবে ভাবিনি।

বিশ্বায়নের নতুন রূপ ও জলবায়ু পরিবর্তন

আফতাব চৌধুরী

একবিংশ শতাব্দীতেও বিশ্বায়নের সংজ্ঞা নিয়ে সমাজ চিন্তাবিদদের মধ্যে দ্বিধাবিভক্তি থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। বিশ্বায়ন কি ধনতান্ত্রিক সমাজের বিশ্বব্যাপী আগ্রাসন? অথবা ম্যাকডোনা লাইজেশন, নাকি সাংস্কৃতিক আগ্রাসন? কেউ কেউ আবার সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদ, বিশ্ব-বৈশ্বিক গ্রাম এসব প্রপঞ্চ দিয়েও ব্যাখ্যা করেছেন বিশ্বায়নকে। বিশ্বায়ন একটি পুরনো প্রত্যয় এবং শুধু পশ্চিমাকরণ নয়। বিশ্বায়নের ঢেউয়ের ধারাবাহিকতায় জ্ঞানের বিকাশ, ধর্মের প্রসার, মানুষ, পণ্য, প্রযুক্তি ও ভাষার গতিশীলতা ঊনবিংশ শতাব্দীর বহু আগেই শুরু হয়েছে। যেমন সীমান্ত ছাড়িয়ে ইন্দোনেশিয়া অথবা চীনে ইসলাম ধর্মের প্রসার ঘটে। অথবা ইংরেজি সার্বজনীন ভাষায় পরিণত হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে আধুনিক রাষ্ট্র, অলিম্পিক, আন্তর্জাতিক সম্মেলন তথ্য প্রযুক্তি ইউরোপের বাইরে প্রসারিত হতে তাকে। আন্দ্রে গুন্ডার ফ্রাংক এ সময়েও বলেছেন, ‘বিশ্বায়নের কেন্দ্র ছিল চীন ও ভারত।’ বিশ্বায়নের ইতিবাচক দিক হিসেবে বিভিন্ন অঞ্চলের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, দারিদ্র উপশম-নিরসন ও আধুনিক প্রযুক্তির প্রসারকে ইঙ্গিত করা হয়। আর এর নেতিবাচক দিকগুলোর উল্লেখ বহু পুরনো ও প্রতিষ্ঠিত- সেগুলো হল সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতা, দাসত্ব, সমাজে চরম অসমতা সৃষ্টি। তবে একবিংশ শতাব্দীতে এসে পশ্চিমা বিশ্বের একচ্ছত্র আধিপত্য খর্ব হতে দেখা যায়। উদ্ভব হয় বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর। বাজার ব্যবসায়ের নতুন মাত্রা ব্রাজিল, রাশিয়া ও চীনের মত দেশগুলোকে শক্তিশালী করে তোলে। উত্তর আধুনিকতাবাদী তাত্ত্বিকদের অনেকেই তাই নতুন করে সমাজ সম্পর্কে তত্ত্ব দিতে শুরুকরেন। বহুজাতিক কোম্পানিগুলোকেও এ সময়ে ছাড়িয়ে যাচ্ছে প্রযুক্তিনির্ভর প্রচার মাধ্যম। আর এর মাধ্যমে বিভিন্ন আদর্শ ও মতবাদ পুরো বিশ্বকে জয় করে নিচ্ছে। বর্তমান বিশ্বে যেসব সংকট তৈরি হচ্ছে, তার পেছনে কোন বিশ্বযুদ্ধ নেই বা তা সমাধানের জন্য কোন একক শক্তি নেই; বরং সব নিয়ন্ত্রণ করছে প্রযুক্তি ও প্রচারনির্ভর বাজার ব্যবস্থা।

> একটি দুর্বল রাষ্ট্রের নীতিমালা বা প্রতিশ্রুতি পূরণ নির্ভর করছে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ রাষ্ট্রগুলোর উপর- তারা আমেরিকা, লাতিন আমেরিকা, চীন, জাপান যে-ই হোক না কেন। অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল দেশগুলোর নিজস্ব বাজার ব্যবস্থা পরাজিত হয় বিদেশী বিনিয়োগের কাছে।

সংকট নিরসনে রাষ্ট্র যেন আর নিজের অবস্থানে থাকতে পারছে না।

বিশ্ব একটি প্রাচীন প্রক্রিয়া ও তার কিছু সুফলও আছে। কিন্তু একটি রাষ্ট্র ও নাগরিকদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব যে বিশ্বায়নের ফলে হুমকির মুখে পড়েছে, সে প্রশ্ন কি আজও আমাদের সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে না?

একটি দুর্বল রাষ্ট্রের নীতিমালা বা প্রতিশ্রুতি পূরণ নির্ভর করছে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ রাষ্ট্রগুলোর উপর- তারা আমেরিকা, লাতিন আমেরিকা, চীন, জাপান যে-ই হোক না কেন। অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল দেশগুলোর নিজস্ব বাজার ব্যবস্থা পরাজিত হয় বিদেশী বিনিয়োগের কাছে। আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য শিল্পের উপরই নির্ভর করতে হয় অথবা বড়জোর নির্ভর করতে হয় মানবসম্পদের উপর। বর্তমান বিশ্বায়ন তাই একটি নির্দিষ্ট ভূখন্ডের রাজনৈতিক শক্তি ও অনুপস্থিত অর্থনৈতিক শক্তির মাঝে ক্ষমতার খেলা। সে খেলা বস্তুত জন্ম দেয় অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকির রাজনৈতিক অর্থনীতি।

বিশ্বায়নের মাধ্যমে ছড়িয়ে যাওয়া প্রযুক্তি ব্যবহার করে মানব সমাজ নিজেকে আধুনিক প্রমাণ করেছে হয়তো বা কিন্তু প্রানহীন করেছে অন্যান্য প্রজাতি ও জীববৈচিত্র্যকে। পরিবেশগত, সামাজিক, রাজনৈতিক ও ব্যক্তিজীবনের বিচ্ছিন্নতা প্রযুক্তিকেন্দ্রিকতার সরাসরি ফল। জলবায়ু পরিবর্তন ও এর ফলে বিভিন্ন দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হবে দুর্বল দেশগুলো। কোপেনহেগেনের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এটি যেমন স্বীকার করা হয়েছে, তেমনি এশীয় দেশগুলো যে সবচেয়ে ক্ষতির মুখে পড়বে তাও তুলে ধরা হয়েছে। অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ কার্বন নির্গমনকারী দেশগুলোর মত আমরা নিজেরাও জানি না, সম্পদ উৎপাদন ও ব্যবহার ঝুঁকিকেও সামাজিকভাবে উৎপাদন করছে।

বিশ্বায়নের বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে উত্তর আধুনিকতাবাদী তাত্ত্বিকদের প্রচার মাধ্যমকে সবচেয়ে শক্তিশালী হিসাবে দেখানোকে তখনই সাধুবাদ দেওয়া যাবে যখন প্রচার মাধ্যম এ ঝুঁকিগুলোকে বিশ্বব্যাপী প্রচার ও তা নিরসনে ব্যাপক সহায়তা করবে। সার্বভৌম রাষ্ট্রকে তার নিজের অবস্থান ফিরিয়ে আনতে এ মাধ্যমই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও ভোগবিলাসী জীবনে এ উপমহাদেশের অধিকাংশ দরিদ্র মানুষের অংশগ্রহণ নেই- কার্বন নির্গমনের হার শূন্যের কোঠায়- তবু কেন তারাই জলবায়ু পরিবর্তন বা পরিবেশ অবক্ষয়ের জন্য সবচেয়ে বেশী মূল্য দিবে? সনাতনী ঢঙে পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ বা পশ্চিমা শক্তিকে মোকাবিলা করতে না- পারলেও নিজেদের জ্ঞান দিয়ে নিজেদের দুর্যোগকে তো আমরা মোকাবিলা করেছি।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতিপূরণের জন্য যেখানে কোপেনহেগেনে কার্যকর অংশগ্রহণ করেও কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যায়নি, সেখানে রাজপথে দাঁড়িয়ে নদী বাঁচাও, পলিথিন ব্যবহার বন্ধ, টু স্ট্রোকবিশিষ্ট ইঞ্জিন বন্ধ, বিষাক্ত রাসায়নিক সার বা দ্রব্য আমদানী বন্ধ করতে তো মানুষ সাফল্য পেয়েছে। তাই, বিশ্বায়নের আগ্রাসী ভাব রুখতে হলে সম্মিলিত সামাজিক শক্তির কোন বিকল্প নেই। প্রযুক্তি ব্যবহারের নীতিমালা, পরিবেশবান্দব প্রযুক্তি গ্রহণ করা না করা সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ আরো কার্যকরভাবে থাকা জরুরি। নতুন করে ভাবতে হবে। যুদ্ধের সময় যখন পশ্চিমা দেশসহ প্রায় সারা বিশ্বের মানুষ ও প্রচার মাধ্যম পাশে এসে দাঁড়ায়, মানবাধিকার লঙ্ঘন হলে যখন ‘অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল’ কথা বলে- সেখানে রাজনৈতিক অর্থনীতি ততটা অনুপ্রেরণা দেয় না। যতটা দেয় মানবিকতাবোধ। এসব ভূমিকাও বিশ্বায়নের সংজ্ঞায় পড়ে, তাই ঝুঁকিপূর্ণ পৃথিবী ও সমাজকে ঝুঁকিমুক্ত করে বাসযোগ্য করার জন্য প্রয়োজন বর্তমান বিশ্বের গতি-প্রকৃতিকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করা।

লেখক: সাংবাদিক ও কলামিস্ট

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE

[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]

সততা এবং বিশ্বস্ততাই আমাদের বৈশিষ্ট্য

মেডিকেইড অনুমোদিত
CDPAP - এর আওতায়
আপনার পছন্দসই প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন

NYS
Department of
Health CDPAP

হোম কেয়ার সার্ভিস
নিলে আপনিও পেতে পারেন
প্রতি মাসে বাড়ি ভাড়া বাবদ
সর্বোচ্চ $৮০০ । আজই আসুন

Mohammed Hasem, MBA
President and CEO

347-621-6640
Fax: 347-338-6799
karnafullyhc@gmail.com
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com

Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432

Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372

Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211

www.lovetocarehc.com

এভাবে কি ‘গ্রেট’ হওয়া যাবে, প্রিয় ট্রাম্প?

মারুফ ইসলাম

ক্ষ্যাপাটে, অপ্রতিরোধ্য, পাগলা ঘোড়া, আনপ্রেডিকটেবলসহ নানা উপাধি পেয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এবার সম্ভবত তিনি ‘প্রতিশোধপরায়ণ’ উপাধিটিও পেতে চলেছেন। মার্কিন সম্প্রচারমাধ্যম সিএনএনের সাংবাদিক স্টিফেন কলিনসন বলেছেন, ‘ট্রাম্প “প্রতিশোধ” শব্দটিকে খাবারের মতো উপভোগ করেন এবং এটিকে তিনি গরম গরম খেতে পছন্দ করেন।’

যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেওয়ার পর ট্রাম্পের কর্মকাণ্ডগুলো দেখলে অবশ্য স্টিফেন কলিনসনের কথাই সত্য বলে মনে হবে। তিনি তাঁর প্রতিশোধের প্রতিশ্রুতিগুলো পূরণ করতে একটুও সময় নষ্ট করছেন না।

গত সোমবার ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি জানিয়েছে, বাইডেনের শাসনামলে বিচার বিভাগের যেসব কর্মকর্তা ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ‘অপরাধ’ তদন্ত করেছিলেন, তাঁদের সবাইকেই চাকরিচ্যুত করেছেন ট্রাম্প।

একই দিনে যুক্তরাষ্ট্রের উন্নয়ন সংস্থা ইউএসএআইডির ৬০ জন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাকেও ট্রাম্প ছুটিতে পাঠিয়েছেন বলে খবর প্রকাশ করেছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স। এর আগে গত ২৫ জানুয়ারি প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র, পরিবহন, ভেটেরানস অ্যাফেয়ার্স, গৃহায়ণ ও নগর উন্নয়ন, স্বরাষ্ট্র এবং জ্বালানি বিভাগসহ আরও কয়েকটি দপ্তরের ১৭ জন স্বাধীন মহাপরিদর্শককে (স্বাধীন পর্যবেক্ষক) বরখাস্ত করেন ট্রাম্প। এদের মধ্যে গোয়েন্দা সংস্থার একজন মহাপরিদর্শক রয়েছেন, যার কারণে প্রথম মেয়াদে প্রেসিডেন্ট থাকার সময়ে ট্রাম্প অভিশংসনের মুখে পড়েছিলেন।

গত সপ্তাহে ট্রাম্প সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও এবং সাবেক নিরাপত্তা উপদেষ্টা জন বোল্টনসহ আরও কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ সাবেক কর্মকর্তার নিরাপত্তা প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। বুঝতে অসুবিধা হয় না, এদের প্রত্যেকের প্রতি ক্ষুব্ধ ছিলেন ট্রাম্প। এ ছাড়া ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি ক্যাপিটল হিলে দাঙ্গায় জড়িত থাকার অভিযোগে যারা দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন এবং কারারুদ্ধ হয়েছিলেন, তাদের সবাইকেই অব্যাহতি দিয়েছেন তিনি।

ট্রাম্পের এসব কর্মকাণ্ড একটিই ইঙ্গিত দেয়, সেটি হচ্ছে–তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করা থেকে সাবধান হতে হবে। কিন্তু ট্রাম্পের কাজগুলো আইনসম্মত কিংবা নীতিগতভাবে সঠিক কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলাই যায়।

পদক্ষেপগুলো পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায়, ট্রাম্প তাঁর প্রথম মেয়াদের ভুলগুলো থেকে শিক্ষা নেওয়ার চেষ্টা করছেন। কারণ, প্রথম মেয়াদে প্রশাসনের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল না ট্রাম্পের। তাঁর অনেক পদক্ষেপে বাধা দিয়েছিলেন সরকারি কর্মকর্তারা। এবার সম্ভবত সেই ভুল আর ট্রাম্প করতে চাচ্ছেন না। শুরুতেই পুরো প্রশাসন নিজের মুঠোর ভেতর নিতে চাচ্ছেন।

ট্রাম্পের মতো অসংখ্য রিপাবলিকান মনে করেন, মার্কিন আমলাতন্ত্র ডানপন্থী নীতিগুলোকে ধ্বংস করে দিয়েছে। অথচ মার্কিন জনগণ ট্রাম্পকে ভোট দিয়েছিলেন ডানপন্থী নীতিগুলোতে প্রতিষ্ঠা করার জন্য।

দ্বিতীয় মেয়াদেও ডানপন্থী নীতিগুলোকে বাস্তবায়ন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েই ক্ষমতায় এসেছেন ট্রাম্প। সুতরাং ভোটারদের সেই প্রত্যাশা পূরণ করার দায় রয়েছে ট্রাম্পের।

গত চার বছর বাইডেনের শাসনামলে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে যত ফৌজদারি মামলা হয়েছে, সেগুলো রাজনৈতিক নিপীড়ন ছাড়া অন্য কিছু নয় বলে মনে করেন রিপাবলিকানরা। এ ছাড়া বহু সাধারণ মার্কিনিও মনে করে, যুক্তরাষ্ট্রের পুরো বিচারব্যবস্থা দুর্নীতিগ্রস্ত ও পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়েছে। বিচারব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো দরকার।

কিন্তু ‘ঢেলে সাজাতে’ গিয়ে ট্রাম্প যা করছেন, তা ‘জবাবদিহি রোধে’ অসাধারণ উদাহরণ হয়ে থাকবে। এ প্রসঙ্গে ১৯৯৩ সালের একটি ঘটনা স্মরণ করা যায়। তখন যুক্তরাষ্ট্রের ফার্স্ট লেডি ছিলেন হিলারি ক্লিনটন। ওই সময়ে হোয়াইট হাউসের ট্রাভেল অফিসের ৭ কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করা হয়েছিল এবং ওই বরখাস্তের পেছনে ফার্স্ট লেডি হিলারির ভূমিকা ছিল বলে পরে অভিযোগ ওঠে। এফবিআই ওই ঘটনায় তদন্ত শুরু করলেও বিল ক্লিনটনের মেয়াদের শেষ বছরে তদন্তটি হিলারির বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ ছাড়াই শেষ হয়।

প্রেসিডেন্টেরা ম্যান্ডেট পেতে পারেন, কিন্তু এটি তাদের আইন ভঙ্গ করার বৈধতা দেয় না। যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল আইনে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, মহাপরিদর্শকদের বরখাস্ত করার অন্তত ৩০ দিন আগে কংগ্রেসকে অবহিত করতে হবে। কিন্তু ট্রাম্প এসব আইনের তোয়াক্কা করেননি। তিনি পত্রপাঠ ১৭ মহাপরিদর্শককে বিদায় করেছেন।

রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিত্তিতে নিয়োগ পাওয়া বিচারকদের অপসারণের ঘটনা যুক্তরাষ্ট্রে অবশ্য নতুন নয়। এর আগেও অনেক প্রেসিডেন্ট এই কাজ করেছেন। তবে বিচার বিভাগের কর্মকর্তাদের আইনি সুরক্ষা থাকা উচিত। এটি যে উচিত, তা ট্রাম্পের সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ডের পর খোদ রিপাবলিকান সিনেটরদের ‘উদ্বেগ প্রকাশ’ থেকেই বোঝা যায়। একজন সাবেক রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যান কেন বাক সিএনএনে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেন, ‘বিচার বিভাগের কর্মকর্তাদের বরখাস্ত করার ঘটনাটি অবশ্যই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং ভুল।’

ট্রাম্প যে প্রতিশোধমূলকভাবে তাঁদের বরখাস্ত করেছেন, সেটি ট্রাম্পের প্রশাসন গোপনও করছে না। বরং খোলাখুলিভাবেই বলেছে, ‘প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মামলা পরিচালনায় আপনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এ কারণে প্রেসিডেন্টের এজেন্ডা বাস্তবায়নে আপনার ওপর আস্থা রাখা যায় না।’ যাঁদের বরখাস্ত করা হয়েছে, তাদের কাছে পাঠানো চিঠিতে এই কথাগুলো লিখেছেন ভারপ্রাপ্ত অ্যাটর্নি জেনারেল জেমস ম্যাকহেনরি। শুনতে হয়তো বিস্ময়কর শোনাচ্ছে, কিন্তু এটিই এখন ঘটছে। আরও বিস্ময়কর, চাকরিচ্যুত হওয়া এসব কর্মকর্তাদের কারও বিরুদ্ধেই ফৌজদারি অপরাধের অভিযোগ নেই।

সাবেক আইনজীবী জেনিফার রজার্স বলেন, ‘ফৌজদারি জগতে প্রেসিডেন্টের কোনো এজেন্ডা থাকা উচিত নয়। আইনকে আইনের মতো চলতে দেওয়া উচিত।’

কিন্তু ট্রাম্প আইনকে আইনের মতো চলতে দেবেন বলে মনে হয় না। তিনি তাঁর নির্বাহী ক্ষমতা ব্যবহার করে যা খুশি তাই করবেন এবং এ ব্যাপারে কেউ যেন বাধা না দেয়, সেই বার্তা ও ভয়ভীতিই দেখাতে চাচ্ছেন সরকারি কর্মকর্তাদের। তিনি স্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছেন যে, কেউ যদি তাঁর বিরুদ্ধে যায়, তার পরিণতিও হবে পম্পেও বা বোল্টনের মতো। ট্রাম্পের এসব পদক্ষেপে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন, তাঁদের শেষ আশ্রয় আদালত ও কংগ্রেস। কিন্তু তাঁরা কেউই এই সময়ে সুবিচার পাবেন বলে বিশ্বাস করেন না।

এ ছাড়া ট্রাম্প নির্বিচারে অভিবাসীদের গ্রেপ্তার করছেন। এ পর্যন্ত ৯৫৬ জন অভিবাসীকে গ্রেপ্তারের খবর দিয়েছে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো। বহু অভিবাসীকে সামরিক উড়োজাহাজে তুলে খুব আমানবিকভাবে দেশে ফেরত পাঠানো হচ্ছে। কয়েকদিন আগে ব্রাজিলে একদল অভিবাসী পাঠানো হয়েছে হাতকড়া পরা অবস্থায়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা গেছে, ব্রাজিলের মিনাস গেরাইস বিমানবন্দরে অবতরণ করা একটি উড়োজাহাজ থেকে সার বেঁধে অভিবাসীরা নেমে আসছে, যাদের প্রত্যেকের হাতে হাতকড়া। এ ঘটনায় ব্রাজিল ভীষণ চটেছে। ব্রাজিল সরকার বলেছে, শরণার্থীদের সঙ্গে কখনোই অপরাধীদের মতো আচরণ করা যায় না। যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসনের এই বিষয়টি মাথায় রাখা উচিত।

কলম্বিয়াতেও অভিবাসী বহনকারী একটি সামরিক উড়োজাহাজ পাঠিয়েছিলেন ট্রাম্প এবং এ ঘটনাতেও ক্ষুব্ধ হয়েছিল কলম্বিয়া। দেশটির প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেট্রো তাদের বিমানবন্দরে উড়োজাহাজটি অবতরণের অনুমতি দেননি। পরে ট্রাম্পের শুল্ক আরোপ ও নিষেধাজ্ঞা আরোপসহ নানা হুমকি-ধমকির পর পেট্রো অবশ্য উড়োজাহাজ অবতরণের অনুমতি দেন।

ক্ষমতায় বসার পরই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) থেকে বের হয়ে যাওয়ার মতো হঠকারী ঘোষণাও দিয়েছেন ট্রাম্প। তিনি বলেছেন, ‘চীনের জনসংখ্যা যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে অনেক বেশি, অথচ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা যুক্তরাষ্ট্রের কাছেই বেশি টাকা দাবি করে। এটা চলতে পারে না। আমরা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় তহবিল বন্ধ করছি।’

ডব্লিউএইচও-তে কর্মরত যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদেরও ফিরিয়ে আনার ঘোষণা দিয়েছেন ট্রাম্প। এ ছাড়া করোনা মহামারি মোকাবিলায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ব্যর্থতা, বিভিন্ন সদস্য দেশের রাজনৈতিক প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অপারগতা, সংস্কারে অনিচ্ছাসহ এন্তার অভিযোগ তাঁর।

সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে, মহামারিবিষয়ক চুক্তির আলোচনা থেকে যুক্তরাষ্ট্রের বেরিয়ে যাওয়া। মহামারি মোকাবিলায় যাতে সব দেশের মধ্যে একটি সংহতি থাকে, যাতে টিকা, ওষুধ ইত্যাদি সুষমভাবে বণ্টন করা যায়, সেই উদ্দেশ্যে চুক্তিটি করার উদ্যোগ নিয়েছিল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। কিন্তু ট্রাম্প স্পষ্ট করে বলেছেন, তিনি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কোনো চুক্তি মানবেন না। ফলে এই চুক্তি বাস্তবায়ন নিয়েই এখন সংশয় দেখা দিয়েছে।

আমেরিকা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে ডব্লিউএইচওর কোনো চুক্তির শর্ত মানতে তারা বাধ্য নয়। এর পরে এই চুক্তি কতটা অর্থপূর্ণ হবে, তা নিয়ে সংশয় দেখা দিচ্ছে।

এটা সত্য যে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, দক্ষতার অভাব, সংস্কারের অভাবসহ নানা সমস্যা রয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার। কিন্তু সারা বিশ্ব থেকে চিকেন পক্স ও পোলিওর মতো রোগ নির্মূল করার মতো কিছু ভালো কাজও তো রয়েছে এই সংস্থার।

তবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে বেরিয়ে গেলে যুক্তরাষ্ট্রের কী কী ক্ষতি হতে পারে, সেটিও ট্রাম্পের বিবেচনা করা উচিত। বিশ্বের সংক্রামক রোগের যে বিপুল তথ্যভাণ্ডার রয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার, সেটি থেকে বঞ্চিত হবে যুক্তরাষ্ট্র।

যুক্তরাষ্ট্রকে ‘গ্রেট’ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছেন ট্রাম্প। তিনি স্লোগান তুলেছেন–‘মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন’, অর্থাৎ আমেরিকাকে আবার মহান করো। কিন্তু অসংখ্য অভিবাসীর অভিশাপের ওপর দাঁড়িয়ে, বিচার বিভাগকে কুক্ষিগত করে, চারপাশে প্রতিশোধের আগুন ছড়িয়ে কি আমেরিকাকে মহান করা সম্ভব? এভাবে কি গ্রেট হওয়া যাবে, প্রিয় ট্রাম্প?

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামুল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি।

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন ৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন
- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION
- স্টুডেন্ট ভিসা
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ইনভেষ্টমেন্ট ভিসা
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নুন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সূযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সূযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সূযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সূযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

Captor USA, Inc.

Franchise & Business Consulting Firm
37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New address 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

এ মাসেই তপ্ত হচ্ছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

উত্তেজনা ছড়াতে পারে। ফলে রাজনৈতিক নানা ঘটনার কারণে ফেব্রুয়ারি মাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

এখনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না দিলেও মধ্য ফেব্রুয়ারিতে কর্মসূচি নিয়ে মাঠে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিএনপি। ১ ফেব্রুয়ারি থেকে টানা কর্মসূচি নিয়ে মাঠে থাকার ঘোষণা দিয়েছে আওয়ামী লীগ। ঘোষণা না দিলেও আওয়ামী লীগের কর্মসূচি ঠেকাতে মাঠে থাকবে জামায়াত। প্রধান তিন রাজনৈতিক শক্তির পাশাপাশি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক কমিটির নেতৃত্বে নতুন রাজনৈতিক দল গঠন হওয়ারও কথা রয়েছে এই মাসে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের কর্মসূচি নিয়ে মাঠে নামাটাই বড় চ্যালেঞ্জ। কারণ বিএনপি-জামায়াতের পাশাপাশি বৈষম্যবিরোধীরাও রাজপথে তাদের মোকাবেলা করবে। তবে বিএনপি মাঠে নামলে সেটি রাজপথকে উত্তপ্ত করবে, তা বলা যায়। আর বৈষম্যবিরোধীদের রাজনৈতিক দল গঠন নিয়ে এরই মধ্যে একধরনের উত্তেজনা বিরাজ করছে।

বিএনপি অবশ্য আওয়ামী লীগের কর্মসূচিকে অতটা গুরুত্ব দিচ্ছে না। নতুন দল গঠনের বিষয়েও তারা তেমন চিন্তিত নয়। তবে এই দল গঠনে সরকারের সংশ্লিষ্টতা আছে—এমন ধারণা থেকে আপত্তি জানাচ্ছে দলটি। জামায়াত আনুষ্ঠানিক কোনো কর্মসূচি না দিলেও তারা গতকাল শুক্রবারও জুলাই গণহত্যাকারীদের বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করেছে। এর বাইরে ফ্যাসিবাদবিরোধী কর্মসূচি নিয়ে মাঠে খুবই সক্রিয় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাকর্মীরা।

উল্লেখ্য, আওয়ামী লীগের ফেসবুক পেজে নির্যাতন ও নিপীড়নের প্রতিবাদ, দেশের জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন দাবিতে ১ থেকে ৫ ফেব্রুয়ারি লিফলেট বা প্রচারপত্র বিলি, ৬ ফেব্রুয়ারি প্রতিবাদ মিছিল ও সমাবেশ, ১০ ফেব্রুয়ারি বিক্ষোভ মিছিল সমাবেশ, ১৬ ফেব্রুয়ারি অবরোধ এবং ১৮ ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী সকাল-সন্ধ্যা সর্বাত্মক কঠোর হরতালের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে।

এই কর্মসূচির পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম গত বুধবার ফেসবুকে এক পোস্টে বলেন, আওয়ামী লীগের পতাকাতলে কেউ যদি 'অবৈধ বিক্ষোভ' করার সাহস করে, তবে তাকে আইনের মুখোমুখি হতে হবে। তিনি বলেন, 'আমরা দেশকে সহিংসতার দিকে ঠেলে দেওয়ার কোনো ধরনের প্রচেষ্টাকে সুযোগ দেব না।'

প্রেস সচিবের বক্তব্যে স্পষ্ট, আওয়ামী লীগের কর্মসূচির বিষয়ে সরকার কঠোর থাকবে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীকে সে রকম দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

আওয়ামী লীগকে গুরুত্ব দিচ্ছে না, নির্বাচনে মনোযোগ বিএনপির

আওয়ামী লীগকে ঠেকাতে পৃথক কোনো কর্মসূচি দেওয়ার সিদ্ধান্ত এখনো নেয়নি বিএনপি। এই ইস্যুতে ঘোষণা দিয়ে কোনো কর্মসূচি পালনের পক্ষেও নয় তারা। দলের নেতারা মনে করেন, বাংলাদেশের রাজনীতিতে এই মুহূর্তে আওয়ামী লীগের কোনো গুরুত্ব নেই। তাদের ঠেকাতে কর্মসূচি দিয়ে গুরুত্ব বাড়ানো এবং ইস্যু তৈরি করার কোনো মানে হয় না।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিএনপির স্থায়ী কমিটির একজন সদস্য কালের কণ্ঠকে বলেন, নির্বাচন হচ্ছে সব সমস্যার সমাধান। নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা করা হলে আওয়ামী লীগের তৎপরতা থাকত না। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ যে দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে চায়, তা তাদের কর্মসূচির ধরন দেখে বোঝা যাচ্ছে। নইলে এমন গণহত্যা চালানোর পর কী করে ছয় মাসের মাথায় হরতাল-অবরোধের মতো কর্মসূচি দেয়! বিএনপি নেতা মনে করেন, আওয়ামী লীগের কোনো অনুশোচনা হয়নি। তাই তাদের দল হিসেবেও নিষিদ্ধ করতে হবে।

বিএনপি নেতারা মনে করেন, আওয়ামী লীগের কর্মসূচি জনজীবনে কোনো প্রভাবই ফেলতে পারবে না। জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগকে প্রতিহত করবে। বিএনপির প্রধান সহযোগী সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল এরই মধ্যে নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগকে প্রতিহত করার ঘোষণা দিয়েছে।

তবে মধ্য ফেব্রুয়ারিতে বিএনপি দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির প্রতিবাদে এবং সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্র ফেরানোর দাবিতে ঢাকাসহ সারা দেশে কর্মসূচি দেবে। ফলে বিএনপি নেতাকর্মীরা রাজপথে সক্রিয় থেকে পাড়া-মহল্লায় একধরনের পাহারায় থাকবে। এর প্রভাব পড়বে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের মধ্যে। তাঁরা কেউ কর্মসূচি নিয়ে মাঠে নামতে সাহস পাবেন না বলে মনে করেন দলের নেতাকর্মীরা।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'প্রকাশ্য কিংবা গোপনে—কোনোভাবেই আওয়ামী লীগের কর্মসূচি পালনের নৈতিক অধিকার নেই। জুলাই গণহত্যার দায়ে দলটির নেতাদের নামে মামলা করা হয়েছে, বিচার শুরু হয়েছে। আমরা দল হিসেবে আওয়ামী লীগের বিচার চাইছি। এই দলটিকে বিচারের মাধ্যমে নিষিদ্ধ করতে হবে।'

দল গঠনে সক্রিয় বৈষম্যবিরোধীরা

ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝিতে নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করতে বেশ সক্রিয় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক কমিটি। সংগঠনের নেতারা চাচ্ছেন ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে নতুন দলের নাম ও আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করতে। জানা গেছে, দলের নেতৃত্বে কারা আসবেন সেটিতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

দল গঠন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত একজন সমন্বয়ক বলেন, দলের নাম চূড়ান্তকরণ, গঠনতন্ত্র প্রণয়নসহ বেশ কিছু কাজ চলছে। দল গঠনের বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মতামত নেওয়া হচ্ছে। প্রথমে আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হবে। পরে কাউন্সিলের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হবে।

নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করলে নাহিদ ইসলাম অন্তর্বর্তী সরকারের তথ্য উপদেষ্টার পদ থেকে পদত্যাগ করে দলের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে যেতে পারেন বলে গুঞ্জন আছে। অবশ্য এ বিষয়ে এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি বলে জানিয়েছেন তিনি। গত বৃহস্পতিবার নাহিদ ইসলাম বলেন, 'রাজনৈতিক দল গঠন ও পদত্যাগের ব্যাপারে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। তবে সরকারে থেকে কোনো রাজনৈতিক দলে থাকব না।'

গত বছরের ১৪ সেপ্টেম্বর বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীকে আহ্বায়ক এবং আখতার হোসেনকে সদস্যসচিব করে জাতীয় নাগরিক কমিটি গঠন করা হয়। তখন থেকেই ছাত্রদের নতুন দল গঠন করার বিষয়ে নানা আলাপ-আলোচনা শুরু হয়। এখন এটিকে দলীয় কাঠামোতে রূপান্তর করার চেষ্টা চলছে।

ছাত্র আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, জুলাই আন্দোলনে নাহিদ ইসলামের জনপ্রিয়তার বিষয়টি মাথায় রেখে তাঁকে দলের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়ার চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে। তবে সেটি আহ্বায়ক কমিটিতে নাকি কাউন্সিলের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ কমিটি হলে, তা এখনো নিশ্চিত নয়।

সম্প্রতি জাতীয় নাগরিক কমিটির একটি বৈঠকে বেশির ভাগ সদস্য মতামত দিয়েছেন যে অন্তর্বর্তী সরকারে থাকা এক বা একাধিক ছাত্র উপদেষ্টার পদত্যাগ করে নতুন দলের নেতৃত্বে সম্পৃক্ত হওয়া উচিত। তবে সরকারের ভেতরে প্রভাব ধরে রাখতে উপদেষ্টাদের এখনই পদত্যাগের পক্ষে নয় কেউ কেউ।

কলকাতার বৈঠক থেকে আওয়ামী লীগের কর্মসূচি

১৮ দিনের কর্মসূচি নিয়ে ১ ফেব্রুয়ারি শনিবার থেকে মাঠে নামার ঘোষণা দিয়েছে আওয়ামী লীগ। সরকার থেকে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার প্রায় ছয় মাস পর এটিই হতে যাচ্ছে দলটির সবচেয়ে বড় কর্মসূচি। বলা চলে, প্রথম রাজনৈতিক কর্মসূচি। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের পদত্যাগের দাবিতে হরতাল-অবরোধের মতোও কর্মসূচি পালন করবে দলটি। এর আগে ১০ নভেম্বর নূর হোসেন দিবস পালন করতে দলীয় নেতাকর্মীদের আহ্বান জানানো হয়েছিল। এবারের কর্মসূচি বাস্তবায়নকে মাঠে ফেরার পরীক্ষা হিসেবে দেখছে আওয়ামী লীগ।

জানা গেছে, গত মঙ্গলবার ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কলকাতার ট্যাঙ্গরা এলাকায় আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসে। সরকার পতনের পর এটিই ছিল দলের প্রথম ওয়ার্কিং কমিটির সভা। ওই অঞ্চলে একটি বাসায় অবস্থান করছেন দলের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া। তাঁর বাসায়ই বৈঠকটি করা হয়।

কলকাতাসহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ওয়ার্কিং কমিটির যেসব সদস্য অবস্থান করছেন তাঁরা প্রায় সবাই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। ভারতে থাকছেন না এমন সদস্যরা এতে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন। আওয়ামী লীগ সভাপতি ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও টেলিফোনে সভায় যুক্ত ছিলেন। তিনি সবার বক্তব্য শোনেন এবং দিকনির্দেশনা দেন। ওই বৈঠক থেকেই ফেব্রুয়ারির কর্মসূচির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এত দিন বিদেশের মাটিতে সভা-সমাবেশ করেছে আওয়ামী লীগ। বাইরে থেকে ধীরে ধীরে ঘরে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছিল দলটি। এ যাত্রায় ১৮ দিনে পাঁচ ধরনের কর্মসূচির প্রস্তাব করে দলের ওয়ার্কিং কমিটি। সহজ থেকে ধারাবাহিকভাবে কঠোর কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

সূত্র: কালের কণ্ঠ

বিদেশিদের তৎপরতা বাড়ছে

নিউজ ডেস্ক

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দেশগুলো এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো তাদের মতামত দিতে শুরু করেছে। এর আগে ভারত ছাড়া আর কেউ দ্রুত নির্বাচনের কথা না বললেও এখন প্রায় সব পক্ষই চায় দ্রুত নির্বাচন। ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীর সরকারকে সবচেয়ে বেশি সমর্থন দেওয়া দেশ যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমারাও দ্রুত নির্বাচন আয়োজনের পক্ষে মতামত দিচ্ছে। পাশাপাশি দাতা সংস্থা ও মানবাধিকার সংস্থাগুলোর পক্ষ থেকেও নানাভাবে নির্বাচিত সরকারের বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। তারা চায় বাংলাদেশে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রে ফিরুক। এ নিয়ে তারা বিএনপিসহ দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বৈঠক করছে।

তবে বিদেশিরা গত তিনটি নির্বাচনের মতো ভোট দেখতে চায় না। তারা ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনা সরকারের শেষ তিনটি নির্বাচনের মতো ভোটারবিহীন, রাতের ভোট কিংবা সব দলের অংশগ্রহণহীন নির্বাচন চায় না। তারা চায় দেশ সুষ্ঠু নির্বাচনের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রের পথে আসুক।

কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক সূত্রগুলো বলছে, এরই মধ্যে ড. ইউনূসের নেতৃত্বাধীন সরকারের সমালোচনা শুরু হয়েছে। সব পক্ষই মনে করে, সংস্কার ইস্যুতে নির্বাচনে বিলম্ব করার সুযোগ নেই। সংস্কার ও নির্বাচনের প্রস্তুতি একসঙ্গেই এ সরকারকে করতে হবে। দিন যত যাবে, নির্বাচনের চাপ তত বাড়তে থাকবে। এটা শুধু রাজনৈতিক দল থেকেই নয়, বিশ্ব সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকেও আসতে থাকবে।

এছাড়া নির্বাচন ও সংস্কার ইস্যুতে সরকার এবং রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যেন কোনো বড় বিরোধ তৈরি না হয়, সেদিকেও সতর্ক থাকা প্রয়োজন মনে করছে সব পক্ষ। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, চীন, জাপান ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলো সংস্কার ও নির্বাচন নিয়ে সরকার এবং রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে বৈঠক শুরু করেছে। সেসব বৈঠকে তারা এক ধরনের মধ্যস্থতা করছে।

এর মধ্যে গত বুধবার ঢাকায় নবনিযুক্ত মার্কিন চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স (সিডিএ) ট্রেসি অ্যান জ্যাকবসন আগামী নির্বাচন ও বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে সিরিজ বৈঠক শুরু করেছেন। প্রথম দিন তিনি জাতীয় পার্টি এবং জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে আলোচনা করেছেন। এরপর তিনি বৃহস্পতিবার বিএনপির সঙ্গে বৈঠক করেছেন। এ ছাড়া গণ অধিকার পরিষদসহ অন্যান্য দলের সঙ্গেও বৈঠক করবেন।

এসব বৈঠক সম্পর্কে কোনো পক্ষই সরাসরি কথা বলেনি। তবে বৈঠকে উপস্থিত একাধিক রাজনীতিক নাম প্রকাশ না করে বলেছেন, আলোচনায় রাজনীতি ও নির্বাচন প্রাধান্য পেয়েছে। দেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কূটনীতিক দলগুলোর মতামত জানতে চেয়েছেন। মার্কিন চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র সাধারণত বাংলাদেশের অভ্যন্তর থেকে আসা মতামত গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এ কারণেই মার্কিন কূটনীতিক মূলত বাংলাদেশের নেতাদের মতামতই শুনছেন।

জানা গেছে, বুধবার জাতীয় পার্টি ও জামায়াতের সঙ্গে বৈঠকটি মার্কিন ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূতের গুলশানের বাসভবনে হয়। বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্রের ডেপুটি রাষ্ট্রদূত মেগান বোল্ডিন উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে জাতীয় পার্টির নেতাদের মধ্যে ছিলেন দলটির চেয়ারম্যান জিএম কাদের, সিনিয়র কো-চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, মহাসচিব মো. মুজিবুল হক চুন্নু, কো-চেয়ারম্যান এবিএম রুহুল আমিন হাওলাদার, প্রেসিডিয়াম সদস্য ও জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের বিশেষ দূত মাশরুর মওলা।

জানা গেছে, বৈঠকে জাতীয় পার্টির পক্ষ থেকে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে দলটির অবস্থান তুলে ধরা হয়। বর্তমান সরকারের বিষয়ে নির্বাচনে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নেই বলে অভিযোগ করা হয়। বর্তমান সরকারের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে জাতীয় পার্টি। এ সরকারকে দুর্বল বলেও অভিহিত করেন নেতারা। তারা দ্রুত নির্বাচনের পক্ষে মত দেন এবং অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রে ফেরার কথা বলেন। এ সময় দলটির পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়, জাতীয় পার্টিকে রাজনীতির অধিকার চর্চা করতে দেওয়া হচ্ছে না।

জাতীয় পার্টির সঙ্গে বৈঠকের পর ট্রেসি অ্যান জ্যাকবসন জামায়াতে ইসলামীর নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে দলটির আমির ডা. শফিকুর রহমান, সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার, নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের উপস্থিত ছিলেন।

এর পরদিন বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স ট্রেসি অ্যান জ্যাকবসন প্রাতরাশ বৈঠক করেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সঙ্গে। বৈঠকটি মির্জা ফখরুলের গুলশানের বাসভবনে হয়। মির্জা ফখরুল ছাড়াও সেখানে উপস্থিত ছিলেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য ও চেয়ারপারসন ফরেন অ্যাফেয়ার্স অ্যাডভাইজরি কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক ও চেয়ারপারসনের পররাষ্ট্রনীতিবিষয়ক বিশেষ সহযোগী উপদেষ্টা কমিটির সদস্য শামা ওবায়েদ। প্রাতরাশ বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের দুজন রাজনৈতিক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। বৈঠক সম্পর্কে কেউই প্রকাশ্যে মুখ খোলেননি।

অভিনেত্রী শাওন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

(ডিবি)। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ৮টার দিকে রাজধানী ধানমন্ডি এলাকা থেকে তাঁকে আটক করা হয়। ডিবির অতিরিক্ত কমিশনার রেজাউল করিম মল্লিক আজকের পত্রিকাকে বলেন, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগে তাঁকে আটক করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।

এদিকে গতকাল সন্ধ্যা ৬টার দিকে জামালপুরের নরুন্দিতে শাওনের গ্রামের বাড়িতে আগুন দেওয়া হয়। এর কিছুক্ষণ পরই ঢাকায় তাঁকে আটক করা হয়।

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পাওয়া শাওন ২০২৪ সালে দ্বাদশ জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসনে প্রার্থী হতে ময়মনসিংহ বিভাগ থেকে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছিলেন। শাওনের মা তহুরা আলীও জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনের সংসদ সদস্য ছিলেন। অভিনেত্রী, নৃত্যশিল্পী, পরিচালক ও স্থপতি শাওন কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের স্ত্রী।

এদিকে রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগে অভিনেত্রী সোহানা সাবাকে আটক করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁকে ডিবি কার্যালয়ে নেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৬ ফেব্রুয়ারি) দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে ধানমন্ডি থেকে তাঁকে আটক করা হয়।

ঢাকা মহানগর পুলিশের মুখপাত্র তালেবুর রহমান অভিনেত্রী সোহানা সাবাকে আটকের তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, 'অভিনেত্রী শাওনের পর সোহানা সাবা আমাদের নজরদারিতে ছিলেন। তাকে কিছু সময় আগে আমাদের হেফাজতে নেয়া হয়েছে। তার বিরুদ্ধে দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রের অভিযোগ রয়েছে।'

গেল ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকার পতনের পর প্রকাশ্যে আসে হোয়াটসঅ্যাপের 'আলো আসবেই' গ্রুপের স্ক্রিনশট। অভিযোগ, এই গ্রুপে যুক্ত হয়ে শোবিজের একদল শিল্পী অবস্থান নিয়েছিলেন বিগত সরকারের (শেখ হাসিনা) পক্ষে। সেই দলেরই একজন অভিনেত্রী সোহানা সাবা।

চার প্রদেশ, নতুন বিভাগসহ সংস্কারে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পুনর্বিন্যাসের জন্য সংস্কার প্রস্তাব করেছে জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন।

এছাড়া, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার পদবি পরিবর্তন, জেলা পরিষদ বাতিল, উপজেলা পর্যায়ে একজন এএসপিকে 'জননিরাপত্তা অফিসার' হিসেবে নিয়োগ দেয়ার মতো সুপারিশও এনেছে কমিশন।

একটির বদলের তিনটি পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠন এবং উপসচিব পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে প্রশাসন ক্যাডারের কোটা ৭৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫০ শতাংশে আনার মতো প্রস্তাবও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বুধবার জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রধান আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরী অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে প্রতিবেদন হস্তান্তর করেন। এরপর একটি নির্বাহী সারসংক্ষেপ গণমাধ্যমের কাছে তুলে ধরে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং। 'জেলা প্রশাসক' পদবি পরিবর্তন করে 'জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলা কমিশনার' করার সুপারিশ করা হয়েছে।

ইংরেজিতে 'ডিসট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট' ও 'ডিসট্রিক্ট কমিশনার' হওয়ার সুবাদে সংক্ষিপ্ত রূপ 'ডিসি' অপরিবর্তিত থাকবে। আর, 'উপজেলা নির্বাহী অফিসার' পদবি বদলে 'উপজেলা কমিশনার' করতে বলা হয়েছে। ইংরেজিতে যা অভিহিত হবে সাব-ডিসট্রিক্ট কমিশনার বা এসডিসি হিসেবে। এছাড়া, 'অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)' এর স্থলে 'অতিরিক্ত জেলা কমিশনার (ভূমি ব্যবস্থাপনা)' করা যেতে পারে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।

ডিসি'র মামলা গ্রহণের ক্ষমতা

জেলা কমিশনারকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে সি আর মামলা (নালিশি মামলা) প্রকৃতির অভিযোগগুলো গ্রহণের ক্ষমতা দেয়ার সুপারিশ করেছে সংস্কার কমিশন।

বলা হয়েছে, "তিনি অভিযোগগুলো তদন্তের জন্য উপজেলার কোনো কর্মকর্তাকে বা সমাজের স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মাধ্যমে সালিশী বা তদন্ত করার নির্দেশ দিতে পারবেন। প্রাথমিক তদন্তে অভিযোগ গ্রহণযোগ্য হলে থানাকে মামলা গ্রহণের নির্দেশ দিতে পারবেন।" পরবর্তীতে মামলাটি আদালতের বিচার প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

উপজেলা পর্যায়ে ম্যাজিস্ট্রেট

উপজেলা পর্যায়ে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট স্থাপনের সুপারিশ রয়েছে প্রতিবেদনে। দেওয়ানি ও ফৌজদারি ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট পুনঃস্থাপন করা হলে নাগরিকরা উপকৃত হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শ নেওয়ার কথা বলেছে কমিশন।

উপজেলা জননিরাপত্তা অফিসার

থানার অফিসার ইন চার্জ - ওসি'র কাজ ও সার্বিক আইনশৃঙ্খলা রক্ষার তদারকির জন্য উপজেলা পর্যায়ে একজন সহকারী পুলিশ সুপারকে 'উপজেলা জননিরাপত্তা অফিসার' হিসেবে পদায়নের সুপারিশ করেছে সংস্কার কমিশন। বলা হয়েছে, "এর ফলে থানার জবাবদিহিতা আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।"

চার প্রদেশ, নতুন বিভাগ, রাজধানী সরকার, প্রাদেশিক ব্যবস্থা

দেশের জনসংখ্যা ও সরকারের কার্যপরিধির নিরিখে বর্তমান প্রশাসনিক ও স্থানীয় সরকার কাঠামো যথেষ্ট নয় বলে মত সংস্কার কমিশনের। বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হয় তখন ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা এই চার বিভাগে বিভক্ত ছিল।

বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে পুরনো চার বিভাগের সীমানা ধরে চারটি প্রদেশ করে প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে বলে সুপারিশ করেছে কমিশন।

"এর ফলে এককেন্দ্রিক সরকারের পক্ষে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার সুযোগ হ্রাস পাবে। পাশাপাশি রাজধানী ঢাকা শহরের ওপর চাপ কমবে," এমনটিই বলা হয়েছে প্রস্তাবের নির্বাহী সারসংক্ষেপে।

নতুন দুই বিভাগ

প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত পুনর্গঠনের অংশ হিসেবে নতুন বিভাগ গঠনের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। অনেকদিন ধরেই কুমিল্লা ও ফরিদপুরে বিভাগ করার বিষয়ে আলোচনা চলে আসছে। এর প্রতিফলন দেখা গেছে সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবেও। কুমিল্লা ও ফরিদপুর নামেই দু'টি নতুন বিভাগ গঠন করার সুপারিশ করেছে কমিশন।

রাজধানী মহানগর সরকার

বাংলাদেশের রাজধানী 'ঢাকা মহানগরীর জনসংখ্যা ও পরিষেবার ব্যাপ্তি'কে আমলে নিয়ে 'নয়া দিল্লির মতো ফেডারেল সরকার নিয়ন্ত্রিত ক্যাপিট্যাল সিটি গভর্নমেন্ট বা রাজধানী মহানগর সরকারের গঠনের প্রস্তাব রাখা হয়েছে কমিশনের পক্ষ থেকে।

পাবলিক সার্ভিস কমিশন পুনর্গঠন

বর্তমানে ক্যাডার ও নন ক্যাডার সার্ভিসের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের অধীনে। তবে, সরকারকে দেওয়া প্রস্তাবে তিনটি পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে। ক্ষেত্রগুলো হলো-সাধারণ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য।

বিসিএস পুনর্গঠন: সিভিল সার্ভিসের আওতায় 'একীভূত ক্যাডার সার্ভিস' এর বদলে 'কাজের ধরন ও বিশেষায়িত দক্ষতা' অনুযায়ী আলাদা নামকরণের সুপারিশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, বর্তমানে চালু বিভিন্ন ক্যাডারকে ১২টি প্রধান সার্ভিসে বিন্যস্ত করা যেতে পারে।

সূত্র: বিবিসি বাংলা

গুড়িয়ে দেওয়া হল ধানমন্ডি ৩২

প্রথম পৃষ্ঠার পর

উঠতে শুরু করেছে।

এদিকে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা মাহফুজ আলম বুধবার দিবাগত রাতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে লেখেন, ভাঙার পরে গড়ার সুযোগ এসেছে,কিন্তু অনন্ত ভাঙা প্রকল্প আমাদের জন্য ভালো ভবিষ্যতের ইঙ্গিতবহ না।' মাহফুজ আলমকে জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের মাস্টারমাইন্ড বলে নিউইয়র্কে এক অনুষ্ঠানে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ইউনূস নিজেই।

যদিও ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর দেশ ছেড়ে ভারতে পালিয়ে যান তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা। বুধবার বাংলাদেশ সময় রাত ৯টায় দেশে অবস্থানরত নেতা-কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশে অনলাইনে বক্তব্য দেওয়ার কথা প্রচার হয়। এর প্রতিবাদে দেশের ভেতরে ও বাইরে থেকে শেখ হাসিনা বা শেখ মুজিবের স্মৃতিচিহ্ন মুছে ফেলতে ধানমন্ডি ৩২ নম্বর গুড়িয়ে দেওয়ার ডাক দেওয়া হয়। যদিও ৫ আগস্টের অভ্যুত্থানের পরে এই বাড়িটি পুরোপুরি পুড়িয়ে দিয়েছিল ছাত্র-জনতা। আর এর ঠিক ছয় মাস পরে সেটিকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হলো।

শেখ হাসিনার বক্তব্য দেওয়ার ঘোষণাকে কেন্দ্র করে বুধবার সারা দিনই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে উত্তেজনা চলে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অংশ নেওয়া অনেক ছাত্র-জনতা ও অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট ফেসবুকে ধানমন্ডি ৩২ অভিমুখে 'বুলডোজার মিছিল' ও 'মার্চ টু ধানমন্ডি ৩২' কর্মসূচির ডাক দেন। তাঁরা ঘোষণা দেন, রাত ৯টায় শাহবাগে জড়ো হয়ে ধানমন্ডি ৩২ নম্বর অভিমুখে যাত্রা শুরু করবেন।

অবশ্য রাত ৮টা থেকেই ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের আশেপাশে জড়ো হতে থাকে বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা। তারা বাড়ির ফটক ভেঙে ভেতরে ঢোকার জন্য ভাঙচুর শুরু করে। এ সময় বাড়ির সামনে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালও ভাঙচুর করা হয়। এর কিছু পরে ভবনের ভেতরে ঢুকে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। পাশাপাশি লাঠিসোঁটা নিয়ে ভাংচুর চালাতে দেখা যায়।

কিছুক্ষণ পর সেনাবাহিনীর সদস্যরা সেখানে আসেন। তখন বিক্ষোভকারীরা স্লোগান দেওয়া শুরু করেন। একপর্যায়ে সেনা সদস্যরা সেখান থেকে চলে যান। রাত ১১টার দিকে ঘটনাস্থলে ক্রেন নিয়ে আসা হয়। পরে আনা হয় এক্সকাভেটর। মধ্যরাতে এই যন্ত্র দুটি দিয়ে ভবন ভাঙা শুরু হয় যা পর দিন বৃহস্পতিবার (৬ ফেব্রুয়ারি) পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

বৃহস্পতিবার ভোর সাড়ে ৬টার দিকে বঙ্গবন্ধু বাড়ির সামনে গিয়ে দেখা যায়, এক্সকেভেটরটি দিয়ে ৩২ নম্বরের বাড়িটি ভেঙে ফেলা হচ্ছে। উৎসুক জনতার ভিড় রয়েছে বাড়িটি ঘিরে। কেউ কেউ ভাঙা স্ল্যাব থেকে রড খুলে নিয়ে যাচ্ছে, কেউ বাড়িটি থেকে এসি খুলে রিকশায় করে নিয়ে যাচ্ছে। আবার কেউ কেউ নিজের মোবাইল ফোনে ভিডিও করছে।

বাড়িটির উল্টো পাশে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিটিও ভেঙে ফেলা হয়েছে। তবে ঘটনাস্থলের আশপাশে কোনো আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের দেখা যায়নি।

ভোলায় তোফায়েল আহমেদের বাড়িতে ভাঙচুর ও আগুন দেওয়া হয়

শেখ হাসিনার বাসভবন সুধাসদনে আগুন দেওয়া হয়। ধানমন্ডিতে শেখ হাসিনার স্বামী ওয়াজেদ মিয়ার বাড়ি এটি। তাঁর ডাক নাম সুধা মিয়া থেকে এই বাড়ির নামকরণ। বুধবার রাতে দেওয়া আগুন পর দিনও জ্বলছিল। কারণ 'নিরাপত্তা না থাকায়' কথা বলে ফায়ার ব্রিগেড সেখানে আগুন নেভাতে যায়নি। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কোনো সদস্যও সেখানে ছিল না। উল্লেখ্য, ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের পর এ আগুন দেওয়া হয়।

বরিশালে আমু ও সাদিক আবদুল্লার বাড়ি: বুধবার দিবাগত রাত একটার দিকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা কালীবাড়ি রোডে সাদিক আবদুল্লাহর বাসভবনের সামনে জড়ো হন। উত্তেজিত শিক্ষার্থীরা একটি বুলডোজার নিয়ে এলেও সেনাবাহিনীর সদস্যদের বাধার মুখে তাঁরা বুলডোজার ব্যবহার করতে পারেননি। এর আধা ঘণ্টা পর বুলডোজার দিয়ে সাদিক আবদুল্লাহর বাসভবন ভাঙা শুরু হয়। রাত দেড়টার দিকে বাসভবন ঘিরে ভাঙচুরের একপর্যায়ে বুলডোজার দিয়ে বাড়ির নিচতলার একাংশ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। পরে তিনতলায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। বৃহস্পতিবারও বাড়ি ভাঙার কাজ চলছিল।

বরিশাল নগরের বগুড়া রোডে আমির হোসেন আমুর বাসভবন বুলডোজার চালিয়ে ভাঙা শুরু হয়। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা-কর্মী ও শিক্ষার্থীরা সকাল পর্যন্ত তিনতলা বাড়ির একতলার নিচের অংশ ভেঙেছেন।

ভোলায় তোফায়েলের বাড়ি: আওয়ামী লীগের নেতা তোফায়েল আহমেদের ভোলা শহরের বাড়িতে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করেছে বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা। বুধবার দিবাগত রাত পৌনে ১টার দিকে ভোলা শহরের গাজীপুর রোডের 'প্রিয় কুটির' নামের বাসভবনে এই ঘটনা ঘটে। এ সময় তারা আওয়ামী লীগ ও তোফায়েল বিরোধী নানা স্লোগান দেয়। একপর্যায়ে বাড়িতে ঢুকে ভাঙচুর চালায়। পরে আগুন ধরিয়ে দেয়। উল্লেখ্য, প্রবীণ এই আওয়ামী লীগ নেতা দীর্ঘ দিন ধরে অসুস্থ। তিনি চলারশক্তি ও স্মৃতিশক্তি হারিয়েছেন।

কুষ্টিয়ায় হানিফের বাড়ি: আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফের কুষ্টিয়ার বাড়ি বুলডোজার দিয়ে ভেঙে দেওয়া হয়েছে। বুধবার রাত থেকে শহরের পিটিআই সড়কে তিনতলা বাড়িটি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার ব্যানারে ভাঙা শুরু হয়। এর আগে ৪ ও ৫ আগস্ট এই বাড়িতে ভাঙচুর চালিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তারপর বাড়িটিতে ইট ছাড়া কিছুই ছিল না। ৫ আগস্ট থেকে হানিফ আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর হানিফ আত্মগোপনে রয়েছেন

উপদেষ্টা মাহফুজের স্ট্যাটাস: ফেসবুক স্ট্যাটাসে মাহফুজ আলম লিখেছেন, 'আমরা আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক আধিপত্যবাদ মোকাবিলা করছি। নিছক কিছু মূর্তি বা দালান নয়। মূর্তি না ভেঙে আমাদের উচিত আমাদের শত্রুদের শক্তির বিপরীতে পাল্টা চিন্তা, শক্তি ও হেজেমনি গড়ে তোলা। ভাঙার প্রকল্প থেকে সরে এসে দিনকে দিন আমাদের গড়ার প্রকল্প হাতে নেওয়া উচিত।'

অন্তর্বর্তী সরকারের এ উপদেষ্টা লেখেন, 'লীগ বা হাসিনা সে অর্থে কিছুই না, বরং আঞ্চলিক আধিপত্যবাদের এক্সটেনশন। আর, আঞ্চলিক আধিপত্যবাদ তার হেজেমনি তৈরি করছে বাস্তবধর্মী রাষ্ট্রকল্পনা, দেশে এবং ডায়াসপোরায় দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি ও৮৯ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলো শক্তিশালী করে। আমাদের পালটা হেজেমনিও এ তিনটি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল।'

মাহফুজ আলম লেখেন, 'ভাঙার পরে গড়ার সুযোগ এসেছে, কিন্তু অনন্ত ভাঙা প্রকল্প আমাদের জন্য ভালো ভবিষ্যতের ইঙ্গিতবহ না। গড়ার প্রকল্পগুলো খুব দ্রুতই শুরু ও বাস্তবায়ন হবে। আপনারা গড়ার কাজে সক্রিয় হন।'সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবনাগুলো বাস্তবায়ন শিগগিরই শুরু হবে জানিয়েছে ফেসবুকে মাহফুজ আরও লেখেন, 'আহত ও নিহতদের পরিবারের পুনর্বাসন ও জুলাই গণহত্যার বিচারের কাজ ও চলমান। এ মাসেই এ কাজগুলো আরো গতি পাবে। ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার বিলোপ নিছক ভাঙা নয়, বরং বিকল্প গড়ারও লড়াই। নতুন বন্দোবস্তে আমরা ভাঙার চেয়ে গড়ার দিকে গুরুত্ব দিতে চাই।'

সবাইকে ভবিষ্যতের দিকে তাকানোর আহ্বান জানিয়ে স্ট্যাটাসটিতে মাহফুজ আলম লেখেন, 'ইতিহাস আমাদের সুযোগ দিয়েছে। এবার আমাদের জিততে হবে। আর জেতার উপায় একটাই- রাষ্ট্রকল্প, শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান ও দক্ষ ও মর্যাদাবান মানবসম্পদ গড়ে তোলা। আল্লাহ আমাদের ফেরাসত তথা দূরদৃষ্টি দিক।'

বঙ্গবন্ধুর বাড়ি ভাঙচুরের খবর আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রতীক হিসেবে গণ্য হতো। কিন্তু এখন আন্দোলনকারীরা মনে করছে, বাড়িটি শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন স্বৈরশাসনের প্রতিচ্ছবি।

ফরাসি বার্তা সংস্থা এএফপি গতকাল বুধবার দিবাগত রাতে 'বাংলাদেশে বিক্ষোভকারীদের হাসিনার বাবার বাড়ি ভাঙার চেষ্টা' শিরোনামে প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এতে বলা হয়, বাংলাদেশি আন্দোলনকারীরা এক্সকেভেটর নিয়ে ক্ষমতাচ্যুত স্বৈরশাসক শেখ হাসিনার বাবার বাড়ির সামনে অবস্থান করছে। তারা ভবনটি ধ্বংসের চেষ্টা চালাচ্ছে। হাসিনার বাবা শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি ছিলেন। শেখ হাসিনার সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ডে তিনি ঘৃণার প্রতীকে পরিণত হয়েছেন।

যুক্তরাজ্যভিত্তিক সংবাদমাধ্যম বিবিসিতে আজ বৃহস্পতিবার সকালে প্রকাশিত সংবাদের শিরোনাম ছিল 'বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রীর পারিবারিক বাড়িতে প্রতিবাদকারীদের আগুন'। প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশে প্রতিবাদকারীরা ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পারিবারিক বাড়ি এবং তাঁর দলের অন্যান্য সদস্যদের বাড়িতে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে। ভারত থেকে হাসিনা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেশবাসীর উদ্দেশে ভাষণ দেবেন, এ খবর ছড়িয়ে পড়লে অস্থিরতা শুরু হয়। ৭৭ বছর বয়সী হাসিনা ২০ বছর বাংলাদেশ শাসন করেছেন। তাঁকে একজন স্বৈরশাসক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তিনি সরকারে থাকাকালে জনসাধারণের বাকস্বাধীনতা হরণে কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছিলেন।

ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্সের শিরোনাম ছিল 'বাংলাদেশের বিতাড়িত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাবার বাড়িতে আগুন দিচ্ছে বিক্ষোভকারীরা'। প্রতিবেদনে বলা হয়, হাজার হাজার বিক্ষোভকারী বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা নেতার বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেন। কারণ তাঁর মেয়ে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনলাইনে সমর্থকদের উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন।

তুর্কি সংবাদ সংস্থা আনাদুলু এজেন্সির প্রতিবেদনের শিরোনাম হলো 'বাংলাদেশে সাবেক প্রধানমন্ত্রী হাসিনার ভারত থেকে সরাসরি ভাষণের বিক্ষুব্ধ প্রতিবাদ'। এতে বলা হয়, বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারত থেকে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে ভাষণ দিয়েছেন। এর প্রতিবাদে শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়িতে হামলা চালানো হয়, যা জাদুঘর হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন তাদের ওয়েবসাইটে 'নির্বাসিত সাবেক নেতা শেখ হাসিনার পরিবারিক বাড়ি ধ্বংস করেছে বাংলাদেশের প্রতিবাদকারীরা' শিরোনামে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। তারা বার্তা সংস্থা এপির বরাত দিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনটিভির শিরোনামে বলা হয়, 'মজিবুর রহমানের ঢাকার বাড়ি ভাঙচুর, বাংলাদেশি জনতার আগুন।'। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়, 'পাকিস্তান যা করেনি, সেটাও করে দিল এরা...! বাংলাদেশে ইউনুসদের উপরে ফুঁসছেন হাসিনা।'

যুক্তরাজ্যের প্রভাবশালী পত্রিকা দ্য গার্ডিয়ানও এ ঘটনায় প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। তাদের খবরের শিরোনাম হলো 'বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পরিবারের বাড়ি ও একসময়ের স্বাধীনতার প্রতীক ধ্বংস করল আন্দোলনকারীরা'। এপির বরাতে এই প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়।

প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী হলেন মনির হায়দার

ঢাকা অফিস

মনির হায়দার

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিশেষ সহকারী হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন সাংবাদিক ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব মনির হায়দার। এই পদে তাঁকে সিনিয়র সচিব পদমর্যাদায় নিয়োগ দিয়ে গত ৫ ফেব্রুয়ারি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

মনির হায়দার বর্তমানে নিউইয়র্কে রয়েছেন। অচিরেই দেশে ফিরে তিনি এ পদে যোগদান করবেন বলে সরকারি সূত্র জানিয়েছে।

মনির হায়দার প্রায় তিন দশক ধরে দৈনিক পূর্বকোণ, ভোরের কাগজ, জনকণ্ঠ, যায় যায় দিন, ইত্তেফাক এবং মানবজমিন পত্রিকায় দীর্ঘদিন সাংবাদিকতা করেছেন। বর্তমানে তিনি দেশের অন্যতম জনপ্রিয় টিভি চ্যানেল বাংলাভিশনের উপদেষ্টা। এ ছাড়া তিনি একজন নাগরিক অধিকার কর্মী এবং রাজনৈতিক ভাষ্যকার হিসেবেও সুপরিচিত।

বিশেষ সহকারী হিসেবে তিনি প্রধান উপদেষ্টার পক্ষে জাতীয় ঐকমত্য গঠনের লক্ষ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও শক্তির সঙ্গে লিয়াজোঁ এবং যোগাযোগ রক্ষায় ভূমিকা পালন করবেন বলে জানা গেছে।

গণহত্যার দায়ে হাসিনার বিচার করতে হবে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তারেক রহমান বলেন, বিএনপি আড়াই বছর আগে সংস্কার প্রস্তাব দিয়েছিল। বিএনপি জানতো স্বৈরাচার একদিন পতন হবে। এজন্য বিএনপি জাতির সামনে ৩১ দফা সংস্কার প্রস্তাব দিয়েছিল। বিএনপি বাংলাদেশের মানুষ রাজনৈতিক সরকার প্রতিষ্ঠা চায়। বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান দলীয় নেতাদের উদ্দেশ্যে বলেন, নতুন করে কিছু মানুষ আমাদের ভেতরে ঢুকে বিভ্রান্ত করছে। এদের বিরুদ্ধে সকলকে সজাগ থাকতে হবে। জুলাই আন্দোলন প্রসঙ্গে তারেক রহমান বলেন, জুলাই-আগস্টের আন্দোলনে ২ হাজার মানুষ নিহত হয়েছেন। ৩০ হাজার মানুষ আহত হয়েছেন। প্রতিটি মানুষ প্রতিরোধ গড়েছিল। পালিয়ে যাওয়ার আগে হাসিনা নির্বিচারে হত্যা করেছে। হত্যাকারী সবাইকে বিচারের আওতায় আনতে হবে। তাদের নেত্রী হাসিনার বিচার করতে হবে। আমরা বিচার করতে ঐক্যবদ্ধ।

'আমরা বিএনপি পরিবার'-এর আহ্বায়ক আতিকুর রহমান রুমনের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন বিএনপি'র ভাইস চেয়ারম্যান বরকত উল্লাহ বুলু, আব্দুল আউয়াল মিন্টু, সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী, যুগ্ম মহাসচিব শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানী, বিএনপি'র চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নাল আবেদীন ভিপি, জয়নাল আবেদীন ফারুক, কোষাধ্যক্ষ এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত।

ফেনী পৌর বিএনপি'র সদস্যসচিব মেজবাহ উদ্দিন ভূঞা ও আমরা বিএনপি পরিবারের সদস্য মুস্তাকিম বিল্লাহর যৌথ সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম বিভাগের সাংগঠনিক সম্পাদক মাহবুবের রহমান শামীম, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক হারুনুর রশিদ হারুন, ব্যারিস্টার মীর হেলাল, সহ-গ্রাম সরকার বিষয়ক সম্পাদক বেলাল আহমেদ, প্রশিক্ষণ বিষয়ক সহ-সম্পাদক রেহানা আক্তার রানু, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সহ-সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার আশ্রাফ উদ্দিন বকুল, জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য শাহানা আক্তার শানু, মশিউর রহমান বিপ্লব, আবদুল লতিফ জনি, আবু তালেব, মেজবাহ উদ্দিন খান।

বিশেষ অতিথি বিএনপি'র ভাইস চেয়ারম্যান বরকত উল্লাহ বুলু বলেন, আপনাদের ১৬ দিনের আন্দোলনে নয়, আমাদের ১৭ বছরের আন্দোলনে হাসিনা সরকার বিদায় নিয়েছে। ন্যূনতম সংস্কার করে নির্বাচন দেন, না হলে আপনাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করবো। তিনি বলেন, গণ-অভ্যুত্থানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষার্থী নিহত হয়নি। ১৭৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে। জুলাই আন্দোলনে ৪২৭ জন বিএনপি'র নেতাকর্মী নিহত হয়েছে।

সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী জামায়াতের সমালোচনা করে বলেন, একটি দল ইসলামের নামে রাজনীতি করছে। শেখ হাসিনার আঁচল ধরে ক্ষমতায় গিয়েছিল। কারা ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করে, কারা ধর্ম বেচে চলে তা দেশের মানুষ বোঝে। তিনি শেখ হাসিনার উদ্দেশ্যে বলেন, লাদেনের মতো গুহায় বসে হুমকি দিচ্ছেন। অনলাইনে হরতাল-অবরোধের কর্মসূচি ঘোষণা দিচ্ছেন। এতে করে দলীয় নেতাকর্মীদের মাঠে সরব রাখছেন। যে কারণে লালমনিরহাটে সরকারি আমলা লিফলেট বিতরণ করছে। যা অস্বাভাবিক। রিজভী বলেন, আমরা বিএনপি পরিবার নির্যাতিত নেতাকর্মীদের পাশে আছি ও থাকবো।

সমাবেশে প্রধান অতিথির সামনে শহীদ মোহাম্মদ মাসুদের স্ত্রী ও একমাত্র কন্যার হাতে নতুন ঘরের চাবি তুলে দেন বিএনপি'র কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ। সমাবেশে ২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানে নিহত ফেনীর ৬ জন, লক্ষ্মীপুরের ১৭ জন ও নোয়াখালীর ২২ জন পরিবারের মাঝে অনুদানের অর্থ তুলে দেন। সমাবেশে জেলা বিএনপি'র আহ্বায়ক শেখ ফরিদ বাহার, সদস্য সচিব আলাল উদ্দিন আলাল, যুগ্ম আহ্বায়ক এম এ খালেক, আকবর হোসেন, গাজী হাবিব উল্যাহ মানিক, আনোয়ার হোসেন পাটোয়ারীসহ চট্টগ্রাম বিভাগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক এবং ফেনী, নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর জেলা বিএনপি'র স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে ফেনীর সোনাগাজীতে ৯ বছর আগে বিচারবহির্ভূত হত্যার শিকার (ক্রসফায়ার) যুবদল নেতা মোহাম্মদ মাসুদের পরিবারকে ঘর উপহার দিয়েছেন বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। সোনাগাজী উপজেলার চরচান্দিয়া গ্রামে শহীদ মোহাম্মদ মাসুদের পরিবারকে নতুন বাড়ির চাবি হস্তান্তর করেন 'আমরা বিএনপি পরিবার'-এর একটি প্রতিনিধি দল। অনুষ্ঠানে লন্ডন থেকে ভার্চ্যুয়ালি প্রধান অতিথি হিসেবে যুক্ত থাকেন তারেক রহমান। নিহত মোহাম্মদ মাসুদ ফেনীর সোনাগাজী উপজেলা যুবদলের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক ছিলেন। তার বাড়ি সোনাগাজীর চরচান্দিয় ভূঁইয়া বাজার হাজী দারবক্স এলাকায়।

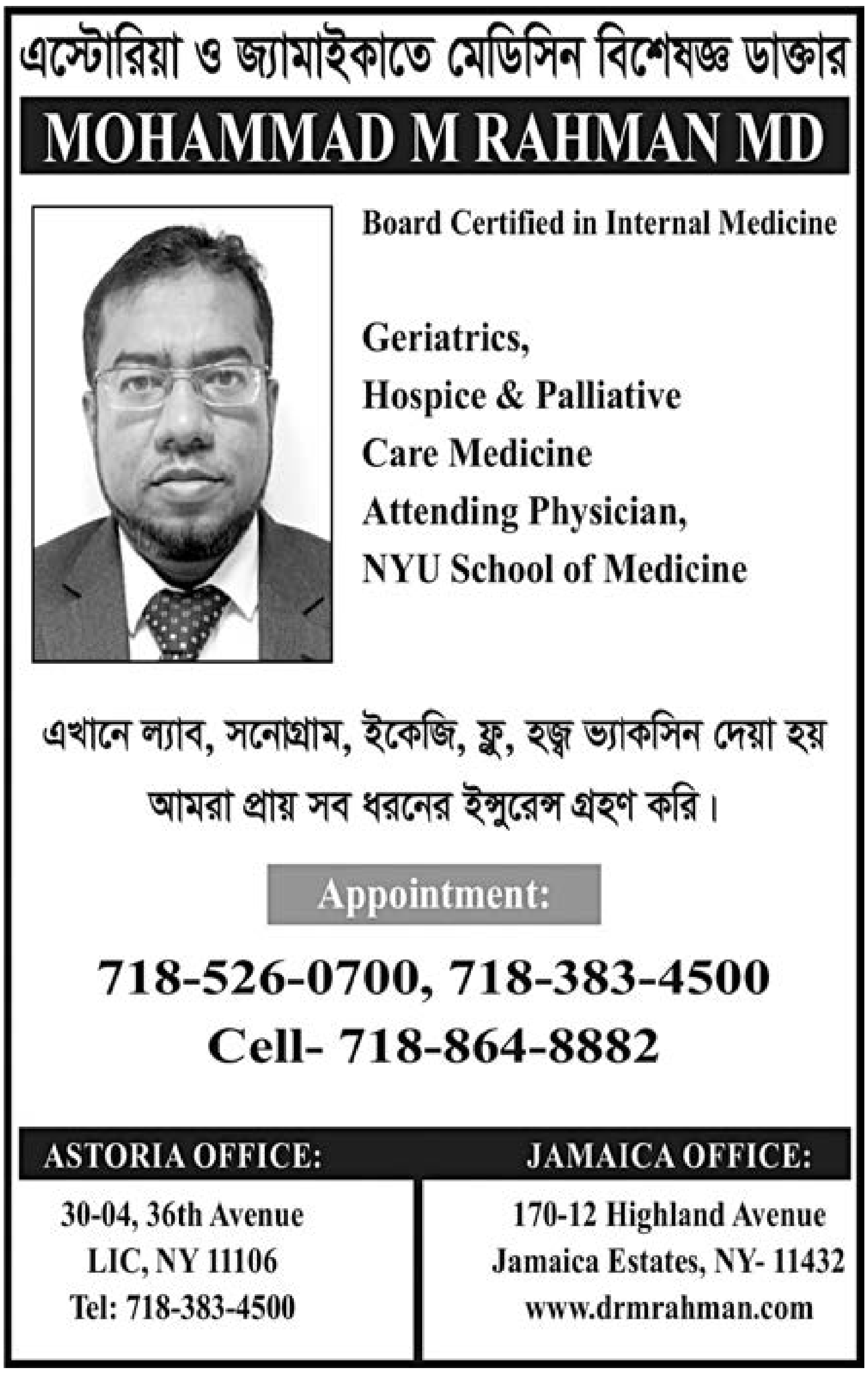

সিলেট সদর এসোসিয়েশন অফ আমেরিকার শীতবস্ত্র বিতরণ

সিলেট সদর এসোসিয়েশন অফ আমেরিকার শীতবস্ত্র বিতরণ

ঢাকা অফিস

সিলেটে অসহায়, ছিন্নমূল মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র ও খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছে সিলেট সদর থানা এসোসিয়েশন অফ আমেরিকা।

শুক্রবার (৩১শে জানুয়ারি) সন্ধ্যায় সিলেট সদরের রেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় এ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এসময় শতাধিক অসহায় ছিন্নমূল মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র ও খাদ্য তুলে দেন সংগঠনের সভাপতি আর. সি টিটো, সাবেক ট্রাস্টি কল্লোল আহমদ, সাবেক নির্বাচন কমিশনার দুলাল মিয়া প্রমুখ।

সংগঠনের সভাপতি আর. সি টিটো ও সাধারণ সম্পাদক রাজিব খান কর্মসূচি সফল করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান। পাশাপাশি এ ধরনের কার্যক্রম ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে ঘোষণা দেন।

আমেরিকান কারি অ্যাওয়ার্ডস আয়োজনে খলিল গ্রুপের সঙ্গী আশা মাল্টিমিডিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রথম বারের মতো অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে সম্মানজনক আয়োজন 'আমেরিকান কারি অ্যাওয়ার্ড-২০২'। আগামী ২৪ মে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের ট্যানেস অন দ্য পার্কে এই আয়োজনের মূল পর্ব অনুষ্ঠিত হবে।

এর আগে বাংলাদেশ ও ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে কারি রন্ধন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত শেফ এবং অন্যান্য প্রফেশনালরা এই অ্যাওয়ার্ড আয়োজনের বিভিন্ন পর্বে অংশ নেবেন। একই সঙ্গে হোম শেফদেরও এতে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকবে। ফলে, ব্রিটিশ কারি অ্যাওয়ার্ডের মতো আমেরিকান কারি অ্যাওয়ার্ডও ইতিমধ্যেই বিশ্বব্যাপী সাড়া ফেলেছে।

এই আয়োজনের মূল উদ্যোক্তা খলিল গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের সহ প্রতিষ্ঠান খলিল ফুড ও খলিল ফুড ফাউন্ডেশন। এর সাথে যুক্ত হয়েছে নিউইয়র্কের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান আশা গ্রুপ অব কোম্পানিজ। আশা গ্রুপের সহ-প্রতিষ্ঠান আশা মাল্টিমিডিয়া এলএলসি (সাপ্তাহিক সাদাকালো এবং এটিভি ইউএসএ) এই আয়োজনের অংশীদার হিসেবে যুক্ত হয়েছে। আর সম্প্রতি দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এই সমঝোতা স্মারক সইয়ের মাধ্যমে বিষয়টি আনুষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে।

এই চুক্তির অধীনে দুই প্রতিষ্ঠান একসঙ্গে কাজ করবে এবং আয়োজনটির সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে। সমঝোতা স্মারক সই উপলক্ষ্যে বুধবার (৫ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় জ্যামাইকার আশা পার্টি হলে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে বক্তব্য দেন খলিল গ্রুপ অব ইন্ড্রাস্টিজের প্রেসিডেন্ট ও সিইও মো. খলিলুর রহমান ও আশা গ্রুপ অব কোম্পানীজের প্রেসিডেন্ট ও সিইও আকাশ রহমান। এ সময় তারা সমঝোতা স্মারকে সই করেন।

নিউইয়র্কে ইসলামিক হোম ফিনান্স সেমিনার

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কের বিশিষ্ট রিয়েলটর কামরুজ্জামান বাচ্চু এবং গাইডেন্স রেসিডেন্সিয়ালের সৌজন্যে ইসলামিক হোম ফিনান্স সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৪শে জানুয়ারি (শুক্রবার) বিকেলে ব্রঙ্কসের আল আকসা চাইনিজ পার্টি হলে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। কোরআন তেলাওয়াত এবং সুদের উপর আলোচনা করেন বাংলাবাজার জামে মসজিদের ইমাম আব্দুল ইয়াহিয়া।

অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে গাইডেন্স রেজিডেন্সিয়ালের ইষ্ট কোষ্টের ভাইস প্রেসিডেন্ট, সামি কবির গাইডেন্সের হোম ফিনান্সের সেবার পরিধি তুলে ধরে বলেন, গাইডেন্স কোন ব্যাংক না এটা একটি রিয়েল এস্টেট ইনভেষ্টমেন্ট কোম্পানি। আমরা হোম বায়ারের সাথে কো-ওনার হই, একটি এলএলসি তৈরীর মাধ্যমে, তাই এখানে কোন সুদের প্রশ্ন আসে না। ব্যাংক হলে সুদ থাকত, আমরা কোন ব্যাংক না। কেউ যদি কিস্তি দিতে দেরি করে আমরা লেট ফি চার্জ করি না এবং কিস্তি বন্ধ করে দিলে তার বিনিয়োগকৃত মূলধন ইকুইটিসহ ফিরিয়ে দেই। ব্যাংক হলে ৩ মাস পেমেন্ট না দিলে বাড়ি ফরক্লোজ শুরু করবে, কিন্তু আমরা বাড়ি ফরক্লোজ করি না। সামি কবিরের সাথে লোন অফিসার শাকিল কামরান উপস্থিত ছিলেন। তারা আগত অতিথীদের ইসলামী ফিনান্স নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

সেমিনারের দ্বিতীয় পর্বে ছিল রিয়েলটর কামরুজ্জামান বাচ্চুর সেবার পরিধি নিয়ে আলোচনা। তিনি ২০০৪ সাল থেকে নিউইয়র্কে রেজিডেন্সিয়াল, কমার্শিয়াল, বিজনেস, ইনভেষ্টমেন্ট, ইন্ডাষ্ট্রিয়াল, অকশন, ফরক্লোজার, ব্যাংক মালিকানা, রিও বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে সহায়তা করে। তিনি বসবাস অথবা ইনভেষ্টমেন্ট করার জন্য বাড়ি, প্রপার্টি ক্রয়-বিক্রয়ে সহায়তা করেন। কেউ যদি তার বাড়ি বা প্রপার্টি বিক্রি করতে চান সেটাও সে সঠিক মূল্যে বিক্রি করতে সক্ষম কারন তার কাছে অসংখ্য কোয়ালিফাইড ও ক্যাশ বায়ার আছে।

অনুষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হোমবায়ার ছাড়াও বিশিষ্ট আইনজীবি মোহাম্মদ এন মজুমদার, সি.পি.এ এইচ জাকির চৌধুরি, ডা: মো: শাহজাহান, প্রফেসর আ: করিম, সাইফুল নিজাম, আব্দুল্লাহ আল সাকিব, মো: এম হোসাইন, এমডি হাসান, সাংবাদিক সাখাওয়াত হোসেন সেলিম, সাংবাদিক জহিরুল হক, মো: রহমান, মো: কামাল হোসেইন, সোয়েইব আহম্মেদ, এমডি মহসিন মিয়া, এমডি শাহাজাদা ইমরান, এমডি হোসেইন, এমডি মোজাম্মেল হক, জুয়েল লস্কর, এমডি মহিউদ্দিন, লাল মিয়া, নাজমুল ইসলাম, আব্দুল মালিক, এমডি শাহজান মালি সহ অনেক গণ্যমাণ্য ব্যাক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

নিউইয়র্কে দুর্বৃত্তের গুলিতে এক বাংলাদেশি আহত

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে দুর্বৃত্তের গুলিতে মামুনুর রশিদ নামের এক বাংলাদেশি গুরুতর আহত হয়েছেন। রোববার (০২ ফেব্রুয়ারি) রাতে সিটির ওজোন পার্ক এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। বর্তমানে তাঁকে নিউইয়র্কের জ্যামাইকা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁর গ্রামের বাড়ি নোয়াখালী জেলায়।

জানা যায়, নিউইয়র্ক সিটির বাংলাদেশি অধ্যুষিত ওজোন পার্ক এলাকার ১০১ অ্যাভিনিউর ৭৪ স্ট্রিটের কাছে মামুনুর রশিদের বাড়ি। রাত ১১টার দিকে ওই এলাকায় বেশ তুষারপাত হচ্ছিল। এ সময় তিনি বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ফোনে কথা বলছিলেন। একপর্যায়ে মুখোশধারী এক কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তি এসে মামুনুরের কাছে থাকা মানিব্যাগ ও মুঠোফোন ছিনিয়ে নিতে চান। মামুনুর ভয়ে চিৎকার করলে সেই ছিনতাইকারী গুলি করে পালিয়ে যায়।

প্রত্যক্ষদর্শী কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট অনিক রাজ বলেন, গুলিবিদ্ধ হয়ে মামুনুর রশিদ রাস্তায় পড়ে থাকলে একই এলাকায় বসবাসকারী একজন পুলিশে ফোন করেন। খবর পেয়ে নিউইয়র্ক পুলিশ (এনওয়াইপিডি) অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে ঘটনাস্থলে আসে।

মামুনুর রশিদের বন্ধু ফাহাদ হোসাইন বলেন, আহত অবস্থায় পুলিশ মামুনুরকে উদ্ধার করে জ্যামাইকা হাসপাতালে ভর্তি করে। তাঁর অবস্থা সংকটাপন্ন নয় বলে হাসপাতাল থেকে জানানো হয়েছে।

এদিকে এই ঘটনায় এখন পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। এনওয়াইপিডি জানিয়েছে, মামুনুর রশিদকে দুটি গুলি করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে এ ঘটনায় তদন্ত চলছে পাশাপাশি জড়িত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

রূপা হকের পদত্যাগের দাবিতে পার্লামেন্টের সামনে বিক্ষোভ

বাংলাদেশের চলমান পরিস্থিতি নিয়ে বিশেষ করে সংখ্যালঘু নির্জাতন বিষয়ে মিথ্যা তথ্য দেয়ার প্রতিবাদে ইলিং সেন্ট্রেল এন্ড এ্যাকটন আসনের বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ এমপি রূপা হকের পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মানবাধিকার সংগঠন ‘আমরা বাংলাদেশী’র উদ্যোগে লন্ডনে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট হাউজ অব কমন্সের সামনে বুধবার (২৯ জানুয়ারি) এ কর্মসূচি পালন করা হয়। সমাবেশে ব্রিটেনের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার শতাধিক মানুষ অংশ নেন, প্রতিবাদকারীদের সাথে সাদা ইংরেজরাও অংশ নেন।

রূপা হক এমপির ব্রিটিশ পার্লামেন্ট থেকে অবিলম্বে পদত্যাগের দাবি সমাবেশে জানিয়ে বক্তারা বলেন, ‘২০২৪ সালের ৫ আগস্ট বাংলাদেশে পট পরিবর্তনের ফলে ক্ষমতায় আসে ড. ইউনুসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার। সে সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে বাংলাদেশের মানুষের উপর নেমে আসে অন্ধকার। দেশব্যাপী অন্তর্বর্তী সরকারের পৃষ্টপোষকতায় নির্বিচারে মৌলবাদি গোষ্ঠী ও জঙ্গিরা দেশব্যাপী চালায় তান্ডব। এ পর্যন্ত মৌলবাদী গোষ্ঠীর আক্রমণের শিকার হয়েছে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, আহমদিয়া মুসলিম, সুফী দরবেশসহ দেশের হাজার হাজার নিরীহ মানুষ।’

‘সরকারের উপদেষ্টা পরিষদে স্থান পেয়েছে উগ্রপন্থী হেফাজতে ইসলাম ও স্বাধীনতা বিরোধী জামায়াতে ইসলাম ও হিযবুত তাহরির নিয়ন্ত্রিত কয়েকজন উপদেষ্টা। বাংলাদেশের সাংবাদিকরা বলছেন, তারা সত্যকথা লিখতে পারেন না। স্বাধীনভাবে কথা বলতে পারেন না। এই সরকার সংস্কারের নামে বাংলাদেশের সংবিধান মুছে ফেলতে চাইছে, চাইছে মুক্তিযুদ্ধের চিহ্নকে মুছে ফেলতে।’

বক্তারা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, ‘একজন ব্রিটিশ এমপির বাংলদেশ নিয়ে মিথ্যাচার ও অপপ্রচার মেনে নেয়া যায় না। আমরা ব্রিটিশ এমপি রূপা হকের ব্রিটিশ পার্লামেন্ট থেকে পদত্যাগের দাবি জানাচ্ছি।’ তারা বলেন, ‘আমরা দীর্ঘ দিন ধরে গভীর উদ্বগের সাথে পরিলক্ষিত করছি, রূপা হক বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী জামাত শিবিরের সাথে তার সুসম্পর্ক বজায় রাখছেন।

সমাবেশে বক্তব্য দেন অমৃত দাশ, অভিষেক শেখর জিকু, রবিন দাশ, অসীমা দে, সুজয় স্বরূপ, শ্যাম সুজিত দাশ, নজরুল ইসলাম, নিশিত, নীলকান্ত।

তৌহিদুল হত্যার প্রতিবাদে গণতান্ত্রিক ছাত্রজোটের বিক্ষোভ

ঢাকা ডেস্ক

কুমিল্লায় যৌথ বাহিনীর হাতে আটক যুবদল নেতা মো. তৌহিদুল ইসলামের মৃত্যুর ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন গণতান্ত্রিক ছাত্রজোটের নেতা-কর্মীরা। জোটের নেতারা বলেছেন, সরকার গত সেপ্টেম্বর মাস থেকে এ পর্যন্ত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হেফাজতে ১৪ জন নাগরিককে বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যা করে গণ-অভ্যুত্থানের চেতনার সঙ্গে প্রতারণা করেছে।

শনিবার সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি থেকে মিছিল শুরু করেন ছাত্রজোটের নেতা-কর্মীরা। পরে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে রাজু ভাস্কর্যে সমাবেশ করেন তাঁরা।

সমাবেশে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সাংগঠনিক সম্পাদক তামজিদ হায়দার চঞ্চল বলেন, ‘সরকার জনগণের জানমালের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ। মাজার ভাঙা থেকে শুরু করে নারী ফুটবলারদের ওপর আক্রমণ দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির বাস্তব চিত্র। যৌথ বাহিনী এই অরাজকতা না থামিয়ে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছে।’

নিউইয়র্কের এক চিকিৎসকের বিরুদ্ধে গর্ভপাতের ওষুধ পাঠানোর অভিযোগ

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কের চিকিৎসক ডা. মার্গারেট কার্পেন্টারের বিরুদ্ধে লুইজিয়ানার একটি গ্র্যান্ড জুরি গর্ভপাতের ওষুধ অনলাইনে প্রেসক্রাইব করার অভিযোগ এনেছেন। তার প্রতিষ্ঠান, নাইটিঙ্গেল মেডিকেল পিসি, এবং আরও এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়েছে। এটি ২০২২ সালে রো বনাম ওয়েড রায় বাতিল হওয়ার পর প্রথমবারের মতো একজন চিকিৎসককে গর্ভপাতের ওষুধ পাঠানোর অভিযোগে অভিযুক্ত করার ঘটনা।

লুইজিয়ানা যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম কঠোর গর্ভপাতবিরোধী আইন প্রণয়ন করেছে, যেখানে ধর্ষণ বা নিকট আত্মীয়ের মাধ্যমে গর্ভধারণের ক্ষেত্রেও গর্ভপাতের অনুমতি নেই। সম্প্রতি, রাজ্য সরকার মিফেপ্রিস্টোন ও মিসোপ্রোস্টলকে ‘নিয়ন্ত্রিত বিপজ্জনক পদার্থ’ হিসেবে ঘোষণা করেছে, যা এই ওষুধ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। আইন অনুযায়ী, কেউ যদি বৈধ প্রেসক্রিপশন ছাড়া এই ওষুধ রাখেন, তবে তার বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ ৫ হাজার ডলার জরিমানা এবং এক থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে। লুইজিয়ানার অ্যাটর্নি জেনারেল লিজ মুরিল জানিয়েছেন যে তাদের রাজ্যে এই ধরনের অপরাধ রোধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অন্যদিকে, নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হোকুল স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, তিনি ডা. কার্পেন্টারকে লুইজিয়ানার হাতে তুলে দেবেন না। তিনি বলেন, নিউইয়র্ক নারীদের অধিকার রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং চিকিৎসকদের সুরক্ষা দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। নিউইয়র্কের ‘শিল্ড ল’ বা রক্ষাকবচ আইন অনুযায়ী, যদি কোনো চিকিৎসক নিউইয়র্ক থেকে টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে এমন কোনো রাজ্যে গর্ভপাত-সংক্রান্ত চিকিৎসা সেবা দেন যেখানে এটি নিষিদ্ধ, তবে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না। তবে এই মামলা ওই আইনের বৈধতা পরীক্ষা করবে এবং ভবিষ্যতে অন্যান্য চিকিৎসকদের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে।

বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে গর্ভপাতের ৬০ শতাংশেরও বেশি ওষুধের মাধ্যমে করা হয়, যেখানে মিফেপ্রিস্টোন ও মিসোপ্রোস্টল প্রধান ভূমিকা রাখে। সুপ্রিম কোর্ট সম্প্রতি রায় দিয়েছে যে গর্ভপাত বিরোধীরা ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (এফডিএ) অনুমোদিত এই ওষুধের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবে না। তবে রাজ্যভিত্তিক আইনি লড়াই এখনও অব্যাহত রয়েছে।

ডা. কার্পেন্টারের বিরুদ্ধে মামলাটি আইনি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাবে এবং এটি যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে গর্ভপাত আইন প্রয়োগের সীমারেখা নির্ধারণ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। মামলার ফলাফল গর্ভপাতের অধিকার রক্ষার কৌশলে দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলতে পারে।

নিউইয়র্কে ক্যালেকা’স অটো রিপেয়ার অ্যান্ড বডি শপে নাইট শিফট চালু

নিউইয়র্কের বাঙালী অধ্যুষিত ব্রঙ্কসে অবস্থিত ক্যালেকা’স অটো রিপেয়ার অ্যান্ড বডি শপে নতুনভাবে নাইট শিফট চালু করা হয়েছে। পূর্বে যেখানে প্রতিষ্ঠানটি শুধুমাত্র দিনের শিফটে কাজ করত, সেখানে এখন সকাল ৮টা থেকে ভোর ৪টা পর্যন্ত নাইট শিফটও শুরু হয়েছে। এই উদ্যোগটি বিশেষভাবে ব্রঙ্কসের কর্মজীবী মানুষদের জন্য সুবিধা বয়ে আনবে, যারা দিনে ব্যস্ত থাকেন।

নাইট শিফট চালুর উপলক্ষে গত ৩১ জানুয়ারি বাদ জুমা একটি দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্কের বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও ব্যবসায়িক নেতৃবৃন্দ। ক্যালেকা’স অটো রিপেয়ার অ্যান্ড বডি শপ-এর কর্ণধার জুলফিজার আকতার জুয়েল জানান, প্রতিষ্ঠানটি আধুনিক প্রযুক্তি ও অভিজ্ঞতা নিয়ে সেবা প্রদান করে এবং এর মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশীসহ সকল গ্রাহকদের উন্নতমানের সেবা দেওয়া হচ্ছে।

প্রতিষ্ঠানটি সব ধরনের দেশীয় এবং আমদানীকৃত গাড়ী, ছোট ট্রাক এবং ভ্যানের রিপেয়ার সার্ভিস দেয়। এছাড়া, ব্রেক চেঞ্জ, ওয়েল চেঞ্জ, মেইনটেন্যান্স, টাইমিং বেল্ট, টোইং সার্ভিস, ট্রান্সমিশন রিপেয়ার, এসি/হিটিং, ইলেকট্রিক্যাল সার্ভিসিংসহ আরও বিভিন্ন সেবা প্রদান করে থাকে।

প্রতিষ্ঠানটি এখন সপ্তাহে সাত দিন খোলা থাকে, এবং সাশ্রয়ী মূল্যে সেবা প্রদান করে গ্রাহকদের সন্তুষ্টি অর্জনে কাজ করছে। উবার, লিফট এবং অন্যান্য পরিবহন সংক্রান্ত সেবা তাদের এখানে পাওয়া যায়।

জুলফিজার আকতার জুয়েল বলেন, “আমরা শুধু ব্যবসা করতে চাই না, বরং আমাদের কমিউনিটিকে উন্নতমানের সেবা দেওয়ার মাধ্যমে একটি ভাল পরিবেশ তৈরি করতে চাই।” এছাড়া, ভবিষ্যতে ক্যালেকা’স অটো রিপেয়ার অ্যান্ড বডি শপ আরও নতুন সেবা নিয়ে আসার পরিকল্পনা করছে, যা গ্রাহকদের আরও সুবিধা দেবে।

নড়াইল জেলা ইউএসএ’র উৎসবমুখর পিঠা উৎসব

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে আনন্দঘন ও উৎসবমুখর পরিবেশের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে নড়াইল জেলা প্রবাসী ইউএসএ’র শীতকালীন পিঠা উৎসব। গত ২ ফেব্রুয়ারি ইকরা পার্টি হলে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী গ্রাম বাংলার এ মনোমুগ্ধকর উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

নিউইয়র্কের বিভিন্ন এলাকা থেকে এদিন বিকেলে নড়াইল জেলা প্রবাসীরা উপস্থিত হতে থাকেন ইকরা পার্টি হলে। বর্নাঢ্য আয়োজনে উদযাপন করে শীতকালীন এ উৎসব। বিকেল ৪টা থেকে রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত চলে এ পিঠা উৎসব। ছিল হরেক রকমের পিঠা। শোভা পাচ্ছিল পাটিসাপ্টা, ভাপাপিঠা, তেলে পিঠা, চিতই পিঠা, চানার সন্দেষ, ঝাল পিঠা, পাকুন পিঠা, নিমকি, ডালপুরি সহ নাম না জানা নানা রকমের পিঠা।

উৎসবে বাসায় তৈরী পিঠা আনার প্রতিযোগিতায় যেন মেতে ওঠেন আয়োজক এবং তাদের বন্ধু-বান্ধবরা। পিঠার মৌ মৌ গন্ধে উৎসব প্রাঙ্গণে সৃষ্টি হয় এক ভিন্ন আমেজের।

সংগঠনের আহ্বায়ক আবুল কাশেম আজম মামুনের সভাপতিত্বে এবং যুগ্ম আহ্বায়ক রফিকুল আলম, প্রধান সমন্বয়কারী সৈয়দ হাসমত আলী ও সদস্য সচিব নূর ইসলামের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট রাজনীতিক আব্দুল লতিফ সম্রাট, মামুন’স টিউটোরিয়ালের অধ্যক্ষ শেখ আল মামুন, বিশিষ্ট রাজনীতিক শরিফ কামরুল আলম হীরা, মো. সাইফুল ইসলাম, শাহনাজ মমতাজ আহাদ, লিয়াকত প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা এ ধরনের আয়োজনের ভূয়শি প্রসংশা করে সংগঠনের নেতৃবৃন্দের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, পিঠা উৎসব বাঙালীর হাজার বছরের সংস্কৃতির অংশ। এধরনের উৎসব আমাদের মন প্রাণ বাঙালীত্বের আমেজে ভরে দেয়। সুযোগ করে দেয় পারস্পারিক বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি, নতুন প্রজন্মকে বাংলাদেশের কৃষ্টি-কালচারের সাথে পরিচিত হবার।

মুনার লিডারশিপ এডুকেশন সেশন নিউইয়র্কে

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকার (মুনা) লিডারশীপ এডুকেশন সেশনে আলোচকরা বলেছেন, দুনিয়া জীবন খুবই সীমিত, মানুষের আসল স্থান হলো আখেরাত। আখেরাতের অনন্ত জীবন সুন্দর ও স্বার্থক করার লক্ষ্যে দুনিয়াতে অনৈতিক কাজ পরিহার করা প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব।

গত ২৬ জানুয়ারী (রোববার) দিন ব্যাপী মুনা সেন্টার জ্যামাইকায় (মসজিদ আর রাইয়্যান) অনুষ্ঠিত মুনা এডুকেশন সেশনে বক্তারা এসব কথা বলেন।

নিউইয়র্ক নর্থ জোনের সভাপতি মোহাম্মদ রাশেদুজ্জামানের সভাপতিত্বে এবং নর্থ জোনের সাধারণ সম্পাদক মমিনুল ইসলাম মজুমদার ও সহ সাধারণ সম্পাদক দিদারুল আলমের যৌথ সঞ্চালনায় এ সেমিনারে বিষয় ভিত্তিক আলোচনা করেন, মুনার ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ইমাম দেলোয়ার হোসাইন, ন্যাশনাল ভাইস-প্রেসিডেন্ট ডা: সাইদুর রহমান চৌধুরী, হারুন অর রশীদ, ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর আরমান চৌধুরী, ন্যাশনাল এসিস্টেন এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর আব্দুল্লাহ আল আরিফ। উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল এসিস্টেন ফাইন্সাস ডাইরেক্টর শেখ জালাল উদ্দিন।

আলোচকবৃন্দ বলেন, দ্বীন ইসলামের

মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে আল্লাহর খাঁটি বান্দাহ হিসেবে গড়ে তোলা। ইবাদত বন্দেগী একমাত্র আল্লাহর জন্য নিবেদিত করা এবং তার পাশাপাশি উন্নত নৈতিক চরিত্র গঠন ও উত্তম আচার ব্যবহার অবলম্বনে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে ঈমানের উচ্চতর পর্যায়ে উপনীত করার জন্যই আমাদের মাঝে আল্লাহ তা’আলা তাঁর প্রিয় নবীকে প্রেরণ করেছেন। তারা বলেন, রাসূল (সা.) স্বয়ং ছিলেন উত্তম নৈতিক চরিত্রের সর্বোত্তম উদাহরণ। সুতারাং ইসলামের কাজে নিয়োজিত প্রত্যেককে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা:) এর আর্দশে পরিচারিত হতে পারলেই দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতা সম্ভব হবে।

অনুষ্ঠানের সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন প্রসেফর দেলোয়ার মজুমদার, ইঞ্জিনিয়ার মাসুদুর রহমান, এডভোকেট আবুল হাসেম, নূরুস সামাদ চৌধুরী, মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, কায়কোবাদ কবির প্রমুখ।

LEGAL NETWORK INTERNATIONAL, LLC
প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
ইমিগ্রেশন/ এসাইলাম সেন্টার: গ্রিন কার্ড ও নাগরিকত্ব

অর্ধ শতাধিক ATTORNEY এবং CPA দের সমন্বয়ে গড়া
ALL SERVICE PROVIDED BY ATTORNEYS ADMITTED IN STATE & FEDERAL COURT, CPA, P.E ARCHITECT AND LICENSED PROFESSIONALS.
৩৭-৪৮-৭২ স্ট্রিট ২ তালা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২
ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৫,৯১৭-৭২২-১৪৮
www.legalnetworkusa.com

কোলাহলহীন নিউইয়র্কের স্বদেশি এলাকা

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে বর্তমানে চলছে ফেব্রুয়ারির তীব্র শীত। ঠান্ডার সাথে সাথে আরও এক ধরনের শীতলতা ভর করেছে শহরটিতে। গত কিছুদিন ধরেই প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অভিবাসীদের বিরুদ্ধে তার কঠোর দমননীতির মাধ্যমে আমেরিকাকে 'মহান' করার লক্ষ্যে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন। এই কঠোর পদক্ষেপের ফলে নিউইয়র্কের বিভিন্ন এলাকা যেমন, জ্যাকসন হাইটস, এস্টোরিয়া, ব্রুকলিন, ব্রংকসসহ বিভিন্ন অঞ্চলে ইমিগ্রেশন বিভাগ হানা দিয়েছে, যা শহরের স্বদেশি জনগণের মধ্যে গভীর আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে।

নিউইয়র্কের বিভিন্ন অভিবাসী এলাকা এখন একেবারে নিঃশব্দ। স্বদেশি ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, তাদের ব্যবসা যেমন চলছিল না, তেমনি এখন ইমিগ্রেশন আতঙ্ক আরও পরিস্থিতি কঠিন করে তুলেছে। শীতের এই কঠিন সময়ে এখন যেটুকু ব্যস্ততা ছিল, তা অনেকটাই কমে গেছে। ব্যবসায়ীরা অস্বীকার করেন না যে, ইমিগ্রেশন বিভাগের দমননীতি তাদের ব্যবসায় কার্যকরভাবে ক্ষতি করছে। বৈধ কিংবা অবৈধ, সকলেই এখন জনসমাগম এড়িয়ে চলছেন, নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ এবং যোগাযোগের মাধ্যমগুলি সীমিত হয়ে পড়েছে। সাধারণত এই অঞ্চলের প্রতিটি রাস্তায় কোলাহল এবং আনন্দের পরিবেশ থাকলেও এখন সেখানে নীরবতা বিরাজ করছে।

গত ৪ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশিদের সবচেয়ে জনপ্রিয় এলাকা ওজন পার্ক থেকে তোলা এক ছবি বিষয়টিকে আরও চমকপ্রদভাবে তুলে ধরেছে। যেখানে আগের দিনগুলোতে সবসময় জমজমাট 'বৈঠক খানা' রেস্টুরেন্ট ছিল, সেখানে আজ একেবারে নিস্তব্ধতা। রেস্টুরেন্টে টেবিলগুলো খালি পড়ে আছে, আর সেখানে খাবারের জন্য কোনো ভিড় নেই। আগে এই রেস্টুরেন্টটি সবসময় স্বদেশিদের ভিড়ে ভরা থাকতো, এখানে বসে স্বদেশিরা একে অপরের সাথে আড্ডা দিতো, খাবারের সাথে কথা বলতো, কিন্তু এখন সেই পরিবেশ একেবারে বদলে গেছে। স্বদেশিরা যেন ইমিগ্রেশন আতঙ্কের মধ্যে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছেন। কেউ বাইরে যেতে চান না, কেউ একে অপরকে না দেখার চেষ্টা করছেন।

এই পরিস্থিতি কেবল নিউইয়র্কের স্বদেশি জনগণের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে এমন নয়, বরং শহরের অর্থনীতিতেও এর প্রভাব পড়েছে। বিভিন্ন ছোট দোকান, রেস্টুরেন্ট, সেলুন, বাজারগুলোতে ক্রেতাদের সংখ্যা অনেকটাই কমে গেছে। ব্যবসায়ী ও কর্মজীবী মানুষের মধ্যে হতাশা এবং অস্থিরতা স্পষ্টভাবে লক্ষ করা যাচ্ছে।

বঙ্গবন্ধুর বাড়ি ভাঙচুরে ভারতের নিন্দা

ঢাকা ডেস্ক

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছে ভারত। বৃহস্পতিবার দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল নিয়মিত ব্রিফিংয়ে এ নিন্দা জানান।

মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, ঢাকার ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কে অবস্থিত বঙ্গবন্ধুর বাড়িটি ১৯৭১ সালে দখলদার ও দমন-পীড়নকারী শক্তির বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধের স্মারক হিসেবে বিবেচিত। সেই বাড়িতে গতকাল বুধবার (৫ ফেব্রুয়ারি) রাতে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছাত্রসমাজের উদ্দেশে দিল্লি থেকে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনার বক্তব্য দেওয়ার জেরে রাজধানীর ধানমন্ডিতে '৩২ নম্বর' হিসেবে পরিচিত শেখ মুজিবের বাড়িতে গতকাল বুধবার ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। এর বাইরে দেশের বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগ নেতাদের বাড়ি ও স্থাপনায় গতকাল ও বৃহস্পতিবার হামলা-ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে।

সংখ্যালঘু স্বীকৃতি, সেপারেট ইলেক্টরেট ও সংরক্ষিত সংখ্যালঘু এলাকার দাবি

যুক্তরাষ্ট্র ঐক্য পরিষদ

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্র হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ঐক্য পরিষদের মত বিনিময় সভা গত ২৪ জানুয়ারি সন্ধ্যায় ফ্লোরাল পার্কের গোল্ডেন ইয়ার্স কমিউনিটি সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সংগঠনের অন্যতম সভাপতি টমাস দুলু রায়ের সভাপতিত্বে এবং অন্য সভাপতি দ্বিজেন ভট্টাচার্য্যের তত্বাবধানে ও সাধারণ সম্পাদক বিষ্ণু গোপের সঞ্চালনায় সভায় সংগঠনের সদস্য, ডিরেক্টর ও কর্মকর্তা ছাড়াও সমাজের অন্য প্রতিষ্ঠানের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় গতে ৫ আগস্টের পর থেকে দেশে সরকারি প্রশ্রয়ে ও কোন কোন ক্ষেত্রে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রত্যক্ষ সহযোগীতায় সংঘটিত সামপ্রদায়িক সন্ত্রাস ও সংস্কারের নামে স্বাধীনতার মূল চেতনা ভাষা-ভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা বিরোধী অশুভ কার্যক্রম সম্পর্কে বক্তব্য দেন পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান নবেন্দু দত্ত ও সদস্য সচিব চন্দন সেনগুপ্ত, টমাস দুলু রায় ও রণবীর বড়ুয়া, ডিরেক্টর শিতাংশু গুহ, দিলীপ নাথ. পরেশ সাহা, তপন সেন, প্রদীপ মালাকার, ইউনাইটেড হিন্দুজ অফ ইউএসএর সভাপতি ভজন সরকার ও সাধারণ সম্পাদক রামদাস ঘরামী, বীর মুক্তিযোদ্ধা অবিনাশ আচার্য্য, রোজালিন কষ্টা, রিণা সাহা, রূপকুমার ভৌমিক, রণজিৎ রায়, অজিত চন্দ, অনুকুল অধিকারী, রণজিৎ ভাদুড়ী, রমেশ নাথ, রাখি মিত্র, পার্থ তালুকদার, কুমার বাবুল সাহা, রণজিৎ পুরকায়স্থ, পরেশ ধর, চঞ্চনা চাকমা, সুভাষ সাহা, গৌতম সরকার, মৈত্রিশর বড়ুয়া, পিয়াস দাস সুমন, সুজন রায়, অমিত ঘোষ, সুকান্ত দাস টুটুল, সুমন মিত্র, রাজীব নন্দী, জলি সাহা, প্রদীপ কুন্ডু, মুনমুন সাহা, বামেশ রায়, বিকাশ বড়ুয়া, সঞ্জিত ঘোষ, ইন্দ্রজিৎ সরকার, হরিগোপাল বর্ম্মণ, আশীস কুমার পাল, সাধন দাস, গোপাল গোপ, নিতাই নাথ, প্রদীপ সূত্রধর, মোহনজী বানিয়া, মিতুল ভৌমিক, স্টিফেন মন্ডল।

দেশে তাদের বিপন্ন স্বজনদের মর্মস্পর্শী দু:খ দুর্দশার করুণ বিবরণ দিতে গিয়ে বক্তারা বলেন, 'দেশ এখন কার্যত: তারাই চালাচ্ছে যারা ১৯৭১ সালে গণহত্যা করেছিল এবং আজও সেটাকে জোর গলায় সমর্থন করে।'

তারা বলেন, 'একাত্তরের পরাজিত শক্তির ক্রীড়ানক ড. ইউনূস-রিয়াজ ও ছাত্র সমন্বয়ক মাহফুজরা সংবিধানে রাষ্ট্র ধর্ম-ইসলাম বহাল রেখে, ধর্মনিরপেক্ষতা ও ভাষা-ভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদ ছেঁটে দিয়ে বাংলাদেশেকে মুসলিম বাংলায় পরিণত করতে উদ্যত। গত ৫ আগস্টের পর থেকে দেশে সংখ্যালঘুদের ওপর যে বর্বর আক্রমণ অব্যাহত রয়েছে, সেটা ঐ পরিকল্পনারই অংশ।'

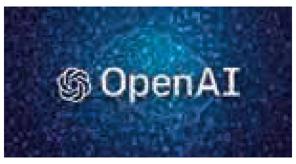

একাধিক ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের মামলা মার্কিন ওপেনএআইর বিরুদ্ধে

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

অনুমতি ছাড়া কনটেন্ট ব্যবহারের অভিযোগে মার্কিন স্টার্টআপ ওপেনএআই-এর বিরুদ্ধে মামলা করেছে ভারতের একাধিক সংবাদমাধ্যম। দেশটির প্রাচীন কিছু গণমাধ্যম দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, দ্য হিন্দু, দ্য ইন্ডিয়া টুডের সঙ্গে ধনকুবের গৌতম আদানীর মালিকানাধীন এনডিটিভিও ওই মামলায় শরিক হয়েছে। এ খবর দিয়েছে অনলাইন বিবিসি। এতে বলা হয়ে, ভারতীয় এসব সংবাদমাধ্যমের অভিযোগ অস্বীকার করেছে ওপেনএআই এর কর্তৃপক্ষ। তারা বলেছে, চ্যাটবটটি এমন তথ্য ব্যবহার করে যা আইনের দিক দিয়ে ব্যাপকভাবে সঙ্গতিপূর্ণ।

বুধবার দিল্লিতে ভারতের আইটি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের সঙ্গে আলোচনা করেছেন ওপেনএআই এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক স্যাম অল্টম্যান। তারা সেখানে কম খরচে এআই ইকোসিস্টেমের পরিকল্পনা নিয়ে আলাপ করেন। এআই বিপ্লবে প্রধান সারিতে ভারতের থাকা উচিত বলে মনে করেন স্যাম। তবে এজন্য ভারতকে বেশ লড়াই করতে হবে বলে মন্তব্য করেছিলেন তিনি। ২০২৩ সালের এক মন্তব্যে স্যাম বলেন, ভারতীয় সংস্থাগুলোকে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে বেশ লড়াই করতে হবে। তবে ভারতীয় গণমাধ্যমের মামলার বিষয়টি এড়িয়ে যান তিনি।

মার্কিন ওপেনএআই এর বিরুদ্ধে ভারতের মাটিতে প্রথম মামলা করে দেশটির বৃহত্তম সংস্থা এশিয়ান নিউজ ইন্টারন্যাশনাল (এএনআই)। এআইয়ের অধীনে থাকা চ্যাটজিপির বিরুদ্ধে কপিরাইট ইস্যুতে মামলা করে সংবাদ সংস্থাটি। যদিও ওই অভিযোগ অস্বীকার করেছে ওপেনএআই। ভারতের বাজারে নিজেদের ধরে রাখতে চ্যাটজিপিটির বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা চ্যাটজিপিটি ব্যবহারকারীদের মধ্যে শীর্ষে রয়েছে ভারত।

Masoom Medical Clinic
OUR MEDICAL SERVICE
We accept most insurances
Dr. M. A. Iqbal, M.D.
M.B.B.S Dhaka Medical College, Bangladesh
Board Certified Physical Medicine & Rehab
Certified Geriatric Care Professional
Board Certified Interventional Pain (American Academy of Procedural Medicine)
Fellowship in Spinal Cord Injury Medicine
(Mount Sinai School of Medicine, Manhattan NY)
Certified Acupuncturist
Certified NADA (EAR acupuncture)
168-32/36 Highland Ave,
Jamaica, NY 11432
Call us
929-307-8868

Foot Specialist
ALAM PODIATRY
পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
70-17 37 Ave, Jackson Heights, NY 11372
166-05 Highland Ave. Suite L1, Jamaica, NY 11432
OUR SERVICES
Diabetic Foot Exam
Heel Injection
Ingrown Toenail
Fungal Toensails
Fracture Management
Diabetic Shoes
Foot Surgery
Vascular and nerve Testing
On-site X-ray Avaialbe
We Accept all Major insurance Plan
Dr. Sadi Alam, DPM
নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশি চিকিৎসকের পরামর্শ নিন
No More FOOT PAIN
CONTACT US
347-509-4470
www.alampodiatry.com
Accepting New Patients

AGRA PALACE RESTAURANT & PARTY HALL
আগ্রা প্যালেস রেষ্টুরেন্ট এণ্ড পার্টি হল
বিয়ে, জন্মদিন, বেবী শাওয়ার, গ্রাজুয়েশন, অভিষেক, সভা-সেমিনারসহ সকল ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য একটি অভিজাত রেষ্টুরেন্ট ও পার্টি হল।
সুন্দর ও মনোরম পরিবেশ।
সু-সজ্জিত বিশাল পার্টি হল।
অভিজ্ঞ ও দক্ষ শেফ এর তত্ত্বাবধানে তৈরী হালাল খাবার পরিবেশনা।
ছোট বড় সকল ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য আসন সংখ্যা ৫০ থেকে ৪৫০।
INDOOR & OUTDOOR CATERING AVAILABLE
বুকিং ও বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
agra Palace
Restaurant & Party Hall
ADDRESS: 116-33 Queens Blvd, Forest Hills, New York, NY 11375
Contact : (917) 362-1336, 929-521-2019 , 718-261-8880

Immigrant Elder Home Care LLC.

হোম কেয়ার

ঘরে বসে বাবা-মা, শ্বশুর শাশুড়ি, দাদা-দাদী, নানা-নানী
বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশি এমনকি ছেলে মেয়ে ও ভাইবোনদের
সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

কোন সার্টিফিকেট এর প্রয়োজন নেই- কোন ফি চার্জ করি না

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308
giashahmed123@gmail.com

CORPORATE OFFICE:
37-05 74 St, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 917-744-7308, 718-457-0813 Fax: 718-457-0814

JAMAICA OFFIC
87-54 168 Street, 2nd Fl, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-406-5549
97-01 Sutphin Blvd, Jamaica, NY 11435
Tel: 718-755-0153

LONG ISLAND OFFICE:
1 Blacksmith Lane, Dix Hill, NY 11731
Tel: 718-406-5549

BRONX OFFICE:
2148 Starling Ave, Bronx, NY 10462
Tel: 718-406-5549

OZONE PARK OFFICE:
175 B Forbell St., Brooklyn, NY 11208
Tel: 718-406-5549

BUFFALO OFFICE:
859 Fillmore Ave, Buffalo, NY 14212
Tel: 917-744-7308

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

YOUR DREAM HOME CARE

Get paid to take care of your loved ones

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email:info@yourdreamhomecare.com
www.yourdreamhomecare.com

Contact with us
718-874-0047
Email:
info@yourdreamhomecare.com

নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ-এর (CDPAP) প্রোগ্রামের অধীনে কোনো HHA সার্টিফিকেশন ছাড়াই হোম কেয়ারের মাধ্যমে ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ি, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও প্রিয়জনদের সেবা দিয়ে আপনি প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন এবং সেবা প্রদানকারীকে নির্বাচন করতে পারেন।

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
•
আমরা কোনো ফি নেই না।
•
আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
•
কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office:
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718)874-0047

Sutphin Branch
Mohammad Khair(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047

Ozone Park Office
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115

Ozone Park Office
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718)874-0047

1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432

Fulton Office:
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657

Bronx Office
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069

Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699

Buffalo Office:
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446

Albany Office
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্রে
সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এটর্নি

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি

- ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- এসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (1-601, 1-601A & 1-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যান্ডামাস
- U ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1 EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কন্স্যুলার প্রসেসিং ও 221(g) ভিসা রিফিউজাল

KHAIRUL BASHAR, MBA,LLM
ATTORNEY AT LAW

CALL NOW
(718) 775-8509 - (212) 464-8620

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
Khairul@basharlaw.com

1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D.C. 20006
(888) 771-4529

KHAIRUL BASHAR
LAW OFFICES

#Khairul Basharlaw
www.basharlaw.com
+1 (202) 983- 5504

Admitted in Washington, D.C. and Alabama State Bar | Parctice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট

Nurul Azim

Your Any Question Contact Here
+1 516 451 3748

- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

সম্মানিত বাড়ির মালিকগণ আমরা নিউইয়র্ক স্টেটের বিশেষ অনুদানে (৭০% পর্যন্ত) আপনার বাড়িতে অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগিয়ে দিতে চাই
নিউইয়র্ক ও লংআইল্যান্ড স্টেটের অনুদানে বাসায় অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান?
১০ হাজার ডলারের রিভেট
লংআইল্যান্ডের ব্যবসার মালিকগণ এ সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন
GREE MECHANICAL YONKERS
HEATING & COOLING
914-222-9477 / 917-459-9483
নতুন বছর উপলক্ষে ৫০% সেল
স্টেটের অর্থায়নে হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন সিস্টেম সম্পর্কে জানতে আজই যোগাযোগ করুন
এই অত্যাধুনিক সিস্টেম-এ আপনার হিটিং বিল প্রায় ৫০% কমাতে সাহায্য করবে
তোফায়েল চৌধুরী
GREE MECHANICAL YONKERS
আমাদের কল করুন
914-222-9477 or 914-989-0089
Gree Mechanical Yonkers
1900 Central Park Ave, Yonkers NY 10710

CDPAP সার্ভিস নিয়ে

কোন চিন্তা করবেন না।

Bestcare
Home care, your care.

CDPAP অভিজ্ঞ কিছু লোক নিয়োগ দেওয়া হবে।
যোগাযোগ - (516) 731-7808

সকল সুযোগ সুবিধা পূর্বের মতোই থাকবে।

PPL & NYS DEPARTMENT OF HEALTH এর অনুমোদিত আমরা আপনার CDPAP সার্ভিস দিতে পারবো।

আমরা বাংলায় কথা বলি

আজ এই যোগাযোগ করুন - (516) 731-7808

কোন প্রকার নার্স সার্টিফিকেট ছাড়া, বর্তমান ইনস্যুরেন্স পরিবর্তন না করে আগের মতোই একই বাসা থেকে আপনার প্রিয়জনের সেবা দিতে পারবেন।

এর জন্য আপনাকে CDPAP থেকে অন্য কোনো প্রোগ্রামে যেতে হবে না।

আমরা খুব সহজে ট্রান্সফার করে দিতে পারি। আপনার প্রিয়জনের সেবার মান যেন অক্ষুণ্ণ থাকে, সে বিষয়ে আমরা সর্বদা যত্নবান।

Bestcare Corporate 3000 Hempstead Turnpike, Suite 205, Levittown, New York 11756 | Email: cdpap@bestcare.com

Nassau	Queens	Bronx	Staten Island	Suffolk	Manhattan	Brooklyn
50 Clinton Street Suite 201 Hempstead, NY 11550	70-50 Austin Street Lower Level 130 Forest Hills, NY 11375	4119 White Plains Road Bronx, NY 10466	60 Bay Street Suite 506 Staten Island, NY 10301	97 West Main Street Bayshore, NY 11706	260 W 36th ST Suit 400, New York, NY 10018	1781 Flatbush Ave 2nd Floor Brooklyn, NY 11210

আটলান্টিক সিটিতে ‘মুসলিম ঐতিহ্য মাস’ পালিত

সুব্রত চৌধুরী

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সি রাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে ‘মুসলিম ঐতিহ্য মাস’ পালন করা হয়েছে।

এ উপলক্ষে গত ৩১ জানুয়ারি সন্ধ্যায় সিটির শোবোট হোটেলে উপলক্ষে অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়।

আয়োজনে ছিল সুধী সমাবেশ, কথামালা, সম্মাননা প্রদান, ধর্মীয় পুস্তক প্রদর্শনী, ধর্মীয় কুইজ প্রতিযোগিতা ইত্যাদি।

কুরআন থেকে তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে আমের কাশ্মীরি স্বাগত বক্তব্য দেন।

হাবিবুর রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে অতিথি ছিলেন ইমাম আমিন মুহাম্মদ ও ইমাম আবদুল মুইজ।

অনুষ্ঠানে নিউ জার্সি রাজ্যের এসেম্বলিম্যান ডন গার্ডিয়ান, আটলান্টিক সিটির মেয়র মার্টি স্মল সিনিয়র, আটলান্টিক কাউন্টির কমিশনার এট লার্জ জন রিসলি, শোবোট হোটেলের স্বত্বাধিকারী বার্ট ব্লাটস্টেইন, সিটির পুলিশ প্রধান জেমস সারকোস, সিটি কাউন্সিলের সহসভাপতি কলিম শাহবাজ, আটলান্টিক কাউন্টির ডেমোক্র্যাটিক কমিটির চেয়ারম্যান মাইক সুলেমান, প্রাক্তন কাউন্সিলম্যান আনজুম জিয়া, আটলান্টিক সিটি স্কুল বোর্ড সদস্য সুব্রত চৌধুরী, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির (বিএএসজ) সভাপতি জহিরুল ইসলাম বাবুল ও ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি আব্দুর রফিক উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল আটলান্টিক সিটি মার্চেন্ট এসোসিয়েশন ও সাউথ এশিয়ান এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সি।

আয়োজকদের পক্ষে আমের কাশ্মীরি, মালিক সোহেল, আবিদ কাইউম, আসাদ চৌধুরী, আদিল মালিক, সরফরাজ আহমদ, মো. ইমরান, মঈন খান, বেনহুর সলোমন, কামরান আজিজ, মো. জামিন, মো. ওয়াইস, মো. সেলিম অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল আটলান্টিক সিটি মার্চেন্ট এসোসি-য়েশন ও সাউথ এশিয়ান এসোসি-য়েশন অব সাউথ জার্সি।

গাজা দখলের হুমকিতে বিশ্বনেতাদের নিন্দা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

গাজা দখল করে নেয়ার হুমকি দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প। এরপরই বিশ্বনেতাদের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। গাজাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে ইসরাইল। তার ওপর গণহারে মানুষ হত্যা করেছে। এরপরও যারা বেঁচে আছেন, তাদেরকে মিশর, জর্ডান সহ বিভিন্ন দেশে পাঠিয়ে দেয়ার কথা বলেছেন ট্রাম্প। একটি জনপদকে তাদের নিজেদের অধিকারের পক্ষে লড়াই করার কারণে গণহত্যা চালিয়ে যাওয়ার পর তা দখল করে নেয়ার হুমকিতে স্তম্ভিত বিশ্ববিবেক। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমার ফিলিস্তিন ও ইসরাইলে দ্বিরাষ্ট্রভিত্তিক সমাধান প্রক্রিয়ায় তার দেশের সমর্থনের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন।

বর্তমানে গাজায় যে যুদ্ধবিরতি চলছে তার স্থায়ীত্বের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বের সময় কিয়ের স্টারমারের কাছে জানতে চাওয়া হয় ট্রাম্পের পরিকল্পনা সম্পর্কে। জবাবে তিনি বলেন, গাজার ধ্বংসস্তূপের ভিতর দিয়ে হাজার হাজার ফিলিস্তিনি হেঁটে তাদের ঘরে ফিরছেন এই ছবি দেখে তিনি আহত হয়েছেন। হাউস অব কমন্সে স্টারমার বলেন, তাদেরকে অবশ্যই তাদের ঘরে ফিরতে দিতে হবে। অবশ্যই তাদের বাড়িঘর সব কিছু পুনরায় নির্মাণ করতে দিতে হবে। এসব প্রক্রিয়ায় তাদের সঙ্গে থাকা উচিত আমাদের। দ্বিরাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানের দিকে যাওয়া উচিত। ওদিকে বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড লেমি দ্বিরাষ্ট্রভিত্তিক সমাধান প্রক্রিয়ায় তার দেশের প্রতিশ্রুতির কথা পুনর্ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন, আমরা দেখতে চাই ফিলিস্তিনিরা তাদের নিজেদের ভূমি গাজা ও পশ্চিমতীরে সমৃদ্ধির সঙ্গে বসবাস করছেন। ফরাসি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিবৃতিতে বলেছে, ফিলিস্তিনের গাজার মানুষদের যেকোনো উপায়ে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত করার বিরোধী তারা। ওই ভূখণ্ড তৃতীয় কোনো দেশের নিয়ন্ত্রণে থাকা উচিত নয়। ইসরাইল ও ফিলিস্তিনের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী শান্তির একমাত্র নিশ্চয়তা হলো দ্বিরাষ্ট্রভিত্তিক সমাধান।

আমাদের হাতে গাজাকে তুলে দেবে ইসরায়েল : ট্রাম্প

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

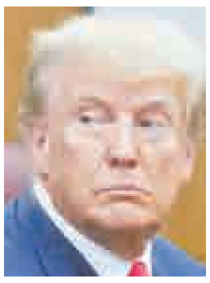

ডোনাল্ড ট্রাম্প

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকা দখলের হুমকি দিয়েছেন। গত মঙ্গলবার তিনি এমন হুমকি দেওয়ার পর এ নিয়ে হৈচৈ পড়ে যায়। আজ বৃহস্পতিবার (৬ ফেব্রুয়ারি) নতুন করে আবারও গাজা নিয়ে মন্তব্য করেছেন ট্রাম্প। তার দাবি, যুদ্ধ শেষে ইসরায়েলই গাজাকে যুক্তরাষ্ট্রের হাতে তুলে দেবে। গাজা দখল করতে তাদের কোনো সেনার প্রয়োজন হবে না।

সামাজিক মাধ্যম ‘ট্রুথে’ ট্রাম্প লিখেছেন, “যুদ্ধ শেষে ইসরায়েল গাজা উপত্যকাকে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে তুলে দেবে।” গাজাবাসীকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করে ট্রাম্প দাবি করেন, অনেকেই সেখান থেকে উন্নত জায়গায় চলে গেছে। যেখানে তারা ভালো আছে। নতুন করে যারা যাবে তারাও ‘খুশি, নিরাপদ এবং মুক্ত’ থাকতে পারবেন।

গাজাকে বিশ্বের অন্যতম সুন্দর শহরে পরিণত করা হবে উল্লেখ করে ট্রাম্প বলেন, “যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের সেরা ডেভেলপমেন্ট দলের সঙ্গে কাজ করছে এবং ধীরগতি ও সতর্কতার সাথে গাজাকে পুনর্গঠন শুরু করবে। যেটি হবে বিশ্বের অন্যতম দৃষ্টিনন্দন শহর।”

তিনি আরও বলেন, “যুক্তরাষ্ট্রের কোনো সেনাকে প্রয়োজন হবে না। মধ্যপ্রাচ্যের স্থিতিশীলতাই থাকবে।”

এদিকে ট্রাম্পের গাজা দখলের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন সেখানকার মানুষ। এক ফিলিস্তিনি নারী ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসিকে জানিয়েছেন, তারা গাজাতেই থাকবেন এবং গাজাতেই মরবেন। তিনি বলেন, “গাজা থেকে সাধারণ মানুষকে সরিয়ে নেওয়ার প্রস্তাব আমরা সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করছি। আমরা এখানে থাকব এবং গাজা ভূখণ্ডে, জন্মভূমিতে মরব। আমরা দেড় বছরের যুদ্ধ, মৃত্যু ও ধ্বংস মোকাবেলা করেছি। এরপরও আমরা এখানে রয়েছি। তাহলে আমরা কীভাবে এ ধরনের প্রস্তাবে রাজি হতে পারি?”

গত মঙ্গলবার ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে হোয়াইট হাউসে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে গাজার সাধারণ মানুষকে অন্যত্র সরানোর ঘোষণা দেন ট্রাম্প। এরপরই বিশ্বজুড়ে নিন্দার ঝড় শুরু হয়েছে। টানা ১৫ মাসের যুদ্ধে বিধ্বস্ত গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের ফিলিস্তিনি জাতিগত নিধনে ডোনাল্ড ট্রাম্প সমর্থন করছেন বলে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

ট্রাম্পের গাজা দখল মন্তব্য নিয়ে যা বলছে রাশিয়া

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের গাজা থেকে ফিলিস্তিনিদের সরিয়ে নেওয়ার এবং উপত্যকায় যুক্তরাষ্ট্রের মালিকানা প্রতিষ্ঠা করার বিষয়ে করা মন্তব্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক। তার এই মন্তব্য মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা বাড়িয়ে তুলবে বলেও জানিয়েছে রাশিয়া।

বৃহস্পতিবার ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, গাজা যুদ্ধ শেষের পর এই উপত্যকাকে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে হস্তান্তর করবে ইসরায়েল। এর মাঝেই উপত্যকার বাসিন্দাদের অন্য কোথাও পুনর্বাসিত করা হবে। আর এ কাজের জন্য গাজায় যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যের প্রয়োজন নেই।

এর আগে, চলতি সপ্তাহের শুরুর দিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেছিলেন, তিনি গাজা উত্যকা থেকে ফিলিস্তিনিদের সরিয়ে নিয়ে মিসর এবং জর্ডানে পুনর্বাসিত করতে চান। গাজা পরিষ্কার করে সেখানে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের কথাও বলেন তিনি।

তবে ট্রাম্পের এমন পরিকল্পনার ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী হামাস, ইসলামিক জিহাদ-সহ বিশ্বের প্রভাবশালী বিভিন্ন দেশ নিন্দা জানায়। একই সঙ্গে গাজার বাসিন্দাদের সেখান থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে তা জাতিগত নিধনের শামিল হবে বলেও মন্তব্য করে তারা।

In Pursuit of Excellence

LAW OFFICES OF CHANDA THAPA PLLC

260 W 35th Street, Floor 11
New York, NY 10001

ATTORNEY CHANDA THAPA

INJURED?

CALL
929-707-8656

FREE
CONSULTATION
24/7

১৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে কমিউনিটি এর মধ্যে একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য নাম

আপনার টাকা না পাওয়া পর্যন্ত কোন ফি নেই

Attorney Eitan Magendzo

ইনজুরি মামলায় ১১ বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা

একটি একসিডেন্ট মামলায় ১.৫ মিলিয়ন ডলার উদ্ধার

নির্মাণ সাইট বা রেস্তোরাঁয় কাজ করতে গিয়ে আহত?

উবার বা লিফট পরিচালনা করার সময় আহত?

নিজ বা মালিকের গাড়ি চালানোর সময় আহত

সুপারমার্কেট বা দোকানে কাজ করতে গিয়ে আহত?

যেকোনো আঘাত, পড়ে যাওয়া বা দুর্ঘটনা আমাদের কল করুন

Mohammad Zahid Hossain
LLM, USA

আমরা বাংলায় কথা বলি

মনে রাখবেন যে অতীতের ফলাফলগুলি ভবিষ্যতের ফলাফলের গ্যারান্টি দেয় না।
এটি একটি বিজ্ঞাপন। আপনার যদি আইনি পরামর্শের প্রয়োজন হয় তবে আমাদের অফিসে যোগাযোগ করুন

ঝুঁকি নেবেন না, আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

Call: **929-707-8656** or Email: **info@chandalaw.com**

আমেরিকার ‘অভিবাসী’দের পুরস্কার উৎসর্গ করলেন শাকিরা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

রোববার (২ ফেব্রুয়ারি) ছিল জনপ্রিয় পপ তারকা শাকিরার জন্মদিন। আর এই বিশেষ দিনেই গায়িকার মুকুটে যুক্ত হয় নয়া পালক। ৬৭তম গ্র্যামির পুরস্কার উঠে তাঁর হাতে। ‘লাস মুজেরেস ইয়া নো লোরান’ অ্যালবামের জন্য চতুর্থবারের মতো গ্র্যামি জিতেন তিনি। নিজের এই পুরস্কার অভিবাসীদের উৎসর্গ করেছেন গায়িকা।

মঞ্চে শাকিরার হাতে পুরস্কার তুলে দেন জেনিফার লোপেজ। এ সময় দর্শক সারিতে শাকিরার দুই সন্তান মিলান ও সাশাও উপস্থিত ছিল।

পুরস্কার হাতে ভীষণ আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন ‘হিপস ডোন্ট লাই’ গায়িকা। বক্তব্যের শুরুতে লস অ্যাঞ্জেলেসের সাম্প্রতিক দাবানলের ক্ষয়ক্ষতির বিষয়ে কথা বলেন তিনি। এরপর তাঁর পাওয়া পুরস্কার অভিবাসী ভাইবোনদের উৎসর্গ করেন।

শাকিরা বলেন, ‘আমি আমার পুরস্কার অভিবাসী ভাইবোনদের উৎসর্গ করছি। তাঁরা ভালোবাসার যোগ্য। তাঁদেরই এটা প্রাপ্য। আমি সবসময় তাঁদের লড়াইয়ের পাশে আছি।’

বিশ্বের প্রতিটি কর্মজীবী নারীর পরিশ্রমকেও কুর্নিশ জানান গায়িকা। সামাজিকমাধ্যমে অনুরাগীদের শুভেচ্ছার জোয়ারে ভাসছেন তিনি। পুরস্কার গ্রহণের পর গ্র্যামির মঞ্চে পারফর্ম করেন শাকিরা।

প্রসঙ্গত, গানের পাশাপাশি বেলি ড্যান্স, কোরিওগ্রাফিসহ নানা সৃষ্টিশীল কাজের জন্য বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয় শাকিরা। ২০১০ সালে ফিফা বিশ্বকাপের থিম সং ‘ওয়াকা ওয়াকা’র মাধ্যমে এই জনপ্রিয়তা আরও বেড়ে যায়।

সুইডেনে স্কুলে বন্দুক হামলায় নিহত ১১

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

সুইডেনে একটি স্কুলে বন্দুক হামলায় অন্তত ১১ জন নিহত হয়েছে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় কয়েকজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। স্থানীয় সময় গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে দেশটির পশ্চিমাঞ্চলীয় অরেব্রো শহরের একটি স্কুলে এই হামলা হয়। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে এ তথ্য জানা গেছে। পুলিশ জানায়, মঙ্গলবার দুপুরে হামলাকারী বন্দুক নিয়ে রিসবার্গস্কা নামের স্কুলটিতে প্রবেশ করে। এরপর এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়তে থাকে হামলাকারী। পরে নিরাপত্তকর্মীদের গুলিতে হামলাকারী নিহত হয় বলে ধারণা করা হচ্ছে।

আমাদের প্রতিটি শাখায় PCA, HHA সার্টিফিকেট
সংগ্রহকারীদের রেজিস্ট্রেশন চলছে

নিজস্ব স্কুল থেকে
সার্টিফিকেট প্রদান

পহেলা ফেব্রুয়ারি থেকে
লেক্সা LHCSA সার্ভিস

এডাল্ট ডে কেয়ার
চালু হচ্ছে ফেব্রুয়ারি ২০২৫

আরো ৫টি নতুন সেবা আসছে

ALEGRA HOME CARE INC.
Care With Love Is Humanity

অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার
বাঙলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস

BANGLA CDPAP SERVICES

Sir Dr. Abu Zafar Mahmood
President & CEO
646-769-0966, 718-290-8249
netlake111@gmail.com

LOCATIONS

Corporate Office
72-26 Broadway (2nd Floor)
Jackson Heights, NY 11372
646-769-0966 888 487 0928

Jackson Heights Office
72-28 Broadway (1st Floor)
Jackson Heights, NY 11372
888-212-3237, 646-769-0966

Ozone Park Office
1127 Liberty Avenue
Brooklyn (Ozone Park),
NY 11208
888-486-0764, 347-673-5525
929- 434- 5618, 646-769-0966

Buffalo Office
Ideal BD Inc. 3178 Bailey Avenue
Buffalo, NY 14215
646-769-0966, 718-290-8249

Jamaica Office
15338 Hillside Avenue
Jamaica, NY 11432
888 228 5803 646 769 0966

Brooklyn Office
544 McDonald Avenue
Brooklyn, NY 11218
888-209-7805, 718-310-8586
718-500-2388, 646-769-0966

Bronx Office
1452 & 1454 East Avenue
Bronx, NY 10462
888-420-0168, 646-769-0966
718-290-8249

Albany Office
Suite 2009, 150 State Street
Albany, NY 12207
646-769-0966

দরদী মানব সেবার অঙ্গীকার

বৃহত্তর ওয়াশিংটন ডিসি ডুয়াফির নতুন কমিটির শপথ গ্রহণ

শাহিদ মোবাশ্বের

যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসি, ভার্জিনিয়া ও মেরিল্যান্ডের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই ফোরাম ইনক (ডুয়াফি)-এর ২০২৫-২০২৬ কার্যনির্বাহী পরিষদের অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়। গত ১ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় মেরিল্যান্ডের রকভিলের হার্বার্ট হোভার মিডল স্কুলে এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে নতুন এই পরিষদ দায়িত্বভার গ্রহণ করে।

ডুয়াফি গঠনতন্ত্রের আর্টিকেল অব ইনকর্পোরেশনের পঞ্চম অনুচ্ছেদের বিভিন্ন ধারায় বর্ণীত কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের আলোকে নবনির্বাচিত এই পরিষদকে শপথ বাক্য পাঠ করান প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষার্থী ও বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের সাবেক তথ্য কর্মকর্তা ওয়াহেদ হোসেইনী এবং কমিশনের অপর দুই সদস্য ইংরেজি বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষার্থী ও ভয়েস অব আমেরিকা বাংলা বিভাগের আন্তর্জাতিক সম্প্রচারক আনিস আহমেদ এবং জৈবরসায়ন বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষার্থী ও বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্রের সাবেক উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা ড. দিলারা ইসলাম।

বিদায়ী সভাপতি ড. কাইয়ুম খান বিগত দু'বছরে তার ডুয়াফির কার্যক্রম তুলে ধরেন। তিনি ডুয়াফির কর্মপরিধির বিস্তৃতির প্রত্যাশা করে নবনির্বাচিত পরিষদের সফলতা ও অগ্রগতি কামনা করেন।

নবনির্বাচিত কর্মকর্তাগণ নতুন প্রজন্মের জন্য আইটি স্কুল, বাঙ্গালী শিল্প ও সংস্কৃতিকে যুক্তরাষ্ট্রে তুলে ধরা, আগামী প্রজন্মকে যুক্তরাষ্ট্রের মূল ধারায় প্রতিষ্ঠিত করতে তাদের মাঝে নেতৃত্বের গুণাবলী গড়ে তোলা, বৃহত্তর ওয়াশিংটন ডিসিতে নবাগত প্রবাসীদের কাছে ডুয়াফিকে পরিচিত করে তুলে প্রাথমিক সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি তাদের ডুয়াফি সাথে সংশ্লিষ্ট করা, সামাজিক ও আবেগগত শিক্ষার বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করাসহ বিভিন্ন পরিকল্পনা পেশ করেন।

প্রসঙ্গত, গত ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে অনুজীব বিজ্ঞান বিভাগের ড. ইসরাত সুলতানা মিতা সভাপতি এবং আইন বিভাগের ডরথী বোস নতুন এই কমিটির সাধারণ সম্পদক নির্বাচিত হন। এছাড়া ইংলিশ বিভাগের ইরাজ হোসেন তালুকদার সহ- সভাপতি, শিক্ষা ও গবেষণা বিভাগের তারেক মেহেদী যুগ্ম সম্পাদক এবং হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের মোহাম্মদ আনোয়ার জামান কোষাধক্য পদে নির্বাচিত হন।

ট্রাম্পের প্রস্তাব মেনে পদত্যাগ করছেন হাজারো ফেডারেল কর্মী

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

আর্থিক সুবিধার বিনিময়ে ২০ লাখ ফেডারেল কর্মীকে স্বেচ্ছায় চাকরি ছাড়ার প্রস্তাব দিয়েছিল হোয়াইট হাউস। প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, আজ ৬ ফেব্রুয়ারির মধ্যে যদি কর্মীরা পদত্যাগ করেন, তাহলে চলতি বছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তাঁদের বেতন দেওয়া হবে। এই প্রস্তাব মেনে পদত্যাগ করতে রাজি হয়েছেন প্রায় ৪০ হাজার কর্মী। আজ বৃহস্পতিবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে বিবিসি।

ট্রাম্প প্রশাসন আশা করেছিল, অন্তত ১০ শতাংশ কর্মী অর্থাৎ ফেডারেল সরকারের ২০ লাখেরও বেশি কর্মীর মধ্যে প্রায় ২ লাখ কর্মী এই প্রস্তাব গ্রহণ করবেন। সেটি হলে সরকারের ১০০ বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত সাশ্রয় হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তবে মার্কিন গণমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, আজ বৃহস্পতিবার পদত্যাগ কর্মসূচির শেষ দিনে ২০ হাজার থেকে ৪০ হাজার পর্যন্ত কর্মী পদত্যাগে রাজি হয়েছেন।

গত ২৮ জানুয়ারি ফেডারেল কর্মীদের 'বিলম্বিত পদত্যাগ কর্মসূচি' সংক্রান্ত একটি ইমেইল পাঠিয়ে বলা হয়, যদি তারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চাকরি ছেড়ে দিতে রাজি হন, তাহলে তারা ৮ মাসের বেতনের সমান অর্থ পাবেন।

জাতীয় প্রেস ক্লাবে ফোবানার সংবাদ সম্মেলন

ডেস্ক রিপোর্ট

নায়াগ্রা ফলসে ৩৯ তম ফোবানা কনভেনশন উপলক্ষে জাতীয় প্রেস ক্লাবের জহুর হোসাইন চোধুরী সম্মেলন কক্ষে সংবাদ সম্মেলন করেছে ফোবানা। ফোবানার স্টিয়ারিং কমিটির ট্রেজারার ফিরোজ আহমেদ এর সঞ্চালনায় আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনের শুরুতে মঞ্চে উপবিষ্ট ফোবানার নেতৃবৃন্দ ৩৯ তম ফোবানার সাফল্য কামনা করে ফোবানার বিভিন্ন কর্মকান্ড তুলে ধরেন। এরপর ফোবানার নির্বাহী সেক্রেটারি ও ৩৯ তম ফোবানার কনভেনর কাজী আজম লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন। এসময় বিপুল সংখ্যক প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক ফোবানার নেতৃবৃন্দের কাছে বিভিন্ন প্রশ্ন করেন।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ফোবানার সাবেক চেয়ারম্যান এজাজ আখতার তৌফিক, সাবেক চেয়ারম্যান আলী ইমাম সিকদার, সাবেক চেয়ারম্যান ড. আবু জুবায়ের দারা, স্টিয়ারিং কমিটির অন্যতম সদস্য জিল্লুর রহমান জিল্লু, জাতীয় ফুটবলার কায়সার হামিদ, জাতীয় ফুটবলার সম্রাট হোসাইন এমিলি, নিউ নেশন পত্রিকার সাবেক এডিটর মোস্তফা কামাল মজুমদার ও ভাসানী সমর্থক পরিষদ এর সভাপতি বাবলু।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজনীতিবিদ নাদিম চৌধুরী, রাজনীতিবিদ আতাউর রহমান আতা, কালাম ফয়েজী, বিশিষ্ট সংবাদ পাঠিকা আসমা আহমেদসহ আরো অনেকেই।

উলেখ্য, চলতি বছরের ২৯, ৩০ ও ৩১ আগস্ট নায়াগ্রা ফল্‌স এর শেরাটন নায়াগ্রাতে এই কনভেনশন অনুষ্ঠিত হবে।

মিশিগানে বিভিন্ন মন্দিরে সরস্বতী পূজা উদযাপিত

পার্থ সারথী দেব, মিশিগান

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের বিভিন্ন স্থানে যথাযোগ্য মর্যাদায় সরস্বতী পূজা উদযাপিত হয়েছে। রোববার (২ ফেব্রুয়ারি) সনাতন ধর্মাবলম্বীরা ডেট্রয়েট, ওয়ারেন, হ্যামট্রাম্যাকসহ বিভিন্ন স্থানে বিদ্যাদেবীর পূজা অর্চনাসহ বিভিন্ন ধর্মীয় কর্মকাণ্ড পালন করেন।

ডেট্রয়েটে অবস্থিত দুর্গা মন্দিরে তিথি মতো সরস্বতী পূজা উযাপিত হয়েছে। সকাল সাড়ে ১০টায় পূজা, বেলা ১টায় পুষ্পাঞ্জলি, বেলা ২টায় শিশুদের হাতেখড়ি ও বেলা আড়াইটায় ভক্তদের প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

ওয়ারেন সিটির শিব মন্দিরেও তিথি মতো সরস্বতী পূজা উদযাপিত হয়েছে। এতে পূজা, অর্চনা, পুষ্পাঞ্জলি, শিশুদের হাতেখড়ি, প্রসাদ বিতরণ করা হয়। বিকেলে ছিল বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত শিশু-কিশোরদের জন্য চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা। অংশগ্রহণকারী সকল প্রতিযোগীকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। পরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শিশু কিশোররা গান ও নৃত্য পরিবেশন করে। অনুষ্ঠানে স্থানীয় শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

ইশতিয়াক রুপুর ‘বুক পকেটে আমার শহর’ গ্রন্থের পাঠ উন্মোচন

বিশেষ প্রতিনিধি

সুনামগঞ্জের কৃতি সন্তান লেখক-গীতিকবি ইশতিয়াক রুপুর নতুন গ্রন্থ 'বুক পকেটে আমার শহর' এর পাঠ উন্মোচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (০১ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় শহরের পাবলিক লাইব্রেরি মিলনায়তনে আলোচনা সভা শেষে পাঠ উন্মোচন করা হয়। সুনামগঞ্জের সুহৃদজন এই আলোচনা সভার আয়োজন করে।

লেখক প্রফেসর সৈয়দ মুহিবুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও অ্যাড. এনাম আহমেদের সঞ্চালনায় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মিফতা উদ্দিন চৌধুরী রুমি। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কবি ও লেখক সুখেন্দু সেন, কবি মুনমুন চৌধুরী, লেখক রেহান রেজু, যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী লেখক ইশতিয়াক রুপু, কবি ইকবাল কাগজী, কবি কুমার সৌরভ, সুনামগঞ্জের ডাচবাংলা ব্যাংকের ম্যানেজার মো. গোলাম আজাদ, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা জগৎজ্যোতি পাবলিক লাইব্রেরির সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. খলিল রহমান, সমাজসেবক আনিসুজ্জামান।

সভায় উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়া সংগঠক পারভেজ আহমদ চৌধুরী, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাবেক সাধারণ সম্পাদক দেওয়ান ইমদাদ রেজা চৌধুরী, সাংবাদিক অ্যাড. মাহবুবুল হাছান শাহীন, সুনামগঞ্জ জেলা প্রেসক্লাব সভাপতি লতিফুর রহমান রাজু, কবি ইয়াকুব বখত বাহলুল, অ্যাড. ফারুক আহমদ, কবি এনাম আহমদ, সিরাজুর রহমান সিরাজ, নিউইয়র্কপ্রবাসী আব্দুল মুকিত চৌধুরীসহ রাজনীতিবিদ, লেখক, কবি, সংগীতশিল্পী ও শিক্ষকবৃন্দ।

সভায় লেখকের সদ্য প্রকাশিত বই 'বুক পকেটে আমার শহর' বই থেকে প্রাপ্ত সৌজন্য মুল্যের সমুদয় অর্থ পাঠাগারের সম্পাদক ও কোষাধক্ষ্যের নিকট হস্তান্তর করা হয়। যা দু'জন মেধাবী ও অস্বচ্ছল শিক্ষার্থীকে দেওয়া হবে।

অস্ট্রেলিয়ায় কেউ নাৎসি স্যালুট দিলে বাধ্যতামূলক জেল

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

অস্ট্রেলিয়া বৃহস্পতিবার নতুন ঘৃণাত্মক অপরাধ আইন পাস করেছে। এই আইনের অধীনে প্রকাশ্যে নাৎসি স্যালুট অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে এবং এর জন্য বাধ্যতামূলক কারাদণ্ডের মুখে পড়তে হবে।

দ্য ইনডিপেনডেন্ট জানিয়েছে, নতুন আইনটি মূলত ইসরায়েল-গাজা যুদ্ধের পর অস্ট্রেলিয়ায় ইহুদি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক হামলার বেড়ে যাওয়ার প্রতিক্রিয়ায় প্রণীত হয়েছে।

নতুন আইনে নাৎসি স্যালুটকে কম গুরুতর ঘৃণাত্মক অপরাধের শ্রেণিতে রাখা হলেও এর জন্য কমপক্ষে ১২ মাসের কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। এ ছাড়া কেউ সন্ত্রাসবাদের দায়ে অভিযুক্ত হলে তাঁকে সর্বোচ্চ ছয় বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হবে।

সাম্প্রতিক মাসগুলোতে অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ইহুদি উপাসনালয়, বিভিন্ন ভবন ও ইহুদি সম্প্রদায়ের সদস্যদের গাড়ির ওপর হামলা বেড়েছে।

পাত্র-পাত্রী চাই

আপনার স্বপ্নের জীবন সঙ্গী/সঙ্গিনী খুঁজে পাওয়ার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ম্যাচ মেকিং সার্ভিস। বাংলাদেশ, ইউএসএ, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারীদের সেবায় সদা নিয়োজিত।
যোগাযোগ:
JIBON SONGI
E-mail: jibonsongi2024.com
Phone: 281-912-7812
713-900-6023

পাত্রী চাই

৫৬ বছর বয়সী আমেরিকান সিটিজেন, , ডিভোর্সড সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্য ঘটক অথবা সরাসরি যোগাযোগ করুন।
hmurshedmd@gmail.com
Phone: 850-886-9012

পাত্র চাই

ঢাকায় বসবাসরত ৪১ বছর বয়সী পাত্রীর জন্য ৪০ থেকে ৫৫ বছর বয়সী ইউএস সিটিজেন অথবা গ্রিনকার্ড ধারী পাত্র পাই। পাত্রী ডিভোর্সড, ৯ বছর বয়সী কন্যা রয়েছে। পাত্রী শিক্ষিত এবং ভালো ফ্যামিলি থেকে আসা।
যোগাযোগ:
rbprinceton@yahoo.com
(732) 841- 2452

স্টুডিও রুম ভাড়া

74 street জ্যাকসন হাইটসে ডিসেম্বর থেকে ষ্টুডিও রুমে ১ জনকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: 917 330 0374

লোক আবশ্যক

সারাহ হোমকেয়ারে কাজ করার জন্য কিছু লোক আবশ্যক। আগ্রহীরা কল করুন ফোন: 917-745-0949

পাত্র আবশ্যক

ধার্মিক পাত্রী বয়স ৩৮ এর জন্য পাত্র চাই। পাত্রীর পড়া লেখা B.S IN MATHEMATICS (UMD) M.S IN PROJECT MANAGEMENT (UMD) ইউ এস সিটিজেন পাত্রীর জন্য মুসলিম পাত্র চাই। যোগাযোগ: 301-537-9885

পাত্র চাই

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

পাত্র চাই

পাত্র চাই উচ্চ শিক্ষিত পরিবারের US সিটিজেন পাত্রী কুইন্স কলেজ থেকে একাউন্টিং এ ব্যাচেলর সিটি জব রত (২৮) শিক্ষিত ও উপযুক্ত পাত্র চাই md_kayum@yahoo.com Cell: 917-497-9508

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩8 + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫”। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।)
যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইট্স ৭ ট্রেন সাবওয়ের নিকটে এপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এ নভেম্বর মাসের ১ তারিখ থেকে একজন নামাজী, কর্মজীবি এবং অধুমপায়ী রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগ: ৭১৮-৫৫২-০৮০৭।

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টারে এক বেড, লিভিং, কিচেন, বাথসহ বেইজমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে। ফোন: 347-575-9936

Registered Nurse Required (New Jersey)

প্রতিষ্ঠান: Captor USA Corporation.
পদ: Registered Nurse (RN)
অভিজ্ঞতা: নতুন বা ১/২ বছর
স্থান: Paterson, New Jersey.
Please send your resume at info@captorusacorp.com
Or call us at +1 (973) 553-2690
আবেদনের শেষ সময়: ২০/০৭/২০২৪

আবশ্যক

"Immigration law firm in Queens is looking for a Receptionist. Candidates should be extremely organised and should have excellent communication and public relation skills.Candidate should speak Hindi, English and Bengali. Training will be provided by a law firm. Handsome salary will be offered. Please email your resume at "ravi@gehilaw.com

আবশ্যক

কুইনসের একটি ইমিগ্রেশন ল' ফার্মে রিসিপসনিষ্ট আবশ্যক। প্রার্থীকে উঁচু মাত্রার অরগেনাইজড এবং জনসংযোগে দক্ষ হতে হবে। পাশাপাশি প্রার্থীকে হিন্দি, ইংরেজি এবং বাংলা ভাষায় কথা বলায় দক্ষ হতে হবে। ল' ফার্মে কাজের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। ভালো বেতনের এ চাকুরীর জন্য আগ্রহীরা রিজুমি ইমেইল করুন: ravi@gehilaw.com

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পার্টনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে। যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854.
Email: amrsolarllc@yahoo.com

রুম ভাড়া

রিচমন্ড হিল এলাকায় বাস স্ট্যান্ডের পাশে এক রুম ভাড়া যাবে। কর্মজীবী/স্টুডেন্ট নারী হতে হবে। জেএফকে এয়ারপোর্টের কাছেই চমৎকার লোকেশন। যোগাযোগ: মিসেস আহমেদ 917-398-0783

এটিক ভাড়া

হলিসে এ ৯৯ এভিনিউর কর্ণারে সুন্দর মনোরম পরিবেশে নতুন রেনুবেট দুটি বেডরুম কিচেন ও বাথরুম দুই নামাজী ব্যাচলর বা স্টুডেন্ট এর কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। মসজিদ ও গ্রোসারি, বাস নিকটে। ফোন 347-397-9175

ন্যানী আবশ্যক

মিজুরী রাজ্যের সেন্টলুইসে বসবাসকারী নবজাতক শিশু এবং দুই বছরের শিশু আন্তরিকভাবে দেখাশুনা এবং সপ্তাহে তিনদিন রান্না করাসহ অন্যান্য কাজে (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা) সহযোগিতা করার জন্য ন্যানী আবশ্যক। থাকা খাওয়াসহ মাসে বেতন ১,৫০০ ডলার। প্রতি ছয় মাসে একবার নিউইয়র্কে যাতায়াতের সুযোগ থাকবে এবং যাতায়াতের খরচ বহন করা হবে। যোগাযোগ: ৭৬৫-৬০৯-৭২২৪

আবশ্যক

হিউম্যান হোমকেয়ার কোম্পানীতে কাজ করার জন্য আগ্রহী কিছু কর্মী আবশ্যক। জরুরি ভিত্তিতে রিজ্যুমি পাঠানোর অনুরুধ করছি। newal.saki@humancareny.com

অফিস ভাড়া

জ্যামাইকার হিলসাইডে ১৬৮ স্ট্রিটের প্রাইম লোকেশনে একটি অফিস রুম ভাড়া হবে। গেষ্ট ওয়েটিং রুমসহ আনুষাঙ্গিক সুবিধা রয়েছে। ফোন: 646-403-6500

বাসায় কাজের জন্য মহিলা আবশ্যক

কুইন্স ফরেস্ট হিল এলাকায় অবস্থিত, F ট্রেনের কাছে, বাসার যাবতীয় কাজকর্মে সাহায্য করার জন্য একজন মহিলা আবশ্যক। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগের জন্য ফোন করুন : ৭১৮-৪৯০-১৭৪০

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ এআর ড্রাইভিং স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন।
যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২

কনকনে শীতের সন্ধ্যায় প্রবাহ’র ৭ম সাহিত্য সভা

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে প্রবাহ সাহিত্য সাংস্কৃতিক পরিষদের ৭ম সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (২৫ জানুয়ারি) নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে গ্রীন টাচের হলরুমে এই সাহিত্য আড্ডা অনুষ্ঠিত হয়।

সোহেল হামিদের উপস্থাপনায় এতে সভাপতিত্ব করেন পরিষদের আহ্বায়ক ড. আবুল কাসেম। প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ থেকে আগত সিনিয়র সাংবাদিক এ কে এম আকরামুজজামান। তিনি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মাঝে বাংলাকে প্রাধান্য দেওয়া ও বাংলা সাহিত্যকে প্রবাসে আরও বেশী ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য সবাইকে উৎসাহিত করেন।

লেখক ও গবেষক ইমাম চৌধুরী একটি বইয়ের লিখিত সমালোচনা পাঠ করে সমাজ পুনর্গঠনে সাহিত্যের ভূমিকা উল্লেখ করেন। পাশাপাশি চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান, রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টি, সামাজিক দক্ষতার প্রয়োজনীয়তা, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা পরিহারের কথা উল্লেখ করেন।

কবি ও প্রবন্ধকার এস. এম. মোজাম্মেল হক পাঠ করেন 'রিসেট বাটন পুশ'। বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী জি. এম. ফারুক খান কবি হেলাল হাফিজের কবিতা আবৃত্তি করেন। বীর মুক্তিযোদ্ধা, গল্পকার ও ঔপন্যাসিক রেজাউল করিম রিপন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ বিষয়ক বাস্তব কাহিনী ও গল্প 'আমার চোখের স্বাধীনতা' পাঠ করেন। রাজনীতিবিদ ও সংগঠক শাহ আলম প্রবাহকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সর্বাত্মক সহায়তার আশ্বাস দেন।

গ্রীন টাচের পরিচালক লিয়াকত এলাহী প্রবাহকে সাংগঠনিকভাবে শক্ত ও বিস্তৃত করার পরামর্শ দেন। এ প্রজন্মের যুবক আশেক এলাহী মা বাবাকে ভালোবাসার কথা সংক্ষিপ্ত কথনে উল্লেখ করেন। সেলিনা বানু কবিতা, ছড়া ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দিতে বলেন।

সোহেল হামিদ আবৃত্তি করেন স্বরচিত কবিতা 'অতীত স্মৃতি'। ড. আবুল কাশেম পাঠ করেন গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ 'মীর মোশাররফ হোসেন- নাটক ও সমাজ বাস্তবতা'। পরে সমাপনী বক্তব্যে সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

বঙ্গবন্ধুর বাড়ি ভাংচুর, বৃটেনের কার্ডিফ শহরে প্রতিবাদ সভা

কার্ডিফ অফিস

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ধানমন্ডির ঐতিহাসিক ৩২ নম্বর বাড়ি ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় নিন্দা জানিয়ে প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ ওয়েলস শাখা। বুধবার (৫ ফেব্রুয়ারি) স্থানীয় সময় রাতে বৃটেনের ওয়েলসের রাজধানী কার্ডিফ শহরের সিটি রোডস্থ একটি রেস্টুরেন্টে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সদস্য ও ওয়েলস আওয়ামী লীগের সভাপতি প্রাক্তন ছাত্রনেতা মোহাম্মদ মকিস মনসুর এর সভাপতিত্বে এবং ওয়েলস আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক, সাবেক ছাত্রনেতা এম.এ.মালিক এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন ওয়েলস আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি সাইফুল ইসলাম নজরুল, সহ সভাপতি এস এ রহমান মধু, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক গোলাম মর্তুজা, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব লিয়াকত আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক মল্লিক মোসাদ্দেক আহমেদ, দপ্তর সম্পাদক শেখ মোহাম্মদ আনোয়ার, আইন বিষয়ক সম্পাদক হারুন তালুকদার, ওয়েলস যুবলীগের সাবেক সভাপতি জয়নাল আহমদ শিবুল প্রমুখ।

ওরলান্ডোতে বাংলাদেশ সোসাইটির পিঠা উৎসব

জুয়েল সাদত

সেন্ট্রাল ফ্লোরিডার অরলান্ডোতে বাংলাদেশ সোসাইটির পিঠা উৎসব সম্পন্ন হয়েছে। গত ২৫ জানুয়ারী ওরলান্ডোর আপনা ইভেন্ট সেন্টারে পিঠা উৎসব ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিকেল থেকেই সেন্ট্রাল ফ্লোরিডার নানা শহরের প্রতিযোগীরা নানান বাহারী পিঠা নিয়ে উপস্থিত হন। এসব পিঠার স্বাদ, বৈচিত্র্য এবং পরিবেশন তুমুল প্রতিযোগিতার মধ্যে তিনজনকে পুরস্কৃত করা হয়। এছাড়াও বাংলাদেশ সোসাইটির পক্ষ থেকে পিঠার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককে শাড়ী উপহার দেয়া হয়।

বাংলাদেশ সোসাইটির বার্ষিক পিঠা উৎসবে যারা সহযোগিতা করেন সাহিদুল ইসলাম, তেফায়েল আহমদ, আলম, মিলন আহমদ, মনির আহমদ, শাহরাজ, মইনুল আহমদ, জাহাঙ্গীর, মারুফ আহমদ, রিফাত আহমদ, ইউনুস হোসেন, রোমেল আহমদ, সামসুদ তোহা, লিপি প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্যায়ে ছিল স্নিগ্ধা খান লিপির পরিচালনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরনী ও রাফেল ড্র। ছিলো বাংলাদেশের জনপ্রিয় শিল্পী প্রীতম হাসানের একক সংগীত পরিবেশনা। প্রীতম হাসান দেশের জনপ্রিয় গানগুলো পরিবেশন করেন।

আটলান্টিক সিটিতে সরস্বতী পূজা উদযাপিত

সুব্রত চৌধুরী

সনাতন হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছে দেবী সরস্বতী হলেন জ্ঞান, বিদ্যা, সংস্কৃতি ও শুভ্রতার দেবী। তাঁর সৌম্য অবয়ব, শুভ্র বসন, হংস সম্বলিত পুস্তক ও বীণাধারিনী দেবী সনাতনী হিন্দুদের হৃদয়ে এমনভাবেই বিরাজিত। অনন্তকাল ধরে শিক্ষাকে উঁচুস্তরে আসীন করা হয়েছে সনাতন ধর্মে। ঋষিরা ব্রহ্মের অনন্তশক্তির অংশকে একেকজন দেব-দেবীরূপে কল্পনা করেছেন।

ব্রহ্মের যে শক্তি বিদ্যা শিক্ষা দান করেন তাঁকে সরস্বতী দেবী জ্ঞানে পূজার্চনা করা হয়। যে কারণে শাস্ত্রে বলা হয়েছে, চতুর্ভুজা ব্রহ্মের মুখ থেকে আবির্ভূতা শুভ্রবর্না বীনাধারিনী চন্দ্রের শোভাযুক্তা দেবীই হলেন সরস্বতী। সরস্বতীর ধ্যান, প্রনামমন্ত্র ও স্তবমালা থেকে সামগ্রিক রূপটি হল-‘তিনি শুভ্রবর্ণা শ্বেত পদ্মাসনা, শ্রীহস্তে লেখনী, পুস্তক ও বীণা।’

রোববার (০২ ফেব্রুয়ারি) নিউ জার্সি স্টেটের আটলান্টিক সিটিতে শ্রী শ্রী গীতা সংঘের মন্দিরে বিদ্যা ও ললিতকলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর পূজা উদযাপিত হয়। সরস্বতী পূজার বিভিন্ন আয়োজনের মধ্যে ছিল- পূজার্চনা, অঞ্জলি, হাতেখড়ি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি।

পূজা উপলক্ষে সকাল থেকেই মঙ্গলালোকে উদ্ভাসিত ধূপ-ধুনোর গন্ধে মাতোয়ারা ধরণীতে বেজে ওঠে শান্তির মোহনীয় সুর। আটলান্টিক কাউনটিতে বসবাসরত সনাতন হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন ওইদিন পুরোহিতের পূজার্চনা শেষে দেবী সরস্বতীর পদচরণে অঞ্জলি ও পুস্পার্ঘ অর্পণ করে। অঞ্জলি প্রদান শেষে সমবেত ভক্তকুলের মাঝে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। পরে সন্ধ্যায় সরস্বতী দেবীর পূজা উপলক্ষে প্রবাসে বেড়ে ওঠা প্রজন্মের অংশগ্রহণে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

সান্তনা রায় চৌধুরী ও নিবেদিতা ভট্টাচার্যর পরিচালনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রবাসে বেড়ে ওঠা প্রজন্ম সমবেত সংগীত, একক সংগীত, একক, দ্বৈত ও দলীয় নৃত্য পরিবেশন করে। তাদের মনোজ্ঞ পরিবেশনা সবাই প্রাণভরে উপভোগ করে।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষে মহাপ্রসাদ বিতরণের মাধ্যমে সরস্বতী পূজার দিনব্যাপী কর্মসূচির সমাপ্তি ঘটে। শ্রী শ্রী গীতা সঙ্ঘের সভাপতি প্রসেনজিৎ দত্ত ও সাধারণ সম্পাদক স্বরূপ দাশ সরস্বতী পূজার দিনব্যাপি কর্মসূচি সফল করায় সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

কুইন্সের ফ্লাশিংয়ে বয়স্ক নারীকে ছুরিকাঘাত

সোহানা নাজনীন

কুইন্সের ফ্লাশিং এলাকায় ডাকাতির চেষ্টার সময় এক ৬৫ বছর বয়সী নারীকে একাধিকবার ছুরিকাঘাত করেছে দুই দুর্বৃত্ত। রোববার (২ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যা ৫:৪০ মিনিটে রুজভেল্ট এভিনিউ ও পার্সনস ব্লুভার্ড সংলগ্ন একটি অ্যাপার্টমেন্টে এ ঘটনা ঘটে।

ফ্লাশিংয়ের ১০৯তম প্রিসিন্টের পুলিশ জানিয়েছে, ৯১১ কল পাওয়ার পর ঘটনাস্থলে পৌঁছে তারা ওই নারীকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে। জানা যায়, ভুক্তভোগী তার ফ্ল্যাটের দরজা খুলে হলওয়েতে থাকা গার্বেজ রুমে আবর্জনা ফেলতে গিয়েছিলেন, তখনই ওঁত পেতে থাকা দুই দুর্বৃত্ত তার ওপর হামলা চালায়।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, দুর্বৃত্তরা ভবনের অ্যাপার্টমেন্টগুলোর দরজা একে একে পরীক্ষা করছিল, যেন খোলা কোনো দরজা পাওয়া যায়। ঠিক তখনই ওই নারী তার ফ্ল্যাটের বাইরে এসে হলওয়েতে অবস্থিত গার্বেজ রুমে আবর্জনা ফেলতে যান। এ সময় দুর্বৃত্তরা তাকে ধরে ফেলে এবং একাধিকবার তাকে ছুরিকাঘাত করে।

আন্তর্জাতিক লোকসংগীত সম্মেলন উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত

জ্যাকসন হাইটসে আন্তর্জাতিক লোকসংগীত সম্মেলনের প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায়, সম্মেলনের প্রধান কার্যালয়ে সিনিয়র সহ-সভাপতি মনিরুল ইসলাম মনির সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক ভিকটার লিয়াকত আলীর পরিচালনায় এই সভা আয়োজন করা হয়।

সভায় আগামী ২৬ জুলাই আন্তর্জাতিক লোকসংগীত সম্মেলন আয়োজনের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয়। এছাড়া সম্মেলন আয়োজনের জন্য বাজেট, কমিটি গঠন এবং অন্যান্য কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করা হয়। সংগঠনটি উল্লেখ করে, বাংলার গ্রামীণ সংস্কৃতি ও লোকসংগীতের ঐতিহ্যকে সম্মান জানিয়ে এই অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন প্রধান উপদেষ্টা হাজী আব্দুর রহমান, প্রধান সমন্বয়ক আবু তালেব চৌধুরী চান্দু, সৈয়দ হাসমত আলী, কে এম ফজলুর হক, মিস সেলিনা বানু, সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট হারিস উদ্দিন আহমেদ, শফিউল আলম, মাহবুব আলী এবং কারদিস ফাতেমা। আলোচনায় অংশগ্রহণকারী নেতৃবৃন্দ বলেন, বাংলার গ্রামীণ সংস্কৃতি এবং লোকসংগীত আমাদের আত্মার সঙ্গে সম্পর্কিত। এই প্রবাসে আমাদের ঐতিহ্য এবং লোকসংগীত হারিয়ে যাচ্ছে। আমরা এই সম্মেলন আয়োজনের মাধ্যমে বাংলার মাটি, মানুষের গান, পল্লীগীতি এবং ভাওয়াইয়া সংগীতের শিল্পীদের স্মৃতিকে জাগিয়ে রাখতে চাই।

সংগঠনটি তাদের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে জানায়, প্রবাসী বাঙালিদের জন্য এই লোকসংগীত সম্মেলন হবে এক বিশেষ আনন্দের উৎসব। সবার উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এই সভায় জানানো হয়, আন্তর্জাতিক লোকসংগীত সম্মেলন প্রতি ২ বছর পর পর অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু গত বছর নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে এটি আয়োজিত হয়নি। তবে এবারের সম্মেলনটি সফলভাবে আয়োজন করার জন্য তারা পুরোপুরি প্রস্তুত।

সভায় উপস্থিত নেতারা বলেন, আমরা সবাই মিলে প্রবাসী বাঙালিদের জন্য একটি স্মরণীয় এবং আনন্দদায়ক সম্মেলন উপহার দিতে বদ্ধপরিকর। অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার জন্য সকলের দোয়া ও সহযোগিতা কামনা করা হয়।

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্নক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এন্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

SECURITY CAMERA

আপনার বাসা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগিয়ে, দেশ-বিদেশে যেখানেই থাকুন বাসায় বসে আপনার মোবাইল ফোনে লাইভ ভিডিও দেখুন

কোন মাসিক ফি ও হিডেন চার্জ নেই।
আমরা সবসময় ফোন রিসিভ করি

কম্পিউটার রিপিয়ার, সাউন্ড সিস্টেম ও অফিস নেটওয়ার্কিং এর কাজ করি।

PH-929-257-2015

JOY SECURITY SYSTEM INC
170-05 Hillside Ave Jamaica, NY-11432

বন্যাদুর্গতদের জন্য সহায়তা দিল বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ডেলোয়ার ভ্যালি

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাংলাদেশে গত বছরের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তায় টিবিএন টুয়েন্টিফোর নিউজ নেটওয়ার্কের ফান্ডে এক হাজার ডলার দিয়েছে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ডেলোয়ার ভ্যালি।

শনিবার (২৫ জানুয়ারী) নিউইয়র্কে টিবিএন টুয়েন্টিফোরের অফিসে এসে চেক হস্তান্তর করেন সংগঠনটির শীর্ষ কর্মকতারা। মহতি এই উদ্যোগের জন্য তাদের ধন্যবাদ জানান টিবিএন টুয়েন্টিফোর নিউজ নেটওয়ার্কের সিইও আহমাতুল বারো ভূঁইয়া।

তিনি বলেন, টিবিএন টুয়েন্টিফোর টেলিভিশনের উদ্যোগে বাংলাদেশে বন্যাদুর্গতদের জন্য ফান্ড গঠন করা হয়েছিল। এই ফান্ডে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ডেলোয়ার ভ্যালি ১ হাজার ডলারের চেক দিয়েছেন। আমরা এই অর্থ ক্ষতিগ্রস্থদের কাছে পৌঁছে দেব। এসময় তিনি ভবিষ্যতেও টিবিএন টুয়েন্টিফোর নিউজ নেটওয়ার্কের যে কোন উদ্যোগে পাশে থাকার আহ্বান জানান।

সংগঠনের প্রেসিডেন্ট ফারহানা আফরোজ বলেন, বাংলাদেশে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তায় অংশ নিতে পেরে আমরা আনন্দিত। সংগঠনের ভাইস প্রেসিডেন্ট শোয়েব আহমেদ জানান, সবার আগ্রহেই এই ফান্ড সংগ্রহ করা হয়েছে। সবাই চেয়েছে বাংলাদেশের মানুষের পাশে

> বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ডেলোয়ার ভ্যালি নিউ জার্সি, ডেলোয়ার ও পেনসিলভেনিয়া কেন্দ্রিক আমেরিকায় বসবাসরত বাংলাদেশি কমিউনিটির পাশাপাশি বাংলাদেশে জনকল্যানমূলক কার্যক্রমে ভূমিকা রেখে আসছে।

দাঁড়াতে। দেশের মানুষের সাথে সেতুবন্ধন ধরে রাখতে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ডেলোয়ার ভ্যালির মতো সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন জেনারেল সেক্রেটারী মিনহাজ সিদ্দিকী।

এসময় টেলিভিশনটির অফিসে বাংলাদেশি কমিউনিটির শিশুরাও উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশের বর্নাত্যদের সহায়তা করতে পেরে তারা আনন্দিত বলে জানান।

অলাভজনক সংগঠন বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ডেলোয়ার ভ্যালি ১৯৭১ সাল থেকে নিউ জার্সি, ডেলোয়ার ও পেনসিলভেনিয়া কেন্দ্রিক আমেরিকায় বসবাসরত বাংলাদেশি কমিউনিটির পাশাপাশি বাংলাদেশের বিভিন্ন জনকল্যানমূলক কার্যক্রমে ভূমিকা রেখে আসছে।

সৌদি বা আমিরাতে হতে পারে ট্রাম্প-পুতিন বৈঠক

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের মধ্যকার শীর্ষ বৈঠকের স্থান হতে পারে সৌদি আরব কিংবা সংযুক্ত আরব আমিরাত। এই আলোচনা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল দুই রুশ কর্মকর্তার বরাত দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।

গত নভেম্বরে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ের পর ট্রাম্প জানিয়েছেন, তিনি যত দ্রুত সম্ভব ইউক্রেন যুদ্ধ শেষ করতে চান । আর এ নিয়ে পুতিনের সঙ্গে বৈঠক করতেও প্রস্তুত। পুতিনও নির্বাচনে জয়লাভের জন্য ট্রাম্পকে অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং ইউক্রেন ও জ্বালানি নিয়ে আলোচনা করতে ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকে প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন।

রয়টার্স জানায়, উর্ধ্বতন রুশ কর্মকর্তারা সম্প্রতি কয়েক সপ্তাহে সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত দুই দেশই সফর করেছেন।

তবে কিছু রুশ কূটনীতিক ও গোয়েন্দা কর্মকর্তা সৌদি আরব কিংবা আমিরাতে বৈঠক করার ব্যাপারে বিরোধিতা করছেন। কারণ এই দুই দেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ সামরিক ও নিরাপত্তা সম্পর্ক রয়েছে। এ বিষয়ে মন্তব্যের অনুরোধে সাড়া দেয়নি সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত। ক্রেমলিনও কোনো মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

ইমিগ্রেশন ইনফর্সমেন্ট টিমের পরামর্শ

শেষ পৃষ্ঠার পর

কিন্তু এ বছরের ২০ জানুয়ারি, ট্রাম্প প্রশাসন এই নীতি বাতিল করেছে। ফলে স্কুলগুলোর জন্য ঝুঁকি বেড়ে গেছে।

তাই এই পরিস্থিতিতে, স্কুল কর্মকর্তাদের সঠিক পদক্ষেপ নিতে এবং এমন পরিস্থিতিতে করণীয় কী হতে পারে, তা নিয়ে 'ইমিগ্রেশন ইনফর্সমেন্ট টিম' এর ব্রেন্ডা এ. একার্ট, নিনা পেলক-ফাস্কজা এবং মরগান পল রুইকার্ট স্কুল কর্মকর্তাদের কিছু দিকনির্দেশনা দিয়েছেন।

টিমটি জানায়, আইস এজেন্টরা কোনো স্কুল বা প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিগত এলাকায় প্রবেশ করতে পারবে না, যদি না কর্তৃপক্ষ অনুমতি দেয় বা ফেডারেল বিচারকের স্বাক্ষরিত বৈধ ওয়ারেন্ট থাকে। এছাড়া, জাতীয় নিরাপত্তা বা জননিরাপত্তার জরুরি পরিস্থিতি থাকলে তারা ব্যতিক্রমীভাবে প্রবেশ করতে পারে। এখানে আরও জানার বিষয় হলো, বৈধ ওয়ারেন্ট ও প্রশাসনিক ওয়ারেন্টের পার্থক্য রয়েছে। একটি বৈধ বিচারিক ওয়ারেন্ট ফেডারেল আদালত অনুমোদিত হয় এবং এতে বিচারকের স্বাক্ষর থাকে। এতে তল্লাশির সময়সীমা, নির্দিষ্ট জায়গার বিবরণ এবং জব্দযোগ্য জিনিসের তালিকা উল্লেখ থাকে।

অন্যদিকে, প্রশাসনিক ওয়ারেন্ট (যেমন Form I-200 বা I-205) DHS কর্তৃক ইস্যু করা হয়, যা বিচারিক ওয়ারেন্ট নয় এবং এটি ICE কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত এলাকায় প্রবেশের অনুমতি দেয় না।

স্কুলে আইস এজেন্টরা প্রবেশ করলে, স্কুল কর্মকর্তাদের উচিত তাদের পরিচয় ও আইডি যাচাই করা এবং ওয়ারেন্ট দেখতে চাওয়া। যদি এটি বিচারিক ওয়ারেন্ট না হয়, তবে কর্মকর্তারা তাদের ব্যক্তিগত এলাকায় প্রবেশের অনুমতি দিতে বাধ্য নন। তবে, যদি আইস কর্মকর্তারা জরুরি পরিস্থিতির দাবি করেন, তাহলে বাধা দেওয়া উচিত নয়, তবে সম্মতি দেওয়ারও প্রয়োজন নেই। তবে স্কুল প্রশাসনকে অবশ্যই সতর্কতার সঙ্গে পদক্ষেপ নিতে হবে এবং শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

বিচারিক ওয়ারেন্ট সাধারণত ফৌজদারি তদন্তের অংশ হিসেবে ইস্যু করা হয়, তাই আইস এজেন্টদের স্কুলে বৈধ বিচারিক ওয়ারেন্ট নিয়ে আসার সম্ভাবনা কম। বরং, তারা প্রশাসনিক গ্রেপ্তার বা বহিষ্কার ওয়ারেন্ট নিয়ে আসতে পারে এবং এটি কার্যকর করার চেষ্টা করতে পারে। যদি আইস এজেন্টরা প্রশাসনিক গ্রেপ্তার বা বহিষ্কার ওয়ারেন্ট দেখায়, তাহলে স্কুল কর্মকর্তারা তাদের স্কুলের ব্যক্তিগত এলাকায় প্রবেশের অনুমতি দিতে বাধ্য নন। বর্তমানে স্কুলগুলোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার কারণে, স্কুল ভবনের যেকোনো অভ্যন্তরীণ অংশ 'ব্যক্তিগত এলাকা' হিসেবে গণ্য করা হয়। এছাড়া, স্কুল কর্মকর্তাদের কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতি সম্পর্কে (শিক্ষার্থী বা অভিভাবক) আইস এজেন্টদের তথ্য দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তবে, এ ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য স্কুল প্রশাসনের উচিত আগেভাগে প্রস্তুতি গ্রহণ করা এবং কর্মীদের যথাযথ প্রশিক্ষণ দেওয়া, যাতে প্রয়োজনে তারা আইস পরিদর্শনের ক্ষেত্রে সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারে।

যেহেতু এখন স্কুলে আইস অভিযান চালানোর সম্ভাবনা রয়েছে, তাই স্কুল কর্মচারীদের জন্য নিম্নলিখিত প্রোটোকল অনুসরণ করার পরামর্শ দিয়েছে 'ইমিগ্রেশন ইনফর্সমেন্ট টিম।'

১. অবিলম্বে জেলা কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করুন: এই ধরনের পরিস্থিতির যথাযথ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিক্রিয়া নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সহায়তা নিন। প্রয়োজনে আইনি পরামর্শকের সঙ্গে যোগাযোগ করার বিষয়টি বিবেচনা করুন। আইনজীবী ওয়ারেন্ট পর্যালোচনা থেকে শুরু করে পুরো প্রক্রিয়ায় গাইড করতে পারবেন এবং প্রয়োজনে সরাসরি উপস্থিত হয়ে সহায়তা দিতে পারবেন অথবা ফোনে অভিবাসন কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন।

২. আইন ভঙ্গ করবেন না: কর্মচারী, শিক্ষার্থী বা অভিভাবকদের লুকাতে সহায়তা করা, তাদের স্কুল চত্বর থেকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করা, ভুল বা বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদান করা বা কোনো গুরুত্বপূর্ণ নথি নষ্ট করা যাবে না। ICE কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত করা ফেডারেল আইনের অধীনে অপরাধ হিসেবে গণ্য হতে পারে এবং এতে শাস্তির মুখোমুখি পর্যন্ত হতে পারে। তবে, তল্লাশি বা জব্দকরণ আইনানুগভাবে সম্পন্ন হচ্ছে কিনা, তা নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

৩. শান্ত ও পেশাদার আচরণ বজায় রাখুন: এমন অবস্থায় উদ্বেগে থাকলেও, পেশাদার মনোভাব বজায় রাখুন। কর্মকর্তাদের প্রশ্ন বা অনুরোধে সরাসরি বাধা না দিয়ে আইনসম্মতভাবে পরিস্থিতি সামলানোর চেষ্টা করুন।

৪. আইস এজেন্টদের পরিচয় নিশ্চিত করুন: স্কুলে প্রবেশ করা আইস এজেন্টদের নাম, ব্যাজ বা আইডি নম্বর, টেলিফোন নম্বর এবং ব্যবসায়িক কার্ড সংগ্রহ করুন।

৫. সবকিছু নথিভুক্ত করুন: আইস এজেন্টদের দেওয়া যেকোনো নথির কপি রাখুন। যদি তারা কোনো রেকর্ড নিয়ে যায়, তাহলে তার রসিদ সংগ্রহ করুন। সম্ভব হলে তল্লাশির ছবি বা ভিডিও তুলুন। অভিযানের সম্পূর্ণ বিবরণ সংরক্ষণ করুন।

৬. মৌলিক অধিকার সম্পর্কে তথ্য দিন: শিক্ষার্থী, কর্মচারী বা অভিভাবকদের জানিয়ে দিন যে আইসের প্রশ্নে তারা নীরব থাকার অধিকার রাখেন এবং কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য নন। এ সময় তারা আইনজীবী চাইতে পারেন, তবে সরাসরি তাদের এজেন্টদের সঙ্গে কথা না বলতে পরামর্শ দিবেন না। এই নীতিমালা অনুসরণ করলে স্কুলে আইস অভিযানের সময় আইনি জটিলতা এড়ানো যাবে এবং নিরাপদ উপায়ে পরিস্থিতি মোকাবিলা করা সম্ভব হবে।

(৭) যদি আইস এজেন্টরা শিক্ষার্থীদের রেকর্ড চায়, তবে মনে রাখতে হবে যে ফ্যামিলি এডুকেশনাল রাইটস অ্যান্ড প্রাইভেসি অ্যাক্ট অনুযায়ী, কোনো আদালতের আদেশ, সাবপোনা, বা স্বাস্থ্যের জরুরি অবস্থা ব্যতীত পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়া শিক্ষা কর্মকর্তারা শিক্ষার্থীদের কোনো রেকর্ড প্রকাশ করতে পারবেন না। যদি আইস এজেন্টদের কাছে আদালতের আদেশ বা সাবপোনা না থাকে, তবে ফ্যামিলি এডুকেশনাল রাইটস অ্যান্ড প্রাইভেসি অ্যাক্ট অনুযায়ী অনুযায়ী, শিক্ষার্থীর বাবা-মা বা (১৮ বছরের বেশি হলে) শিক্ষার্থীর নিজের লিখিত অনুমতি ছাড়া এই রেকর্ড দেওয়া নিষিদ্ধ। যদি আইস এজেন্টরা আদালতের আদেশ বা সাবপোনা উপস্থাপন করে, তবে স্কুল কর্তৃপক্ষকে রেকর্ড প্রকাশের আগে অভিভাবক বা যোগ্য শিক্ষার্থীকে সেই আদেশ বা সাবপোনার বিষয়ে যথাযথভাবে অবহিত করতে হবে। তবে, যদি আইস বা অন্যান্য ফেডারেল সংস্থা সন্ত্রাসবাদের তদন্ত করে, তাহলে এ ধরনের নোটিফিকেশন দেওয়ার বাধ্যবাধকতা থাকতে নাও পারে।

যুক্তরাষ্ট্রে তিন বাংলাদেশি শিক্ষার্থী

শেষ পৃষ্ঠার পর

অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালক এবং আমেরিকা সুপ্রিম কোর্টের অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী।

তিনি আরও জানান, ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট হিসেবে ভিসা গ্রহণের সময় উল্লিখিত তথ্যের ব্যাপারে জানতে চেয়েছিলেন আমেরিকার জেএফকে এয়ারপোর্টের ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস অফিসার। সঠিক জবাব না পেয়ে এয়ারপোর্ট থেকেই ফেরত পাঠানো হয়। অপরদিকে স্টুডেন্ট ভিসা লঙ্ঘন করে নিয়মিতভাবে কাজ করার তথ্য উদ্ঘাটিত হয় সংশ্লিষ্টদের সেলফোন ট্র্যাকিংয়ে।

বিশ্ববিদ্যালয় অথবা কলেজের পরিবর্তে ভিন্ন একটি স্থানে প্রতিদিনই দীর্ঘ সময় অবস্থানের তথ্য খতিয়ে দেখার সময় উদ্ঘাটিত হয় ভিসার শর্ত বাতিলের তথ্য। অনুসন্ধানে জানা গেছে, ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট ভিসায় আগত অনেক এশিয়ানই বিভিন্ন রেস্টুরেন্ট, সুপার মার্কেট কিংবা ট্র্যাভেল এজেন্সি অথবা চিকিৎসকের প্রাইভেট ক্লিনিকে রিসিপশনিস্টের কাজ করছেন।

কেউ কেউ অনলাইনে ক্লাস করছেন। অবৈধ অভিবাসীদের ধর-পাকড়ের অভিযানে এহেন অপকর্মে লিপ্ত 'ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টরাও ধরা পড়ছেন বলে নিউজার্সি, ভার্জিনিয়া, পেনসিলভেনিয়া, ম্যাসেচুসেট্স, জর্জিয়া, ফ্লোরিডা, ক্যালিফোর্নিয়া, টেক্সাস, মিশিগান, আরিজোনা থেকে জানা গেছে।

এদিকে আইসের (ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস অ্যানফোর্সমেন্ট) উদ্ধৃতি দিয়ে ফক্স নিউজের এক বুলেটিনে বলা হয়েছে, সোমবার টেক্সাসের বিভিন্ন স্থান থেকে ৮৪ জনসহ সারা আমেরিকা থেকে ১ হাজার অবৈধ অভিবাসীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ নিয়ে ট্রাম্পের ক্ষমতা গ্রহণের পর প্রথম ৭ দিনে গ্রেপ্তার হলো ৩৩ অবৈধ অভিবাসী। এরা সবাই নানা অপকর্মে লিপ্ত ছিল এবং সামাজিক শান্তি বিনষ্টের হুমকি বলেই অবৈধদের বিরুদ্ধে সাড়াশি অভিযান চালানো হচ্ছে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিটে হেকসেথ ফক্স নিউজকে জানান, সোমবার আরও ৪ শতাধিক সৈনিককে টেক্সাসের সীমান্তে মোতায়েন করা হয়েছে।

এর ফলে আগের সপ্তাহের তুলনায় বে-আইনিভাবে সীমান্ত অতিক্রমকারীর সংখ্যা ৯০ ভাগ কমেছে বলেও দাবি করেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। আইসের গ্রেপ্তার-অভিযানে সন্ত্রস্ত গোটা কমিউনিটি। জ্যাকসন হাইটস, জ্যামাইকা, ওজোনপার্ক, ব্রুকলিনের বাংলাদেশি অধ্যুষিত পরিভ্রমণকারে সোমবার বেশির ভাগ রেস্টুরেন্ট, সুপার মার্কেট, গ্রোসারি স্টোরে গ্রাহকের মতো বিক্রেতার সংখ্যাও নগণ্য মনে হয়েছে। এক ধরনের ভীতি তৈরি হয়েছে ইমিগ্র্যান্ট কমিউনিটিতে।

টাইমস স্কোয়ার, ডাউনটাউন, মিডটাউন, আপটাউনের ব্যবসা-বাণিজ্যেও স্থবিরতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। জানা গেছে, নিউইয়র্কে ন্যূনতম মজুরি হচ্ছে ঘণ্টায় ১৭ ডলারের মতো। অবৈধদের দিয়ে সেসব কাজ করিয়ে ঘণ্টায় ৫-৬ ডলার করে দিতে পারায় ব্যবসায় মুনাফা বেশি বলে ব্যবসায়ীরা জানান।

যদিও করোনা মহামারির পর অন্যসব পণ্যের মতো খাদ্য-বস্ত্র-বিনোদনের সব পণ্যের দামও দ্বিগুণ করা হয়েছে। অর্থাৎ অবৈধদের দিয়ে ব্যবসা চালাতে না পারলে লাভের অঙ্ক অনেক কমবে বলে ব্যবসায়ীরা ট্রাম্পের ওপর নাখোশ। এদিকে গ্রেপ্তারের পরই নিজ নিজ দেশে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য সেনাবাহিনীর বিমান ব্যবহার করছে ট্রাম্প প্রশাসন।

কারণ, যুক্তরাষ্ট্রে ডিটেনশন সেন্টারের ৪১ হাজার শয্যা আগেই পূরণ হয়ে গেছে। এজন্য গ্রেপ্তারের পরই অবৈধ অভিবাসীদের নিজ নিজ দেশে পাঠিয়ে দেওয়ার এই কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, অনেক আগে থেকেই ১৭ লাখের বেশি অভিবাসীর বিরুদ্ধে বহিষ্কারের আদেশ জারি রয়েছে। এর সঙ্গে যোগ হয়েছেন গত ৪ বছর বাইডেন-কমলার আমলে অবৈধভাবে সীমানা অতিক্রমকারীরা। এ সংখ্যা ২০ লাখের বেশি বলে বিভিন্নভাবে জানা গেছে। এদের সবাইকে গ্রেপ্তার এবং দ্রুত বহিষ্কার করা সম্ভব না হলে বিপুল অর্থ লাগবে থাকা-খাওয়াবাবদ। সে ইস্যুতেও দুশ্চিন্তায় রয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন।

সেদিকে লক্ষ রেখে যারা সীমানা অতিক্রমের পর রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করবেন, তাদেরও সরাসরি মেক্সিকোতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে আবেদনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত। সব কিছু মিলিয়ে সারা আমেরিকায় অভিবাসী-সমাজে টেনশন আর অস্থিরতা বিরাজ করছে।

জালালাবাদ ভবনের লোন পরিশোধে

শেষ পৃষ্ঠার পর

করেই মূলত দুইভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন। যে ভবনকে কেন্দ্র করে বিভক্তি এবং মামলা মোকদ্দমা, সেই ভবন এখনো ঋণমুক্ত করা সম্ভব হয়নি বলেই ভবনের লোন পরিশোধে জালালাবাদ ফান্ড ইনক নামে আলাদা করপোরেশন গঠন ও তিন সদস্যবিশিষ্ট কমিটি ঘোষণা করেন সভাপতি মইনুল ইসলাম।

এই কমিটির সদস্যরা হলেন- মিজানুর রহমান চৌধুরী শেফাজ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বিলাল চৌধুরী এবং আব্দুল চৌধুরী ওমেল।

তারা বলেন, এই ভবনের বিপরীতে ২০০ শেয়ার বিক্রি করা হবে। যদিও কার্যকরি কমিটির পক্ষ থেকে ১০০ শেয়ার নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। বাকি এক শত শেয়ার অন্যান্যের মধ্যে বিক্রি করা হবে। প্রতিটি শেয়ারের মূল্য ধরা হয়েছে ৩ হাজার ৫০০ ডলার। আগামী ৩ বছরের মধ্যে ১০ শতাংশ লভ্যাংশসহ এই অর্থ ফেরত দেওয়া হবে। এই শেয়ার ক্রয়ে তারা জালালাবাদবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

সভাপতি মইনুল ইসলামের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক আসাদুল গনি আসাদের পরিচালায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি সৈয়দ শতকত আলী, সংগঠনের উপদেষ্টা হাজি সৈয়দ জুবায়ের আলী, বিয়ানীবাজার সমিতির সভাপতি আব্দুল মান্নান, সাবেক সভাপতি বোরহান উদ্দিন কপিল, সাবেক সভাপতি আজিজুর রহমান সাবু, নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক আমিনুল হক চুন্নু, সাবেক সভাপতি শাহীন কামালী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরী শেফাজ, মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটির সভাপতি ফজলুর রহমান।

সাধারণ সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষের রিপোর্টের ওপর আলোচনা করেন- রয়েছ আহমদ, খলিলুর রহমান খলিল, রিয়াজি, শাহাবুদ্দিন, হুমায়ুন আহমেদ, ইয়ামিন রশীদ, নজিবুর রহমান, গৌস খান, জাবেদ খসরু, মখন মিয়া, বদরুল মহসিন, নজরুল ইসলাম, এনায়েত হোসেন জালাল, আব্দুল আহাদ, দুরুদ মিয়া রনেল প্রমুখ।

সাধারণ সভার শুরুতে দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা সাইফুল আলম সিদ্দিকী।

বর্তমানে ঝুঁকিপূর্ণ অভিবাসীদের

শেষ পৃষ্ঠার পর

মাহফুজুর রহমান বলেছেন, আমেরিকায় অন্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশি অবৈধদের সংখ্যা অনেক কম। যারা এদেশে এসে অবৈধ হয়েছেন, সময়মতো আবেদন করেন নাই তাদের জন্য চিন্তার বিষয়। যারা মিথ্যা এবং ভুল তথ্য দিয়ে বৈধতা পেয়েছেন তাদের জন্যে আতঙ্কের বিষয়। বৈধতা পাবার উপায় পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করা সম্ভব। সুতরাং তাদের ডিপোর্টেশন অর্ডার পাবার এবং গ্রেপ্তারের ঝুঁকি আছে।

গত ৩০ জানুয়ারি প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার জনপ্রিয় সাপ্তাহিক সম্প্রচার 'টক অব দ্যা উইক' অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাহফুজুর রহমান। ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনিক কার্যক্রম, নীতিমালা ও তার প্রভাব সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাকালে এসব তথ্য তুলে ধরেন মাহফুজুর রহামান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান নীতিমালা বাদেও তিনি আলোচনা করেছেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তিকালীন সরকার ড. ইউনূসের নেতৃত্ব সম্পর্কে।

ক্ষমতায় বসেই ট্রাম্প ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ইউ.এস. বিচার বিভাগীয় তদন্ত এবং মামলা উল্টে দিয়ে সমালোচনার ঝড় বইয়ে দিয়েছেন। ২০২১ সালে ক্যাপিটল হামলায় আক্রমণের সঙ্গে সম্পর্কিত ও দোষী সাব্যস্ত ১ হাজার ৫শ জনকে ক্ষমা করেছেন। বিশেষজ্ঞরা ভাবছেন, এটা তার সাপোর্টারদেরকে সহিংস হতে উৎসাহ যোগাবে। এ ব্যাপারে মাহফুজুর রহামানের মতামত জানতে চান উপস্থাপিকা ফরিদা ইয়াসমীন।

জবাবে তিনি বলেন, ক্যাপিটাল হিলের আক্রমণের সাথে জড়িত প্রায় ১৫শ জন উগ্রবাদীদের ছেড়ে দিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। এজন্যে ট্রাম্পের চাইতে বেশি দায়ী আমেরিকান রাষ্ট্রপতিদের ক্রমান্বয় ক্ষমা করার প্রবণতা। সাবেক আমেরিকান প্রেসিডেন্টরা তাদের পারিবারিক সদস্য থেকে শুরু করে সঙ্গী সাথীদের এভাবে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আমেরিকার বর্তমান সভ্যতার আলোকে প্রেসিডেন্টকে দেয়া ক্ষমতা ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিন্তা ভাবনা করা উচিত। রাষ্ট্র এবং সংবিধানের জন্যে হুমকি এবং চিহ্নিত অপরাধীকে এভাবে ক্ষমা করে দিলে তারা ভবিষ্যতের আমেরিকার জন্য হুমকি হবে। আমরা আশা করেছিলাম আমেরিকার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের এই কলঙ্কময় অধ্যায়ের জন্য দোষীরা যথাযথ শাস্তি পাবে। সুষ্ঠ বিচার হলে ভবিষ্যতে গণতন্ত্রের প্রতি আর কোন হুমকি আসবে না। কিন্তু ট্রাম্প ক্ষমা করার মাধ্যমে খুবই খারাপ দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। আমেরিকার গণতন্ত্র এবং বিচার বিভাগকে নিয়ে যারা গর্ব করে তাদের জন্যে এটা খুব পীড়াদায়ক।'

প্রেসিডেনশিয়াল ক্ষমতার বলেই কী ট্রাম্প এটি করেছেন? নাকি অন্য কোন কারণ ছিল এখানে? ফরিয়া ইয়াসমীনের এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, 'আমেরিকার গণতন্ত্রে উগ্রপন্থীদের সমর্থন পেয়েছিলেন ট্রাম্প। সমর্থন অব্যাহত রাখার জন্য ট্রাম্প তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রকাশ্যেই বলে আসছিলেন যে তিনি নির্বাচিত হলে তাদেরকে ক্ষমা করবেন। সবচাইতে দায়ী নির্বাচন মন্ডলী, যারা তাকে নির্বাচিত করে এটি করতে উৎসাহিত করেছেন।'

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প 'জন্মসূত্রে নাগরিকত্বের' সুবিধা বাতিলের কথা জানিয়েছেন। যদিও জন্মসূত্রে নাগরিকত্বের বিষয়টি মূলত যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের ১৪তম সংশোধনী, যাতে বলা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম নেয়া সব ব্যক্তিই 'যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক'। এ বিষয় নিয়ে মাহফুজুর রহমান স্পষ্ট করে বলেন, 'আমেরিকার প্রেসিডেন্টের নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে অবাধ ক্ষমতা আছে। কিন্তু আমেরিকান প্রেসিডেন্ট চাইলেই এদেশের সংবিধান পরিপন্থী কোন কাজ করতে পারেন না। তিনি নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে কাজটি করতে চেয়েছেন সেটা আদালাত ঠেকিয়ে দিয়েছে। এটি বাস্তবায়ন তার পক্ষে কোনভাবেই সম্ভব হবে না, কারণ সংবিধানের কোনো ধারা কিংবা সংবিধানের কোনো নীতির পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সিনেট এবং কংগ্রেসের দুই তৃতীয়াংশ মেজরিটি পেয়ে এটি পরিবর্তন করতে হয়। ট্রাম্প তার রাজনৈতিক স্ট্যান্টবাজি হিসাবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। অভিবাসীদের নিয়ে আমেরিকার সংবিধান আছে, অভিবাসীরাই আজকের এই আমেরিকা গড়ে তুলেছে। ট্রাম্পের মা এদেশে এসেছিলেন অভিবাসী হিসাবে, তারই গর্ভে জন্ম নেয়া ট্রাম্প আজকে দ্বিতীয়বারের মতো প্রেসিডেন্ট হয়েছেন। সুতরাং সেই অধিকার পাওয়া ট্রাম্প আজকে অধিবাসীদের নিয়ে এমন চেষ্টা করলে কোন লাভ হবে না।'

সম্প্রতি তিনি নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র–মেক্সিকো সীমান্তে জরুরি অবস্থা জারি করেছেন। চাইলে সেখানে মার্কিন সেনাদের মোতায়েন করতে পারবেন। ২৬ জানুয়ারি একদিনেই অভিবাসন অভিযান চালিয়ে ৯৫৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তবে এনবিসি নিউজ জানিয়েছে এ সংখ্যা প্রায় ১২শ। যা নিয়ে অভিবাসীরা বেশ উদ্বিগ্ন।

ট্রাম্প প্রশাসনের অভিবাসন নীতিমালা বাংলাদেশি বা ভিনদেশি অভিবাসীদের ওপর কী ধরনের প্রভাব ফেলছে জানতে চাওয়া হলে মাহফুজুর রহমান বলেন, ' নথিপত্রহীন বা অবৈধ অভিবাসীদের জন্য নীতিমালাগুলো ট্রাম্প তার নির্বাচনী প্রচারণার বারবার তুলে এনেছিলেন। বলেছিলেন, নির্বাচিত হলে তিনি মেক্সিকোতে অসমাপ্ত দেয়াল নির্মাণ শুরু করবেন। মেক্সিকো কিংবা ল্যাতিন আমেরিকা থেকে অবৈধভাবে যে অপরাধীরা আসছে তাদেরকে কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রণ করবেন। একই সাথে বৈধ কাগজপত্রহীন মানুষদেরকে দেশে ফেরত পাঠাবেন। তিনি আইনের মধ্যে থেকেই এসব পরিচালনা করছেন, বেআইনী ভাবে নয়। অবৈধ অভিবাসন রোধ করার জন্যে তিনি সামরিক সেনা ও বিমান ব্যবহার করছেন, যা বিরল ব্যাপার। ট্রাম্প সবকিছু অতিরঞ্জিত করে দেখাতে বা বলতে ভালোবাসেন। সবদেশের অভিবাসীদের মতো বাংলাদেশিদের মধ্যেও উদ্বেগ উৎকণ্ঠা আছে। ভারতের প্রায় আঠারো হাজার মানুষ যারা চাকুরি ভিসায় এদেশে এসেছিলেন, তারা অবৈধ হয়ে পড়েছে। তাদেরকে ফেরত পাঠানো হবে। সেই তুলনায় বাংলাদেশি অবৈধর সংখ্যা অনেক কম।'

বর্তমান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট প্রসঙ্গে দেশের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলে মাহফুজুর রহমান বলেন,' অটোক্রেটিক গভর্নমেন্টের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে বাংলাদেশ। আশা করছি গণতান্ত্রিক পরিবেশে ফিরে আসার পথ সুগম হবে। কিন্তু অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টাদের কার্যকলাপ এবং দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অপরিপক্কতা দেখা দিয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার জনগণের আশা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। প্রতিদিনই তারা নতুন দাবি দাওয়া নিয়ে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করছে, এতে জনজীবন ব্যাহত হচ্ছে। বিগত ছয়মাসে দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ন্যূনতম উন্নতির পর্যায়ে আনা যায়নি যাতে মানুষ স্বস্তি পেতে পারে। মৌলিক খাদ্যদ্রব্যের মুল্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। একজন পরাক্রমশালী স্বৈরশাস কে যারা পরাজিত করেছে, তারা সিন্ডিকেটের কাছে অসহায় হয়ে দ্রব্যমুল্য নিয়ন্ত্রণে আনতে পারছে না। এটা একটা বিস্ময়কর অবস্থা। বর্তমানে সরকার এবং উপদেষ্টাদের কার্যকলাপের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। একই সাথে আমরা দেখছি নানান সমস্যার ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকে কোন উদ্যোগ নেবার আগেই সমন্বয়করা সেখানে একটা ভূমিকা নিচ্ছে। স্থিতিশীল সরকার গঠনে সমন্বয়করা বাধা সৃষ্টি করছে, ফলে দ্বৈত সরকারের মতো অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। মূলত তারা অস্থিতিশীল কার্যকলাপের মাধ্যমে সরকারকে দুর্বল করে তুলেছে।'

মাহফুজুর রহমান আরো মনে করেন, দেশের অধিকাংশ জনগণ একমত হয়ে সরকার পরিবর্তন করেছে। একটি চূড়ান্ত আন্দোলনের মাধ্যমে ৫ই আগস্ট স্বৈরাচার সরকার পতনের পর ড. ইউনূস যে দায়িত্ব পেয়েছেন সেটা শুধু এই ছাত্রদের জন্য নয়। বরং বিগত পনেরো বছর ধরে আওয়ামীলীগের একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যাবস্থার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের সকল গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি আন্দোলন করে আসছিল। সেই আন্দলনে আওয়ামীবিরোধী জনগণও ছিল। তিনি মনে করেন না যে শুধুমাত্র ছাত্রদের ইচ্ছায় ড. ইউনূস ক্ষমতায় এসেছেন। সরকার পতনের পর সামরিক বাহিনীর প্রধান সকল রাজনৈতিক প্রধানের সাথে মতামত প্রদানের ভিত্তিতেই ড. ইউনূসকে এই সরকারের দায়িত্ব নেবার জন্যে আহ্বান জানিয়েছিলেন।'

দেশি-বিদেশি উৎস থেকে ১৮ লাখ ৩৫ হাজার কোটি টাকার সরকারি ঋণ রেখে দেশ ছেড়ে গেছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২০০৯ সালে শেখ হাসিনা ক্ষমতা গ্রহনের শুরুতে সরকারের ঋণ স্থিতি ছিল ২ লাখ ৭৬ হাজার ৮৩০ কোটি টাকা। আওয়ামী লীগের দেড় দশকের শাসনামলেই সরকারের ঋণ স্থিতি বেড়ে হয় ১৫ লাখ ৫৮ হাজার ২০৬ কোটি টাকা। ড. ইউনূস কি পারবেন সবকিছু সামলে দেশের অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধার করতে?

প্রতিত্তোরে মাহফুজুর রহমান বলেন, '২০০৯ সালে বাংলাদেশের অর্থনীতি যে অবস্থায় ছিল, সেই অবস্থা থেকে মহামারীর আগ পর্যন্ত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বেশি ছিল। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যে অগ্রসরতা, বিনিয়োগ ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন হয়েছে সেগুলোর জন্যে রাষ্ট্র ঋণ নিয়েছিল। রাষ্ট্রের জন্যে নেয়া ঋণের যে লুটপাট হয়েছিল তা আলাদা কথা। বাংলাদেশের ইতিহাসে ২০১০ সাল থেকে ২০২২-২৩ পর্যন্ত অবকাঠামোগত যে উন্নয়ন হয়েছে সেটি আলাদা ভাবে দেখতে হবে।

একটা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার অল্প সময়ের জন্যে আসেন। তার পক্ষে কোন দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বা বৈদেশিক ঋণ চুক্তি করা সম্ভব না। উন্নয়ন সহযোগী দেশগুলো অস্থায়ী সরকারের সাথে দীর্ঘমেয়াদী কোন চুক্তিতে যাবে না, অতীতেও যায়নি। এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার তাদের প্রতিশ্রুতি বা জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলনের মতো কিছু সংস্কার করবে না। নির্বাচন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক সংস্কার করে একটা নির্বাচনী পরিবেশ তৈরি করা তাদের দায়িত্ব।'

৬ জুলাই আন্দোলনে শহীদদের চিকিৎসা ও পরিবারকে সাহায্য করা হচ্ছে। তবে অনেকের মতো মাহফুজুর রহমানও মনে করেন যতটা করার কথা ততটা হচ্ছে না। দুঃখের সাথে তিনি জানান, 'যে শহীদদের রক্ত এবং আহতদের যন্ত্রণার বিনিময়ে ক্ষমতায় এসেছেন তারা, সেই শহীদ ও আহতদের প্রতি দায়িত্ব পালন করছেন না তারা। প্রায় একশ কোটি টাকা নিয়ে গঠিত ফান্ডটি সঠিকভাবে কাজ করছে না।

অনেকে ভাবেন প্রবাসীরা বাংলাদেশের রেমিটেন্সে বড় ভুমিকা রাখে। কিন্তু তিনি মনে করেন, দেশের আসল সম্পদ হচ্ছেন একজন কৃষক, মজুর, শ্রমিক। বাংলাদেশ বিনির্মাণে তারাই আসল কারিগর। ভবিষ্যতে এই কৃষক শ্রমিকদের আরো সুযোগ সুবিধা পেলে তারাই একদিন সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলবে।

নানান মতামতের মাধ্যমে সেদিনের আলোচনার ইতি ঘটে। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন ফরিদা ইয়াসমীন এবং পরিচালনা ও কারিগরি সহযোগিতায় ছিলেন এইচ বি রিতা। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার 'টক অফ দ্য উইক' অনুষ্ঠানটি প্রতি বৃহস্পতিবার নিউইয়র্ক সময় রাত নয়টায় ফেসবুক লাইভে সম্প্রচারিত হয়ে থাকে।

আটলান্টিক সিটিতে বিএএসজের ফুড ব্যাংক

সুব্রত চৌধুরী

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সি রাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির (বিএএসজ) উদ্যোগে ‘ফুড ব্যাংক’-এর আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে।

গেল ৩০ জানুয়ারি সকালে ফেয়ারমাউন্ট এভিনিউতে অবস্থিত বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টারে পর্যন্ত ফুড ব্যাংকের কার্যক্রম চলে।

কার্যক্রমের আওতায় তাজা শাকসবজি, ফলমূল, টিনজাত খাবারসহ বিভিন্ন ধরনের খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

সিটির বিভিন্ন কমিউনিটির লোকজন এই ফুড ব্যাংক কার্যক্রমে অংশ নেয়।

কার্যক্রমে সহায়তা করে কমিউনিটি ফুড ব্যাংক অব নিউজার্সি।

কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব মো. আইউব, মনিরুজামান মনির, বেলাল হোসেন, আবদুল জব্বার প্রমুখের সার্বিক সহযোগিতায় ফুড ব্যাংকের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। বাজারে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির সময়কালে এই ফুড ব্যাংকের কার্যক্রম কমিউনিটিতে বেশ সাড়া ফেলে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির মহতী কার্যক্রমের অংশ হিসাবে মাসে চার বার ফুড ব্যাংকের আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির সভাপতি মো. জহিরুল ইসলাম বাবুল, সাধারণ সম্পাদক মো. জাকিরুল ইসলাম খোকা ও ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান আব্দুর রফিক ফুড ব্যাংকের কার্যক্রম সফল করায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

স্কুলদপ্তরির রাজকীয় বিদায়

শেষ পৃষ্ঠার পর

দিয়েছে তা আমি আগে কখনো দেখিনি। আমি বর্তমান প্রধান শিক্ষক সাইফুল আলমসহ সকল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

বিদ্যালয়ের শিক্ষক মোশাররফ হোসেন বলেন, আমাদের স্কুলের সকলের প্রিয় নুরুল আবছার ভাই তার জীবনের বেশিরভাগ সময় এই স্কুলের জন্য দিয়ে গেছেন। তিনি সততার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন। এই স্কুলের প্রতিটি ধূলিকণা নুরুল আবছারের অবদানকে স্মরণ করবে। তার অবসরকালীন সময় ভালোভাবে কাটুক এই কামনা করি।

বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের সভাপতি মোহাম্মদ আবদুল হাই বলেন, আমাদের বিদ্যালয়ের কর্মচারী নুরুল আবছার তার জীবনের মূল্যবান সময়টুকু এই বিদ্যালয়ে কাটিয়েছেন। তার বর্ণাঢ্য বিদায় অনুষ্ঠানের মাঝেও আমাদের অনেককিছু শেখার আছে। এখানে শেখার আছে যে বিষয়টি সেটা হলো ভালো কাজ করলে সততার সাথে চললে তার কখনো না কখনো স্বীকৃতি মিলে। অবশেষে নুরুল আবছারও তার ভালোভাবে কাটানো কর্মজীবনের স্বীকৃতি পেলেন।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাইফুল আলম বলেন, ১২ বছর বয়স থেকে নুরুল আবছার এই স্কুলে কর্মচারী পদে যোগ দেন। আমার খুবই বিশ্বস্থ তিনি। তিনি এতটাই বিশ্বস্থ যে বিদ্যালয়ের সকল লেনদেন তিনিই করতেন। অনেক সময় ৮-১০ লাখ টাকা ব্যাংকে জমা দেওয়ার জন্য নিয়ে যেতেন আবার বিদ্যালয়ের প্রয়োজনে ব্যাংক থেকে ৮-১০ লাখ টাকা তুলে আনতেন। এরকম বিশ্বস্থ কর্মচারী আমরা আর পাবো কিনা জানি না। তিনি প্রতিটি ফাইলপত্র অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দেখভাল করতেন।

বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের সভাপতি মোহাম্মদ আবদুল হাইর সভাপতিত্বে এবং শিক্ষক নিতাই দাশের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন প্রধান শিক্ষক সাইফুল আলম, আছিউর রহমান, রেজাউল করিম, তারেক নিজামী, বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের অভিভাবক সদস্য আবু সুফিয়ান চৌধুরী, শিক্ষার্থী জান্নাতুল ফেরদৌস, মারিয়া আক্তার, কাজী জান্নাতুল ফেরদৌস হাবিবা, মেহেদী হাসান, তাহসিনা তাবাচ্ছুম তানিশা, বিবি ফাতেমা, ওবায়দুল ইসলাম চৌধুরী।

সংবর্ধনায় সহকর্মী, শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের অনেকে তার কর্মময় জীবন শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। নানা উপহার সামগ্রী, অর্থ সহায়তা দিয়ে সম্মান জানিয়েছেন শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সংবর্ধনা শেষে অনেকটা বরের সাজে নুরুল আবছার ঘোড়ার গাড়িতে করে বিদায় নেন প্রিয় শিক্ষাঙ্গন থেকে। স্কাউট দলের সদস্যরা বাদ্যের তালে তালে এবং বিদ্যালয়ের শত শত শিক্ষার্থী সারিবদ্ধভাবে তাকে জোরারগঞ্জ বাজার প্রদক্ষিণ শেষে বাড়ি পৌঁছে দেন। এ সময় এক আবেগঘন আবহ সৃষ্টি হয়।

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্
ট্যাক্স
★ পারসনাল ট্যাক্স
★ বিজনেস ট্যাক্স
★ সেলস ট্যাক্স
★ বিজনেস সেটআপ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ইমিগ্রেশন
★ ফ্যামিলি পিটিশন
★ সিটিজেনশীপ আবেদন
★ গ্রীণকার্ড নবায়ন
★ সব ধরনের এফিডেভিট
আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস
AIR TICKET
-Emirates - Qatar Airways - Etihad Airways - Turkish Airlines - Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com
Immigrant Elder Home care LLC
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে
প্রতি ঘন্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন
কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং
আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

সুখবর! সুখবর!!
আমেরিকান সিটিজেনদের জন্য
সৌদি আরবের ১০/৫ বছরের মাল্টিপল
ভিসা স্বল্পমূল্যে পেতে এবং গ্রীনকার্ড
দারীদের জন্য উমরাহ ভিসা পেতে
আজই যোগাযোগ করুন।
571-830-9213
Email: rashid.ozonepark@gmail.com

ভিজিট (B1B2), ষ্টুডেন্ট (F1), ট্রানজিট (C1) বা অন্য যে-কোন ভিসায়
কিংবা বর্ডার (EWI) দিয়ে আমেরিকায় আগতদের বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ
এসাইলাম এর মাধ্যমে ৭ মাসের মধ্যে ওয়ার্ক পার্মিট ও সোসাল সিকিউরিটি
নিউ ইয়র্কে সম্পূর্ণ বিনাখরচে (ভিজিটরসহ অন্য যে-কোন আনডকুমেন্টেডদের) চিকিৎসা সুবিধে পেতে মেডিকেল ইন্সুরেন্স
E2 EB3
L1A EB5
SIJS VAWA
POLITICAL ASYLUM
আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - নিশ্চিন্তে চলে আসুন আমাদের কাছে।
আমরা গ্রীনকার্ড এবং সিটিজেনশীপ এপ্লিকেশনও প্রসেস করি। স্পাউসের অসহযোগীতার পরও ২ বছরের ‘কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ড’ থেকে ‘কন্ডিশন’ রিমোভ করে গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যা হলে আমাদের সংগে যোগাযোগ করুন। বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা বা অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে- নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন।
এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ
ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসায় এডজাস্টমেন্ট বা বাংলাদেশে বসবাসরতদের ইবি-থ্রি’তে আমেরিকায় নিয়ে আসতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিষ্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং নতুন ব্যবসা শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন -
গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে
Old Club Man Corporation
www.oldclubman.com
(212) 814-4068
16222 87th Road, JAMAICA, NY 11432

প্রবাসীবান্ধব বাংলাদেশ হচ্ছে না এখনো...

মোমিন মেহেদী

পৃথিবীব্যাপী সকল দেশে সকল সরকার দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখতে বদ্ধ পরিকর হয়ে কাজ করে; আর বাংলাদেশে স্বাধীনতার ৫৪ বছর ধরে যখন যে সরকার ক্ষমতায় এসেছে, তখন সেই সরকারই ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করতে ব্যস্ত থেকেছে। মধ্যিখানে দ্রব্যমূল্য বেড়েছে, মূল্যস্ফীতিও নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে বারবার। অথচ বিশ্বব্যাপী প্রায় এক কোটি প্রবাসী সারাদিন কষ্ট করে রেমিটেন্স পাঠাচ্ছেন। সেই রেমিটেন্সের উপর ভর করে রাজনীতি এগিয়ে না গিয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে প্রতিদিন-প্রতিক্ষণ। তবে গণমাধ্যম বলছে- এগুলো বাস্তবায়নে নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করতে হচ্ছে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে অসহযোগিতা। সুযোগ বুঝে অসাধু ব্যবসায়ীদের বেশি মুনাফার প্রবণতা আগের চেয়ে বেড়েছে। বিভিন্ন স্তরে চাঁদাবাজি হচ্ছে। এসব কারণে পণ্যের দাম বেড়ে যাচ্ছে। ফলে মূল্যস্ফীতির ওপর বাড়তি চাপ পড়ছে। যদিও গণমাধ্যম বলছে- এসব সমস্যা বিগত সরকারের তৈরি। কিন্তু সেগুলো এখন মোকাবিলা করতে হচ্ছে বর্তমান সরকারকে। ৪ টি পদক্ষেপের মধ্যে আছে ১. টাকার প্রবাহ হ্রাস ২. শুল্ক কমানো ৩. সুদের হার বৃদ্ধি এবং ৪.বাজার তদারকি জোরদারের মতো চিন্তা। তার সাথে আরো একটি পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। একজন লেখক হিসেবে, একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে সেই বিশেষ পদক্ষেপটি বর্তমান সরকারের কাছে তুলে ধরছি, আর তা হলো- সুদের হার বৃদ্ধি না করে কমান এবং খাদ্য-বাণিজ্য-শিল্প মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরে দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদেরকে চিহ্নিত করে আইনের আওতায় এনে নতুন করে নিয়োগ এবং পদন্নতি দিতে হবে। কারণ সুদ বাড়ালে কোনোভাবেই মূল্যস্ফীতির ঊর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হবে না। সরকারকে এখন সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে পণ্যের উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থায়। এজন্য শিল্পের কাঁচামাল আমদানির পথ অবারিত রাখতে হবে। উৎপাদন খাতে টাকার জোগান বাড়াতে হবে। সরবরাহ ব্যবস্থায় সব ধরনের বাধা অপসারণ করতে হবে। যেসব ব্যবসায়ী সন্দেহভাজন বা পলাতক তাদের বিশেষ তদারকির আওতায় আনতে হবে। যাতে বাজারে পণ্যে মূল্য বাড়াতে তারা কারসাজি করতে না পারে। পাশাপাশি বিনিয়োগ বাড়িয়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের ওপর মূল্যস্ফীতির চাপ কমাতে হবে। সরকার পণ্যমূল্য কমাতে আমদানি শুল্ক কমাচ্ছে। শুধু আমদানি পণ্যের শুল্ক কমিয়ে পণ্যের দাম কমানো সম্ভব নয়। অতীতে এ ধরনের পদক্ষেপ বাজারে কোনো সুফল বয়ে আনেনি। শুল্ক কমানোর সুফল পেতে হলে প্রয়োজন যথাযথভাবে বাজার তদারকি। যদিও বলা হচ্ছে যে, বিভিন্ন কারণে সরকার বাজার মনিটরিং জোরদারের নির্দেশ দিয়েছে। এখনই শক্ত পদক্ষেপ নিতে হবে। কারণ যেভাবে পণ্যমূল্য বাড়ছে তাতে আগামীতে মূল্যস্ফীতির হার আরও বাড়তে পারে। সরকার এখনই সতর্ক না হলে মার্চে শুরু হওয়া রমজানে বাজার পরিস্থিতি ভোক্তার জন্য পীড়াদায়ক হওয়ার শঙ্কা রয়েছে।

আলোকিত বাংলাদেশ মানে নিরন্তর জনবান্ধব চিন্তা। তা কি আদৌ এই সরকার সুপরিকল্পিতভাবে করতে পারছে? যদি পারতো, তাহলে কেন কবি শামসুর রাহমানের 'উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ' কথাটি বারবার উচ্চারিত হচ্ছে? কি কারণে এ সরকার ক্ষমতা নেওয়ার পর থেকে কয়েকজন বড় ব্যবসায়ীসহ মাঝারি ও ছোট বেশ কিছু ব্যবসায়ী পলাতক হয়েছে? তারা বিদায়ি সরকারের ঘনিষ্ঠ বা সরাসরি দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। যে কারণে গ্রেফতারের ভয়ে গা ঢাকা দিয়েছেন। তারা পেছন থেকে কোনো ধরনের কলকাঠি নাড়ছেন কিনা তা জোরালোভাবে মনিটর করার জন্য এখনই পদক্ষেপ নিতে হবে বলে আমি মনে করি। সেই সাথে বিশ^াস করি শুধুমাত্র সুপরিকল্পনার অভাবে বিশ্বে কমলেও গত সরকারের ভুল ব্যবস্থাপনায় দেশে মূল্যস্ফীতি বেড়েছে। অবশ্য এরই মধ্যে ব্যাংক খাত থেকে টাকা পাচার বন্ধ ও সন্দেহজনক লেনদেন রোধে অনেক ব্যবসায়ীর ব্যাংক হিসাব জব্দ বা স্থগিত করা হয়েছে। সন্দেহভাজনদের ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবও স্থগিত করা হয়েছে। এতে ওইসব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান স্বাভাবিক ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারছে না। বাংলাদেশ আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিট (বিএফআইইউ) থেকে প্রাতিষ্ঠানিক কোনো কোম্পানির হিসাব জব্দ করা হয়নি। কিন্তু ব্যাংকগুলো অতি সতর্কতা হিসাবে অনেক প্রতিষ্ঠানের এলসি খুলছে না নিয়মিত। আগের এলসির দায়ও শোধ করতে দেরি করছে। তাদের সন্দেহ এই প্রক্রিয়ায় টাকা পাচার হতে পারে বলে ধারণা করছে ছাত্র-জনতার সরকার হিসেবে ব্যাপক বিশ^াসের সরকার-ড. ইউনূস সরকার। তাতে ভালো ফলাফল আসবে না, যদি না কঠোর এবং সুপরিকল্পনা নিতে ব্যর্থ হয় আমাদের এই সময়ের সরকার। তাছাড়া ব্যাংকগুলোকে পরিষ্কার বার্তা দেওয়া হয়েছে, কোনো কোম্পানির এলসিসহ বাণিজ্যিক লেনদেন বাধাগ্রস্ত করা যাবে না। তবে কোনোভাবেই যাতে টাকা পাচার না হয় সেটি ব্যাংকগুলোকেই নিশ্চিত করতে হবে। কিন্তু ব্যাংক তা নিশ্চিত করতে পারছে না। কারণ কোম্পানি পরিচালনার সঙ্গে যারা জড়িত তারাই এখন পালিয়ে যাচ্ছেন। এখন সরকারের পক্ষ থেকে কোম্পানিগুলোর কাঁচামাল আমদানি, পাইপলাইনে থাকা কাঁচামাল, উৎপাদন, বিপণন এসব তথ্য সাপ্তাহিক ভিত্তিতে তদারকি করা দরকার। এসব খাতে ঘাটতি হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বলেও আমি বিশ^াস করি। এতে করে উৎপাদন ও সরবরাহ স্বাভাবিক হতে পারে। এছাড়া যারা কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির মাধ্যমে দাম বাড়াচ্ছে আগে তাদের দ্রুত চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নিতে হবে। এরই মধ্যে অবশ্য সরকারের নিদের্শনাকে সামনে রেখে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আগস্ট-সেপ্টেম্বরে বন্যার কারণে উৎপাদন বাঁধাগ্রস্ত হয়েছে। এসব কারণেও বাজারে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। সরকারের কেন্দ্রীয়সহ স্থানীয় প্রশাসন ব্যবস্থা এখনও ঠিকভাবে কাজ করছে না। এতে তদারকি ব্যবস্থা শিথিল হয়ে পড়েছে। যে কারণে উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থার তথ্যের ঘাটতিতে সঠিক পদক্ষেপও নেওয়া যাচ্ছে না। সরকার এখন পণ্যের দাম কমাতে শুল্ক কমাচ্ছে। যা ভালো উদ্যেগ বলেই সাধারণ মানুষ বিশ^াস করে, কিন্তু শুল্ক কমানোর ঘোষণা সরকার দিলেও ভেতরে যে যন্ত্রণার দুর্নীতি চলছে, তা থামানোটাও খুব জরুরী। দুর্নীতি থামাতে ব্যর্থ হলে সকল লোক দেখানো পদক্ষেপ বলেই বিবেচিত হবে। যা প্রশ্নবিদ্ধ করবে বিশে^ এই সময়ে একমাত্র নোবেলবিজয়ী রাষ্ট্রনায়ক ড. ইউনূসের নেতৃত্বাধীন বৈষম্যবিরোধী-দুর্নীতিরোধকল্পের সরকারকে। যা আমাদের কারোই প্রত্যাশিত হবে না। বাংলাদেশের রাজনীতি-শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি-অর্থনীতি-কূটনীতিকে ধ্বংস করা রাজনীতির নামে মন্দনীতিতে বদ্ধ পরিকর হওয়া আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকারের শাসনামলে ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে বৈশ্বিক মন্দা শুরুর আগে দেশে মূল্যস্ফীতির হার সাড়ে ৫ শতাংশের মধ্যেই ছিল। মন্দার প্রভাবে বিশ্বব্যাপী এ হার বাড়তে শুরু করে। দেশে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। বৈশ্বিকভাবে মূল্যস্ফীতির হার এখন অনেকটা কমে এসেছে। জুনে বাংলাদেশে খাদ্য মূল্যস্ফীতির হার সর্বোচ্চ ১৪ দশমিক ১ শতাংশে ওঠেছিল। আগস্টে তা কমে ১১ দশমিক ৪ শতাংশে নেমেছে। সেপ্টেম্বরে তা ১০ দশমকি ৪০ শতাংশে নেমে এসেছে। এ হার ক্রমশ কমছে। এভাবে বাংলাদেশকে খাদের কিনারে নিয়ে যাওয়া অন্ধকারের পর আলোর পথ ধরে সম্প্রতি প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন থেকে পাওয়া তথ্যে দেখা গেছে, খাদ্য মূল্যস্ফীতির হার অনেক দেশেই কমে গেছে। এর মধ্যে ভুটানে ২ দশমিক ৩ শতাংশ, ভারতে ৫ দশমিক ৩ শতাংশ, নেপালে ৪ দশমিক ১ শতাংশ নেমেছে। অর্থনৈতিক মন্দায় জর্জরিত পাকিস্তানে খাদ্য মূল্যস্ফীতির হার কমে ২ দশমিক ৫ শতাংশে নেমেছে। অর্থনৈতিকভাবে দেউলিয়া হয়ে পড়া শ্রীলংকা ইতোমধ্যেই ঘুরে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশ থেকে নেওয়া ঋণের পুরোটাই পরিশোধ করেছে। মূল্যস্ফীতির হারও কমে শূন্য দশমিক ৮ শতাংশে নেমেছে। এই সময়ে বিশে^র অন্যান্য দেশগুলোর মধ্যে খাদ্য মূল্যস্ফীতির হার কমে ইন্দোনেশিয়ায় ৩ দশমিক ৪ শতাংশে, মিয়ানমারে ৬৬ শতাংশ থেকে কমে ৫৮ শতাংশে, ব্রাজিলে ৪ দশমিক ৬ শতাংশে, চীনে ২ দশমিক ৯ শতাংশে, মালয়েশিয়ায় ১ দশমিক ৬ শতাংশে, মালদ্বীপে ৬ দশমিক ৫ শতাংশে, থাইল্যান্ডে ১ দশমিক ৮ শতাংশে, কানাডায় ২ দশমিক ৭ শতাংশে, ফ্রান্সে শূন্য দশমিক ৪ শতাংশে, জার্মানিতে ১ দশমিক ৫ শতাংশে, ইতালিতে শূন্য দশমিক ৬ শতাংশে, জাপানে ২ দশমিক ১ শতাংশে, ওমানে ৩ দশমিক ৩ শতাংশে, সৌদি আরবে ১ দশমিক ১ শতাংশে, সুইডেনে ১ শতাংশে, সংযুক্ত আরব আমিরাতে ২ দশমিক ৫ শতাংশে, যুক্তরাজ্যে ১ দশমিক ৩ শতাংশে, যুক্তরাষ্ট্রে ২ দশমিক ১ শতাংশে নেমেছে। একথা বলতে কোনো দ্বিধা নেই যে, ছাত্র-জনতার আন্দোলনে বিজয় আসার পেছনে বড় একটি কারণ ছিল অর্থনৈতিক মন্দা। ছাত্ররা পড়াশোনা শেষ করে অর্থনৈতিক মন্দায় কর্মসংস্থান করতে পারছিল না। জনগণ পণ্যমূল্য বাড়ায় জীবিকা নির্বাহ করতে পারছিল না। এই দুই কারণে আন্দোলনে সব শ্রেণির মানুষের অংশগ্রহণ ছিল। কিন্তু সেই মানুষেরা আজ দ্রব্যমূল্যের কষাঘাতে জর্জরিত, মূল্যস্ফীতির কারণে নাভিশ^াস ওঠার উপক্রম হয়েছে। ছাত্র-জনতার সরকারের কাছে তাই জনগণের দাবি দুর্নীতিরোধ করতে হবে, দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল করতে হবে এবং আইন-শৃঙ্খলা কঠোরভাবে বজায় রাখতে হবে। তা না হলে হেওে যাবে বাংলাদেশ সেই অতিতের মত...

চেয়ারম্যান, নতুনধারা বাংলাদেশ এনডিবি
editor@dailypurbavas24.com

গুম ও খুনের দায় এড়াতে পারেন না শেখ হাসিনা

একেএম শামসুদ্দিন

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের গণহত্যা নিয়ে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডব্লিউ) যে তদন্ত করেছে, ২৭ জানুয়ারি সে তদন্তের ৫৫ পৃষ্ঠার একটি প্রতিবেদন অন্তর্বর্তী সরকারপ্রধানের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এইচআরডব্লিউর একটি প্রতিনিধিদল প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে 'আফটার দ্য মুনসুন রেভল্যুশন—এ রোডম্যাপ টু লাস্টিং সিকিউরিটি সেক্টর রিফর্ম ইন বাংলাদেশ' নামের এই প্রতিবেদনটি হস্তান্তর করে। প্রতিবেদনে গদিচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে গুম ও খুনের সরাসরি নির্দেশদাতা বলা হয়েছে।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, গুম ও খুনের বিষয়ে অবগত আছেন—আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর এমন কর্মকর্তারা এইচআরডব্লিউকে এ ভয়াবহ তথ্য জানিয়েছেন। শেখ হাসিনার শাসনামলে পুলিশ-র‍্যাবসহ অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে দলীয়করণ করা হয়েছে বলেও জানিয়েছে সংস্থাটি। এইচআরডব্লিউ এসব বিষয় নিয়ে পুলিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেছে বলে জানানো হয়েছে। কর্মকর্তারা বলেছেন, বাহিনীকে রাজনীতিকরণের মধ্য দিয়ে জনগণের সামনে পুলিশের ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। সেনাবাহিনী, পুলিশ এবং র‍্যাবে আওয়ামী লীগের পছন্দের ব্যক্তিকে নিয়োগ, পদোন্নতি এবং পুরস্কৃত করে নিরাপত্তা বাহিনীকে রাজনীতিকরণ করা হয়েছে।

এইচআরডব্লিউ জোরপূর্বক গুমের ঘটনা তদন্তের জন্য অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত কমিশনের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রতিবেদনে বলেছে, একটি কেন্দ্রীয় কমান্ড কাঠামোর অধীনে শেখ হাসিনা সরকারের আমলে গুমের ঘটনা ঘটত। গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের গুমের ঘটনা দেখাশোনা করতেন স্বয়ং শেখ হাসিনা এবং তাঁর নির্বাচিত কিছু শীর্ষ কর্মকর্তা। কথিত কেন্দ্রীয় কমান্ডের নেতৃত্বে ছিলেন শেখ হাসিনার দীর্ঘদিনের নিরাপত্তা উপদেষ্টা অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল তারিক সিদ্দিক। তিনি শেখ হাসিনার নিকটাত্মীয়ও বটে। শেখ রেহানার দেবর। এ ছাড়া সামরিক কর্মকর্তা জিয়াউল আহসান, পুলিশের সিনিয়র কর্মকর্তা মনিরুল ইসলাম এবং মোহাম্মদ হারুন অর রশিদ গুম-খুনের জন্য গঠিত কেন্দ্রীয় কমান্ডের সদস্য ছিলেন।

এইচআরডব্লিউ আরও বলেছে, গুমের সঙ্গে জড়িত এমন কর্মকর্তা তাদের বলেছেন, গুমের বিষয়ে শেখ হাসিনা ও তাঁর সরকারের সিনিয়র সদস্যরা জানতেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে গুম ও খুনের সরাসরি নির্দেশ দিয়েছেন শেখ হাসিনা স্বয়ং। শেখ হাসিনা গদিচ্যুত হয়ে যাওয়ার পর বহুল আলোচিত 'আয়নাঘর' থেকে ছাড়া পাওয়া ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবদুল্লাহ্ আমান আযমী, মীর আহমেদ বিন কাসেম (আরমান), মাইকেল চাকমার আটকের বিষয়ে শেখ হাসিনা আগাগোড়াই জানতেন। এ ছাড়া বিএনপির নেতা সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর সন্তান হুম্মাম কাদের চৌধুরীকেও যে গুম করা হয়েছিল, সে ব্যাপারেও শেখ হাসিনা অবগত ছিলেন। বেআইনিভাবে আটকে রাখার বিষয়ে মুখ বন্ধ রাখার শর্তে হুম্মামকে ২০১৭ সালের মার্চে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। আযমী, আরমান ও হুম্মাম—তিনজনই বিরোধীদলীয় নেতাদের সন্তান। আরমানের গুমের বিষয়ে দেখাশোনা করেছেন, এমন একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এইচআরডব্লিউকে বলেছেন, এ ধরনের আটকের সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক এবং সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে নেওয়া হতো। এই কর্মকর্তাকে যখন জিজ্ঞাসাবাদ দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তখন তাঁকে বলা হয়েছিল, আযমী, আরমান ও হুম্মাম হলেন বিরোধী দলের প্রথম সারির নেতাদের সন্তান। শেখ হাসিনার অনুমোদন ছাড়া তাঁদের মুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। অর্থাৎ তাঁদের মুক্তি দেওয়া হবে কি হবে না, সে সিদ্ধান্ত একমাত্র শেখ হাসিনাই নিতে পারেন।

ওদিকে অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে জমাকৃত গুমের ঘটনা তদন্তে গঠিত কমিশনের 'আনফোল্ডিং দ্য ট্রুথ' নামে প্রাথমিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গুমের ঘটনা ঘটেছে মূলত রাজনৈতিক কারণেই। গুম করা হতো চার ধরনের ব্যক্তিকে। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, যাঁরা শেখ হাসিনা সরকারের সমালোচনা করতেন। এ সমালোচনা হতো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে, সংবাদপত্রের কলামে, ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় টক শো ইত্যাদিতে। ব্যবসায়িক ও ব্যক্তিগত বিরোধে। যেমন হাসিনা সরকারের কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সঙ্গে কারও দ্বন্দ্ব আছে, তেমন কেউ তাঁর প্রভাব খাটিয়ে র‍্যাব বা ডিবিকে দিয়ে গুম করে শায়েস্তা করতেন। শেষ ক্যাটাগরি হলো জঙ্গি বা জঙ্গিবাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তি। তবে এ ক্ষেত্রে দেখা গেছে, জঙ্গি সন্দেহের ১০০টি গুমের ঘটনার মধ্য হয়তো ৮০টির ঘটনার অভিযোগ অসত্য ছিল। গুমের ঘটনা তদন্তে গঠিত কমিশন এযাবৎ ১ হাজার ৬৭৬টি গুমের অভিযোগ পেয়েছে। এর মধ্যে তাদের প্রাথমিক প্রতিবেদন জমা দেওয়ার আগপর্যন্ত ৭৫৮টি বিশ্লেষণ করেছে। তার মধ্যে অন্তত ২০৪ জনের ফিরে না আসার কথা জানতে পেরেছে। তবে মোট অভিযোগের মধ্যে ৪০০ থেকে ৫০০ জনের হদিস তারা পায়নি। যাঁদের হদিস নেই তাঁদের বিষয়ে কাজ করছে তারা।

ইতিপূর্বে জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের গুমবিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপ বাংলাদেশের গুম বিষয়ে ব্যাপক কাজ করেছে। তারা বলেছিল, বাংলাদেশে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও ভিন্নমতাবলম্বীদের নিশানা করতে গুমকে অব্যাহতভাবে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের অভিযোগ রয়েছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থার বিরুদ্ধে। এসব সংস্থা বিরোধী দল এবং ভিন্নমতাবলম্বী ব্যক্তিদের শারীরিক নজরদারি এবং সেই সঙ্গে সেলফোন কিংবা ল্যান্ড ফোনে আড়ি পাতা, আন্তর্জাতিক সেলফোন গ্রাহক পরিচয় শনাক্তকরণ, অবস্থানভিত্তিক সামাজিক নেটওয়ার্ক মনিটরিং সিস্টেম সফটওয়্যার ও ওয়াই-ফাই ইন্টারসেপ্টের মাধ্যমে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্র্যাকিং করা হতো। এসব অভিযোগের বিষয়ে তাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য তথ্য রয়েছে বলে তারা দাবিও করেছিল। ডিক্লারেশন অন দ্য প্রকেটশন অব অল পারসন ফ্রম এনফোর্সড ডিজাপেয়ারেন্স অর্থাৎ গুমের শিকার হওয়া থেকে প্রতিটি ব্যক্তির সুরক্ষাসংক্রান্ত ঘোষণার লঙ্ঘন এবং এ ঘোষণা বাস্তবায়নে বাংলাদেশে যে বাধা দেওয়া হতো, এমন অভিযোগেরও প্রমাণ পেয়েছে জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের ওয়ার্কিং গ্রুপ।

গুমের বিষয়ে সে সময় জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের ওয়ার্কিং গ্রুপ বাংলাদেশ সরকারের কাছে কিছু প্রশ্ন রেখেছিল। যেমন সরকারের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ তারা প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে, সেসব বিষয়ে সরকারের মন্তব্য কিংবা বক্তব্য কী? গুমের শিকার পরিবারের সদস্যরা অভিযোগ দায়েরের ক্ষেত্রে যেন কোনো বাধার মুখোমুখি না হয়, তা সরকার নিশ্চিত করে কি না? গুমের সঙ্গে জড়িত সন্দেহভাজন ব্যক্তিরা গুমের শিকার স্বজন, সাক্ষী, আইনজীবীদের কোনো ভয়ভীতি দেখানো বা মামলা বা অভিযোগ প্রত্যাহারের জন্য কোনো প্রকার অতিরিক্ত চাপ প্রয়োগ করা হয় কি না—এসব সরকার কীভাবে নিশ্চিত করে? ভয়ভীতি বা চাপে পড়ে কোনো আনুষ্ঠানিক অভিযোগ করতে না পারলে, বিশেষ করে এ ধরনের অভিযোগ নথিভুক্ত করা অসম্ভব হয়ে পড়লে সরকার কীভাবে গুমের ঘটনা যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে দ্রুত ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে তদন্ত করার বিষয়ে নিশ্চিত করে ইত্যাদি।

ওয়ার্কিং গ্রুপের প্রতিবেদনে শেখ হাসিনার অধীন ছয় শতাধিক গুমের ঘটনা ঘটেছে বলে দাবি করেছে। জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদ ২০১৩ সাল থেকেই বিভিন্ন সময়ে গুমসংক্রান্ত এমন আরও অনেক ঘটনা ও নির্দিষ্ট বেশ কিছু প্রশ্নের জবাব জানতে চাইলেও শেখ হাসিনা সরকার কোনো জবাব দেয়নি।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে যে দেড় সহস্রের বেশি মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, এইচআরডব্লিউর প্রতিবেদনে সেই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কথাও তুলে ধরা হয়েছে। এ হত্যাকাণ্ডের নৃশংসতার মাত্রা বর্ণনা দিতে গিয়ে প্রতিবেদনে বেশ কয়েকজন চাক্ষুষ সাক্ষীর বক্তব্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। হত্যাকাণ্ডের সময় উপস্থিত ছিলেন—এমন কয়েকজন পুলিশ কর্মকর্তার বরাত দিয়ে প্রতিবেদনে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে—'আমি পুলিশ সদস্যদের আন্দোলনকারীদের শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলোতে গুলি চালাতে দেখেছি। আন্দোলনের পরিস্থিতি দেখার জন্য যে সমস্ত উৎসুক মানুষ তাঁদের বাড়ির জানালায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, ভয় দেখানোর জন্য পুলিশ তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছে। এমনকি ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ সদর দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অফিসে বসে সিসিটিভির মনিটরে ফুটেজ দেখে ঘটনাস্থলে থাকা কর্মকর্তাদের উদ্দেশে বিক্ষোভকারীদের গুলি করার নির্দেশ দিয়েছেন, তাঁদের এমন মনোভাব দেখে মনে হয়েছে তাঁরা যেন ভিডিও গেমে শত্রুর উদ্দেশ্যে গুলি করার নির্দেশ দিচ্ছেন।'

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার কাছে প্রতিবেদন জমা দিতে গিয়ে এইচআরডব্লিউর এশিয়া অঞ্চলের পরিচালক এলেইন পিয়ারসনও বলেছেন, গুমের সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তারা তাঁদের জানিয়েছেন, শেখ হাসিনা এবং সরকারের শীর্ষ কর্মকর্তারা ভুক্তভোগী মানুষের নিখোঁজ হওয়ার বিষয়ে জানতেন। অনেক ক্ষেত্রে শেখ হাসিনা সরাসরি গুম ও হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ ক্ষেত্রে বিএনপির নেতা ইলিয়াস আলী গুমের ঘটনা উদাহরণ হিসেবে ধরা যেতে পারে। বছরের পর বছর ইলিয়াস আলীর মতো একজন রাজনৈতিক নেতা এভাবে হারিয়ে যাবেন এবং সে খবর সরকারপ্রধান হিসেবে শেখ হাসিনা জানবেন না, এ কথা কাকপক্ষীও বিশ্বাস করবে না। অথচ ৫ আগস্টের পর ইলিয়াস আলীর গুমের ঘটনা খুব নিকট থেকে দেখেছেন, এমন একজনের বর্ণনা আমরা বিভিন্ন গণমাধ্যমে দেখেছি। কাজেই বিগত ১৫ বছর বাংলাদেশে যে গুম ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের সংস্কৃতি চালু ছিল, তার দায়িত্ব শেখ হাসিনাকে নিতে হবে। এমন অনাকাঙ্ক্ষিত প্রতিটি ঘটনার জবাব তাঁকেই দিতে হবে। সরকারপ্রধান হিসেবে শেখ হাসিনা কিছুতেই তাঁর দায় এড়াতে পারেন না।

অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ও কলাম লেখক

NABANNO
HALAL
FREE WiFi
দেশীয় স্বাদ নবান্নেই
আমরা শতভাগ ফ্রেশ খাবার পরিবেশন করি।
পিকনিক সহ সকল প্রকার অনুষ্ঠানে ক্যাটারিং করি।
আমরা সুস্বাদু হালাল চায়নিজ খাবার পরিবেশন এবং ক্যাটারিং করি।
সুসজ্জিত হলে বিয়ে,গায়ে হলুদ, জন্মদিন সহ সকল প্রকার পার্টি ও অনুষ্ঠানের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
DOORDASH
Uber Eats
GRUBHUB
www.nabannorestaurant.com
Nabanno Restaurant
37-22 73rd St, Jackson Heights, NY 11372, Phone:718 734 6000

LIBERTY BROKERAGE
GET YOUR TLC INSURANCE FROM US WITH THE BEST RATE
(Black Car, Livery, Taxi, Yellow Cab, Green Cab)
Our Services
TLC Insurance
DMV & TLC Service
TLC Car & Plate Rent
Auto, Home & Business Ins.
TLC Base (Black & Green Cab)
ARIF SHAHRIAR
PRESIDENT & CEO
NYC Office:
41-05 69th Street
Woodside, NY 11377
Buffalo Office:
170 Kerns Ave, ST #101
Buffalo, NY 14211
Phone: 718-567-5600
info@libertybkg.com, www.libertybkg.com

দ্য গিফট অফ দ্য ম্যাগি ও হেনরি

অনুবাদ আবদুল্লাহ জাহিদ

ডেলা জিমকে উপহার হিসাবে তার ঘড়ির জন্য একটি চেইন কেনার জন্য একটি পরচুলার দোকানে তার চুল বিক্রি করে, আর জিম তার ঘড়ি বিক্রি করে ডেলাকে তার চুলের জন্য চিরুনির সেট কিনে। ক্রিসমাসের প্রাক্কালে, তারা তাদের উপহার বিনিময় করার সময় জানতে পারে ডেলার চুল নেই, আর জিমের কাছে চেন লাগানোর জন্য কোনো ঘড়ি নেই। তাদের হতাশা সত্ত্বেও, তারা একে অপরের প্রতি তাদের ভালবাসার গভীরতা এবং উপহারের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করে। গল্পটি একটি ক্লাসিক হয়ে উঠেছে এবং প্রায়শই নিঃস্বার্থ চেতনার উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়।

এক ডলার সাতাশি সেন্ট। আবার গুনল, সেই টুকুই, আর এর মধ্য ষাট সেন্ট ছিল পেনি। পেনি গুলি মুদি এবং সবজি বিক্রেতা এবং কসাইয়ের সাথে কত দরাদরি করে বাঁচিয়েছে ডেলা –তাদেরকে সামান্য ছাড় দেয় নি-- ডেলা তিনবার গুনল, হ্যাঁ সেই একই --এক ডলার সাতাশি সেন্ট। আজ বাদে কাল বড়দিন।

তাদের ছোট্ট পুরনো সোফায় বসে কান্না করা ছাড়া ডেলার আর কিছুই করার ছিল না—আর সে করলোও তাই। আসলে জীবন তো হাসি কান্না আর ফোঁপানোর একটি মিশ্রণ ছাড়া আর কিছুই নয়—ডেলা উপলব্ধি করলো।

তাদের বাড়ির ধীরে ধীরে পুরনো হচ্ছিল। সপ্তাহে মাত্র ৮ ডলারের একটি সজ্জিত ফ্ল্যাট তবে সেটি ঠিক ভিখারিদের বাড়ি না হলেও অনেকটা কাছা কাছি পর্যায়ের।

নীচের লবিতে একটি লেটার-বাক্স ছিল যার মধ্যে কোনও চিঠি যায় না আর পাশে একটি কলিং বেলের বৈদ্যুতিক বোতাম যা কাজ করে না। এছাড়াও সেখানে "মিস্টার জেমস ডিলিংহাম ইয়াং" নামের একটি কার্ড ঝুলানো ছিল।

ডিলিংহাম এর বেতন আগে যখন সপ্তাহে ৩০ ছিল তখন সে যেন হাওয়ায় ভাসতো। আর এখন তার বেতন কমিয়ে সপ্তাহে ২০ ডলার করা হয়েছে—এর সাথে তার নামের নিরীহ ডি অক্ষরটি যেন উজ্জ্বলতা হারিয়েছে। কিন্তু যখনই মিঃ জেমস ডিলিংহাম ইয়াং বাড়িতে আসে এবং উপরে তাঁর ফ্ল্যাটে পৌঁছায় তখনই সে হয়ে যায় "জিম" এবং মিসেস জেমস ডিলিংহাম ইয়াং, যাকে ইতিমধ্যেই আপনাদেরকে ডেলা সামে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে, জিম ভালবাসা ভরে তাকে আলিঙ্গন করে—তখন তারা সব দু:খ ভুলে যায়।

ডেলা তার কান্না শেষ করে পাউডার দিয়ে তার গালে পাউডার লাগাল। জানালার পাশে দাঁড়িয়ে বাড়ির উঠোনে হেঁটে যাওয়া একটা ধূসর বিড়ালের দিকে নিঃশব্দে তাকাল। আগামীকাল ক্রিসমাস ডে, আর জিমকে একটি উপহার কেনার জন্য তার কাছে মাত্র ১.৮৭ ডলার আছে। সে কয়েক মাস ধরে প্রতিটি পয়সা সঞ্চয় করে চলেছেন। সপ্তাহে বিশ ডলার খরচ থেকে এর চেয়ে বেশি জমান যাচ্ছিল না। ডেলা জিমের জন্য একটা উপহার কিনতে চায় কিন্তু তার কাছে মাত্র ১.৮৭ ডলার। তার জিমের জন্য কি কিনবে সেই ভেবে ডেলা অনেক আনন্দের ঘণ্টা খরচ করেছে, সে সুন্দর কিছু করার পরিকল্পনা করেছে –এমন একটা কিছু সূক্ষ্ম এবং বিরল যা -- জিমের কাছে যা হবে নিত্য ব্যবহার্য আর পছন্দের।

ডেলাদের ঘরের জানালার মাঝে একটি আয়না ছিল। সম্ভবত ৮ ডলারে এই রকম সস্তা সরু আয়না পাওয়া যায়। এই সরু আয়নায় কিভাবে তার চেহারা সম্পর্কে মোটামুটি সঠিক ধারণা পেতে পারে ডেলা, সরু হওয়ায়, সহজেই সেই শিল্পে আয়ত্ত করেছিল।

হঠাৎ সে জানালা থেকে ঘুরে এসে আয়নার সামনে দাঁড়াল। তার চোখ উজ্জ্বল-ভাবে জ্বলছিল, বিশ সেকেন্ডের মধ্যে তার মুখের রঙ বদলে গেল, সে দ্রুত সে তার চুলগুলিকে খোঁপা থেকে আলগা করে দিল, টেনে সমান করে আয়নার সামনে ঝুলিয়ে সেগুলির পুরো দৈর্ঘ্যে মাপতে লাগলো।

অভাবের সংসার হলেও জিম ও ডেলার কাছে দু'টি দামী জিনিস ছিল; একটি জিমের সোনার ঘড়ি, যা তার দাদার ছিল যা পরে তার বাবার হাত ঘুরে এখন জিমের কাছে এসেছে। আর অপরটি হলো ডেলার মাথার লম্বা চুল। 'সিবার রানী' যদি তাদের উপরের ফ্ল্যাটে থাকতো আর ডেলা যদি জানালা দিয়ে তার চুলগুলি শুকোতে দিত তবে রানীর যে অলঙ্কার আর মনি মানিক্যর উজ্জ্বলতা ম্লান হয়ে যেত।

রাজা সলোমন যেমন তার সম্পত্তিগুলো ঘরের বেসমেন্টে রেখেছিলেন; জিমও তার সখের গোল্ডেন ওয়াচটি লুকিয়ে রাখে আর সুযোগ পেলেই সময় দেখার ছলে ঘড়ি দেখে।

ডেলার সুন্দর চুলগুলি তার চারপাশে পড়েছিল, বাদামী জলের ক্যাসকেডের মতো ঝলমল করছিল করছিল। এগুলি তার হাঁটুর নীচে পৌঁছেছে আর মনে হয় যেন নিজেকে জন্য একটা পোশাক তৈরি করেছে। সে নার্ভাস-ভাবে দ্রুত চুলগুলি দিয়ে খোঁপা বেঁধে নিলো। একবার সে এক মিনিটের জন্য চুপ হয়ে থাকল, তাদের পুরনো লাল কার্পেটে যেন তার চোখ থেকে এক বা দু ফোটা অশ্রু পড়ল।

ডেলা তার পুরানো বাদামী জ্যাকেট পরলো; তার পুরানো বাদামী টুপি পরল, বড় ঘেরের স্কার্ট পরে উজ্জ্বল চোখে দরজার বাইরে এসে সিঁড়ি বেয়ে রাস্তায় নেমে এল।

'মি সাফোনি'(একটি চুলের দোকান)- সাইনবোর্ডটা দেখে ডেলা দাঁড়ালো, লেখা আছে "সব ধরনের চুলের পণ্যের দোকান" ডেলা দোকানে ডুকে জিজ্ঞাস করলো

তোমরা কি চুল কেন?'

হ্যাঁ কিনি

আমার চুল কিনবে

'তোমার মাথায় ক্যাপটি খোল, আগে তোমার চুল দেখতে হবে।' দোকানী চুল হাতে নিয়ে বুঝতে চাইলো গোছাটি কেমন, তারপর বললো

'টুয়েন্টি ডলার'

ঠিক আছে টাকাটি তাড়াতাড়ি দেন, প্লীজ।

ওহ! পরের দুই ঘণ্টা ডেলার গোলাপি পরীর ডানায় ভর করে ঘোরের মধ্যে কাটলো, অনেকটা ডোরাকাটা; মনের কোণে জমে থাকা সব দুশ্চিন্তা একদম উধাও। ডেলা জিমের জন্য সব দোকান তন্ন তন্ন করে পছন্দের উপহার খুঁজতে লাগল।

অবশেষে পাওয়া গেল--এটি সত্যিকার অর্থে শুধু জিমের জন্য তৈরি করা হয়েছে, আর কারো জন্য নয়। এমন সুন্দর জিনিস আর কোন দোকানে ছিল না। একটা প্লাটিনাম চেন; খুব সুন্দর ও খাঁটি ধাতু দিয়ে তৈরি। এটি ঘড়ির চেয়েও দামী হতে পারে।এটি দেখা মাত্রই ডেলার পছন্দ হয়ে গেল-- জিমের ঘড়ির জন্য খুব মানাবে।

দোকানি দাম নিল ২১ ডলার; বাকি ৮৭ সেন্ট নিয়ে ডেলা বাড়ির ফিরল।

'জিম নিশ্চয়ই এটি ব্যবহার করি অনেক খুশি হবে। সুইট হার্টকে আর লেদারের পুরাতন বেল্ট পরতে হবে না।' ফেরার পথে কল্পনা করলো ডেলা।

ডেলা যখন বাড়ি ফিরলো তখন তার যাবতীয় দুশ্চিন্তা উবে গেল। সে গ্যাসের চুলায় আগুন জ্বালালো। ডেলা মনে মনে ভাবলো--এটা অনেকটা ভালবাসাকে বাঁচিয়ে রাখতে,ভালবাসাকে নতুন করে জাগিয়ে তুলতে একটি অপূর্ব কাজ। এটি সব সময় ভীষণ কঠিন কাজ - সত্যি বলছি বন্ধুরা একটি বিরাট কাজ।

চল্লিশ মিনিটের মাথায় তার মাথাটি ছোট ছোট চুলে ঢেকে গেলে; দেখে অনেকটা স্কুল পালানো বালকের মতো লাগলো। ডেলা মাথায় ছোট ছোট চুল নিয়ে লম্বা আয়নাটির সামনে গভীর মনোযোগ দিয়ে নিজেকে দেখতে লাগলো। না ততটা খারাপ লাগছে না। তবুও মনে মনে ভাবলো-- 'জিম যদি দ্বিতীয়বার আমার দিকে তাকানোর আগেই আমাকে মেরে না ফেলে তাহলে সে নিশ্চয় বলবে, আমাকে কনি আইল্যান্ডের কোরাস গার্ল লাগছে।'

'কিন্তু মাত্র ১ ডলার ৮৭ সেন্ট দিয়ে এছাড়া আমার আর কি-ই বা করার ছিল?'

ঠিক সন্ধ্যা সাতটায় ডেলা জিমের জন্য কফি তৈরি করল এবং চপ রান্নার জন্য গ্যাস স্টোভের উপরে ফ্রাই পেন বসালো।

জিম কখনো দেরী করে বাড়ি ফিরে না; ডেলা ধাতব চেইনটি ডাবল করে হাতে রাখলো এবং টেবিলের একদম কোনায় গিয়ে বসলো, যেখান ঘরের সদর দরজা আছে। ডেলা সিঁড়িতে জিমের পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল; মুহূর্তের জন্য তার মুখটি ফ্যাকাসে হয়ে উঠলো। যখনই কোন দরকার হয় তখনই ডেলা'র নীরবে প্রার্থনার অভ্যাস আছে, আজো তার ঠোঁট নড়তে লাগলো, ফিসফিস করে প্রার্থনা করলো--

'হে ঈশ্বর, জিম যেন ভাবে আমি এখনো সুন্দর আছি।'

বাইরে থেকে জিম স্বাভাবিকভাবে দরজা খুলে ভেতরে ঢুঁকে দরজাটি আবার বন্ধ করে দিল। তাকে খুব রোগা দেখাচ্ছিলও। মাত্র ২২ বছর বয়সে দারিদ্র্য তাকে পুড়িয়ে মারছে। ওর ভাল ওভারকোট নাই একটা নতুন ওভারকোট কেনা দরকার; এমনকি এই ঠাণ্ডায় তার হাতে কোন গ্লাভস পর্যন্ত নেই।

জিম ঘরে ঢুকলো, ভেতরে ঢুঁকেই স্থির হয়ে অবাক করা চোখে স্থির তাকিয়ে রইলো। তার চোখ জোড়া কেবল ডেলার উপরে স্থির থাকলো; তাদের এ চোখা চোখি এতো তীক্ষ্ণ আর তীব্র ছিল যা ডেলার পক্ষে ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

'এই চাহনিতে কোন রাগ ছিল না, ছিল না অস্থিরতা,ছিল না কোন অবাক হওয়া, ছিল না কোন অসমর্থন, ছিল না কোন ভয়; সে এক বিবশ চাহনি , চোখে ছিল না আতঙ্কিত হওয়ার মত লক্ষণ, ডেলা যবর ভয়ে ভীত ছিল।'

ডেলা শুধু জিমের মুখের অদ্ভুত অভিব্যক্তির দিকে অপলক থাকিয়ে রইলো।

ডেলা এবার ধীরে ধীরে টেবিল থেকে উঠে জিমের মুখোমুখি হল।

ডেলা নার্ভাস, আর এই কারণেই সে অনর্গল কথা বলতে লাগলো-- প্রায় চিৎকার করে বলে উঠলো, প্রিয়তম 'আমাকে ভুল বুঝ না, প্লীজ', আমি সাধের চুলগুলো কেটে বিক্রি করেছি, কারণ আমি তোমাকে ক্রিসমাসে কোন গিফট না দিয়ে থাকতে পারবো না। দেখো, 'আমার চুলগুলো খুব তাড়াতাড়ি আবার বড় হয়ে যাবে' - ' তুমি কি কিছু মনে করেছ, কিছু মনে করো নব প্লিজ! আমার কাছে আর কোন রাস্তা ছিল না। তুমি তো জান, আমার চুল খুব তাড়াতাড়ি লম্বা হয়।

আজ ক্রিসমাস--জিম প্লিজ বল, 'মেরি ক্রিসমাস!'

জিম চলো দিনটি আমরা উদযাপন করি। তুমি তো জানো না 'আমি কত সুন্দর একটি উপহার তোমার জন্য কিনেছি।'

জিম অবাক চোখে ডেলা'র দিকে তাকিয়ে বললো, 'তুমি চুলগুলো কেটে ফেললে?'

ডেলা উত্তর দিল 'আমি চুলগুলো কেটে বিক্রি করে দিয়েছি'। যোগ করলো, 'তুমি কি আমাকে পছন্দ করছো না, যেমনটি আগে করতে? আমার দিকে দেখ আমি তো আমিই আছি, চুল না থাকলেও, আমি তোমার প্রিয় ডেলা, তাই না?'

জিম ঘরের চতুর্দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে থাকালো। যেন পরিস্থিতি টা বুঝতে চাইল-বললো,

'তুমি বলছ, তোমার চুলগুলো বিক্রি করে দিয়েছ?' একটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে জিম আবার জানতে চাইলো। জিম ঘরের মধ্যে এদিক এদিক তাকাচ্ছিল

ডেলা উত্তর দিল--ঘরের মধ্যে খুঁজে লাভ হবে না, ' সত্যি আমি চুলগুলো বিক্রি করে দিয়েছি'চুলগুলির কথা ভুলে আসো- আজ ক্রিসমাস ইভ, এসো আনন্দ করি। আমার কয়েকগুচ্ছ চুল গচ্ছা গেছে, তাতে কি?'

ডেলা হঠাৎ করে অতি আদুরে গলায় জিমের গলা জড়িয়ে ধরে নিজের মুখটা ওর মুখের কাছাকাছি এনে বললো, 'পৃথিবীর কেউ তোমার প্রতি আমার ভালবাসার গভীরতা কখনো পরিমাপ করতে পারবে না।'

কথা ঘোরাতে ডেলা বললো, 'আমি কি তোমার জন্য চপ নিয়ে আসবো?'

ঘোর কেটে যেতেই জিম স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করলো। সে দুই হাত দিয়ে ডেলাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো। চলো ডেলা দশ সেকেন্ডের জন্য আমরা আজকের ঘটনার জন্য কিছু বুদ্ধিমান খেলা খেলি।

সপ্তাহে আট ডলার কিংবা বছরে মিলিয়ন ডলার - পার্থক্য কি? একজন গণিতবিদ অথবা একজন বুদ্ধিমান মানুষ তোমাকে যে উত্তরটি দেবে তা ভুলও হতে পারে।

জিম ওভারকোটের ভেতর থেকে একটি প্যাকেট বের করে টেবিলের উপর রাখলো।

জিম বললো-'আমাকে ভুল বুঝ না, ডেল'। আমি মনে করি না চুল কাটার বাহারি ডিজাইন, সুন্দর করে মুখে পরিচর্যা কিংবা একটি পছন্দের শ্যাম্পু কখনো আমার প্রিয়তমাকে কোন পরিবর্তন করতে পারে। কিন্তু তুমি যদি প্যাকেট-টা খোল তাহলে বুঝতে পারবে কেন আমি কিছু সময়ের জন্য নির্বাক হয়েছিলাম।

ছবিযুক্ত রঙিন কাগজে মোড়ানো প্যাকেট। প্যাকেজটা খুলে ডেলার আনন্দে অতি উৎসাহী চিৎকার; মেয়েলি কণ্ঠে যা তাৎক্ষণিক পরিবর্তিত হয়ে আর্ত-চিৎকারে রূপ নিল। তারপর, হায় একি হলো।

প্যাকেট থেকে চিরুনিগুলি চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো – দারুণ সব চিরুনি। এমন চিরুনির জন্য ডেলা দিনের পর দিন জানালার পাশে বসে প্রার্থনা করেছে। 'চমৎকার সুন্দর চিরুনি, খাঁটি জুয়েল রিম; এগুলো সুন্দর পরিপাটি চুলের জন্য আদর্শ। এগুলো নিশ্চিত খুব দামি চিরুনি।' ডেলা ভাবলো।---ডেলা চিরুনিগুলোকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে রাখলো; আর অবাক দৃষ্টিতে জিমের দিকে তাকিয়ে হাসি মুখে বললো,

'আমার চুল দ্রুত বড় হয়ে যাবে!' জিম।

তারপর ডেলা একটা ভয় পাওয়া বিড়ালের মত লাফ দিয়ে উঠে কাঁদতে শুরু করলো,

ওহ! উহ!!

জিম তখনো ডেলার দেওয়া সুন্দর উপহারটি দেখেনি। ডেলা জিমের জন্য কেনা গিফট বের করে হাতের তালুতে রাখলো। মূল্যবান ধাতুর তৈরি ঘড়ির চেইনটি চতুর্দিকের ফ্লাশ লাইটের মতো ঔজ্জ্বল্য আলো ছড়াতে লাগলো।

জিম সোফার উপর বসে হাসিমুখে পেছনের দিকে হাতটি বাড়িয়ে দিল।

'ডেলা, চল আমরা দু'জনে আমাদের ক্রিসমাস উপহারগুলো দূরে সরিয়ে রাখি এবং এগুলো এতটাই সুন্দর যে, শুধু ক্রিসমাসের গিফট হিসাবে এগুলোকে মানায় না!!'

'আমি ঘড়িটি বিক্রি করে দিয়েছি তোমার চুলের জন্য সুন্দর চিরুনি কেনার টাকা জোগাড় করতে।'

যাই হোক 'এখন চপের ব্যবস্থা করতে পার' বললো জিম।

ডেলা তুমি কি জানো, 'ম্যাজাইরা ছিলেন খুব জ্ঞানী মানুষ। যারা ক্রিসমাস ডে-তে যিশুর জন্য উপহার নিয়ে এসেছিলেন। [ম্যাজাই--প্রাচীনকালে জ্যোতিষশাস্ত্র, ভবিষ্যদ্বাণী এবং গুপ্ত জ্ঞানের অধিকারী দক্ষ ব্যক্তিদের একটি দলকে বর্ণনা করতে ব্যবহৃত হয়েছিল। খ্রিস্টান ঐতিহ্যে, মাগীরা হলেন তিনজন জ্ঞানী ব্যক্তি যারা শিশু যীশুর জন্য উপহার নিয়ে বেথলেহেমে ভ্রমণ করেছিলেন। গল্পটি নিউ টেস্টামেন্টের গসপেল অফ ম্যাথিউতে বর্ণনা করা হয়েছে। শিশু যীশুর কাছে তারা যে উপহারগুলি এনেছিল তা হল সোনা, লোবান এবং গন্ধরস।]

আর আজ শিশুর মত দু'জন মানুষের যারা একই ফ্লাটে বসবাস করে তারা তাদের সবচেয়ে মূল্যবান আর প্রিয় জিনিসটি দুজনকে ভালোবেসে একে অন্যের জন্য বিসর্জন দিল। দুজনের উপহারে ছিল মনের মাধুরী মিশান।

তবে সব শেষে বলা যায়, আজকের দিনে যারা উপহার দেবে কোন সন্দেহ নেই তারাই মহাজ্ঞানী, এরাই সেই ম্যাজাই প্রতিনিধি।

ও হেনরির জীবনী: ও হেনরি ছিল উইলিয়াম সিডনি পোর্টারের ছদ্ম নাম, তিনি একজন আমেরিকান ছোট গল্প লেখক যিনি ১১ সেপ্টেম্বর, ১৮৬২ সালে গ্রিনসবোরো, উত্তর ক্যারোলিনায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বাবা আলগারনন সিডনি পোর্টার, একজন চিকিৎসক ছিলেন। তিন বছর বয়সে হেনরির মা মারা যান তখন তার বাবা তাকে উত্তর ক্যারোলিনার একটি ছোট শহরে তার দাদীর সাথে থাকতে পাঠিয়েছিলেন।

যুবক হেনরি তার চাচার ওষুধের দোকানে এবং পরে একটি ব্যাংকে কেরানি হিসেবে কাজ করতেন। তিনি টেক্সাসের একটি খামারে কাউবয় হিসাবে কাজ করে ছিলেন। ১৮৮৪ সালে, ও হেনরি টেক্সাসের অস্টিনে চলে আসেন, যেখানে তিনি ডেইলি টেক্সাস সংবাদপত্রে কাজ করেন।

১৮৯৪ সালে, ও হেনরি যে ব্যাংকে কাজ করেছিলেন সেখান অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে অভিযুক্ত হন এবং বিচার এড়াতে তিনি হন্ডুরাসে পালিয়ে যান। হন্ডুরাসে থাকাকালীন, তিনি ও হেনরি নামে ছোট গল্প লিখতে শুরু করেন। তিনি ১৯৯৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে আসেন এবং পাঁচ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর, ও হেনরি নিউইয়র্ক সিটিতে চলে আসেন, যেখানে তিনি ছোট গল্প লিখতে থাকেন। তিনি একজন জনপ্রিয় লেখক হয়ে ওঠেন এবং ম্যাকক্লুর'স, কসমোপলিটান এবং দ্য স্যাটারডে ইভনিং পোস্টের মতো ম্যাগাজিনে তাঁর গল্প প্রকাশিত হয়।

ও হেনরি তার ছোট গল্পে বিদ্রূপের চতুর ব্যবহারের জন্য সবচেয়ে বেশি পরিচিত। তার কিছু বিখ্যাত কাজের মধ্যে রয়েছে "দ্য গিফট অফ দ্য ম্যাগি", "দ্য র্যানসম অফ রেড চিফ" এবং "দ্য কপ অ্যান্ড দ্য অ্যান্থেম"। তিনি তার জীবদ্দশায় ৬০০ টিরও বেশি ছোটগল্প প্রকাশ করেছেন।

১৯০০ এর দশকের গোড়ার দিকে হেনরির স্বাস্থ্যের অবনতি হতে শুরু করে এবং তিনি লিভার সিরোসিসে আক্রান্ত হন। ৫ জুন, ১৯১০ সালে তিনি নিউ ইয়র্ক সিটিতে মারা যান যখন তার বয়স মাত্র ৪৭। আজও হেনরিকে আমেরিকার মহান ছোটগল্প লেখকদের একজন হিসাবে স্মরণ করা হয়।

শিশু হতে গেলে

নাহিদ সরদার

শিশু হতে গেলে
আষাঢ়ের জল চাই
বৃষ্টির জল টেনে আমি আড়াল গেলে,
বাবা কচুর পাতায় মাথা ঢেকে
আমাকে খুঁজতেন।
আর আমি দেখি
বাবার মাথা থেকে চুয়ে চুয়ে পড়ছে
আস্ত শিশুকাল।

মেঘবালিকা

আয়শা সাথী

ও মেঘবালিকা-যেওনা একা,
ঝরে যাও আজি শ্রাবণ-বারির মতো।
স্নিগ্ধ ছোঁয়ায় ঘোচাও আজি
আমার আমির যতো ক্ষত।

হাহাকার প্রিয়া-ভিজবে হিয়া,
ডুববে আজি মুগ্ধতার বিমগ্নতায়।
হীম কাঁপনে জমবে হৃদয়
প্রেম পবনের শীতল ছোঁয়ায়।

ঝরে পড়, স্পর্শ কর,
শীতল ঠোঁটের আবেগী চুমুর মতো।
শুষ্কজলা পূর্ণতায় ছুঁয়ে
জীবনটা হোক আজ জীবন্ত।

ওহে দামিনী -নব রাগিনী,
আজি ব্যথার খরা পরবে বাঁধা তোমার ঋণে।
বেসামাল মন ঠিকানা হারা
প্রেম প্রণয়ের বাদল দিনে।

ও মেঘবালিকা-আমিও যে একা,
তোমার ধারায় ভিজব আজি আপন মনে।
সিক্ত পরাণ বলবে আজি -
'এইতো বেঁচে থাকার মানে। '

আত্মহত্যার পোস্টমর্টেম

রেজা কারিম

নিজের ভেতরে গড়ে তুলেছি ব্যর্থতার পিরামিড।
তার ভেতরে আমি এক জীবন্ত মমি।
মৃত্যুর আগেই হয়তো সে পিরামিড ছুঁয়ে যাবে আকাশ।
অবশ্য হৃদয়ের মরণ সে হয়েছে আগেই প্রেমিকার
নিজ হাতে।
পাপীরা বেঁচে থাকে শো অফে
ভালো থাকা-সেতো মুমিনের কাজ।

পাপী আমি।মহাপাপী।
ভেতরের সত্তাকে হত্যায় ও অকৃতজ্ঞতায় এক
প্রকাশ্য ঋণখেলাপী।

তবু বুক পেতে রাখি

জহিরুল হক বিদ্যুৎ

অতঃপর!
খুব সঙ্গোপনে অথবা প্রকাশ্যে
বিকিকিনি হয় ভালোবাসা ও ঘৃণা
চুক্তি ভঙ্গে দণ্ডিত হয় অসংখ্য মুখচ্ছবি।
ভালোবাসার পথে ফুলবৃষ্টির আশায় হাঁটতে থাকি
অথচ ভুলে যাই ঘনকুয়াশা ভেদ করে আসা
একটি প্রতীক্ষিত নির্মম বুলেটের কথা!
নিতান্তই জানা নেই,
দৃষ্টির আড়ালে যে অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে
তার হাতে কী ফুল না কী অস্ত্র?
বিলিয়ে দেওয়ার আগেও ভুলে যাই
এ উপাখ্যান সরল সমীকরণ মানে না।
জীবন ও মৃত্যু মুখোমুখি দাঁড়িয়ে
গৌরব অথবা উপেক্ষা যে নামকরণই হোক
তবু বুক পেতে রাখি প্রত্যাশার সূর্যোদয়ে
অন্তত বিবর্ণ রঙেরা হেসে উঠুক শিশিরের বুকে।

দ্বিপ্রহর ও মধ্যস্থতার ইতিবৃত্ত

সাব্বির আহমাদ

এমন সব হলুদ দ্বিপ্রহরে ; আমি নির্বিঘ্ন বাতাসের পিছু নিই।
অথচ নির্দিষ্ট কোনো গন্তব্য নেই জেনেও হাঁটি এলায়িত রোদের
গতরে। হলুদ হলুদ দ্বিপ্রহর; আহা হলুদ হলুদ এমন সব
শীতোষ্ণ দ্বিপ্রহর রোজ আমার চোখের বয়ামে রঙিন ঘুড়ির
মতো নাচে। আর আমি জোড়ালো ভাবে ঘুরতে থাকি নাটাইয়ের
সুতোর মতোন। হাওয়াদের ভনভন আলাপে শুনতে পাই বিলের
পার্শ্ববর্তী কোনো এক মাঠে খুব নির্জনে ঝরে পড়ছে গাছের
বয়স্ক কতক পাতা। আর রোদের কেন্দ্রবিন্দু হলুদ দ্বিপ্রহর
ফিসফিস করে বলতে থাকে; পৃথিবীর মধ্যবর্তি সময়ের এই
খামে দ্বিপ্রহর আসে মূলত মধ্যস্থতা বুঝাতে।

এসো হে সুন্দর! গতর খুলে রঙ মেশানো শেখাই।

অন্য পাড়ে, অন্য ঘরে

তোফায়েল তফাজ্জল

একটি থাকার ঘর খাড়া করতে গিয়ে 'সময় ফুরিয়ে গেছে'
বার্তা দেয় সাড়ে তিন ঘর।
খেলাটা বুঝবার যোগ-বিয়োগেই বেজে ওঠে শেষ বাঁশি-
এই তো জীবন।

এই চৌহদ্দির মাঝে ঠাঁই গড়তে কতো কিছু করি,
জরি ঠেকে সোনা। ভুলে যাই সীমারেখা,
ভালোমন্দ বাছাইয়ের আলোকিত রীতি।
এভাবে গাঁটের বা দেনা বাড়ানো অর্থে আধা পথ পারিতেই
কিছু না বলে বেরিয়ে যায় প্রায় এক নদী ঘাম,
সৈকতে পা ফেলতে জল হয়ে যায় বল।

কারো পেশানিতে ভাসে লোভীদের সাজানো মামলার
বলিরেখা; কষ্টের পাথরে ঘাই খেতে থাকে বুক।
বাঘের হিংস্রতা, রক্তারক্তি, আরো কতোকিছু ঘটে।
নরক যন্ত্রণা নেমে আসে পৌনে নির্মিত নিবাসে।
এইসব ঝুঁকি-জের টানে অনেকের উত্তরসূরি।

অথচ দু'দিন পর বাড়িটা রেখেই
ডাকে সাড়া দিতে যেতে হয় অন্য পাড়ে, অন্য ঘরে।

দমকা অনুভূতি

গোলাম সরোয়ার

ভেবেছিলাম-
কঠিন বাস্তবতার সাথে মিল রেখে
জীবনের প্রথম ও শেষ পর্বের বন্ধুত্ব কাটিয়ে দেব।

ঠাণ্ডায় শরীরের অনাবৃত অংশের যাতনা
আগামী উষ্ণতার প্রলেপে উঠবে সেরে।

আগামবার্তাহীন দমকা হাওয়ায় ভেসে আসা
পিয়াসী সুভাষে এলোমেলো হয়ে যায় মন।

অনুভূতি হয়-
দীর্ঘ না পাওয়ার বিপন্নতার উপর
অসংখ্য নক্ষত্রের দীপ্তির বিচ্ছুরণ।

হাতছানি দেয় নিমজ্জিত হৃদয়ে নব যৌবনের,
আর ভবিষ্যৎ পৃথিবীর নির্যাসটুকু উপভোগের।

জন্তু

শিশির আজম

হ্যাঁ! আমার রক্ত খেয়ে বড় হয়েছে জন্তুটা
ওকে মারবেন না।
ও হেঁটে বেড়ায় বিশাল এক ল্যান্ডস্কেপের ওপর
যা আঁকার ক্ষমতা রুশ এক্সপ্রেশনিস্ট শিল্পীদেরও নেই
ও আপনার ডিনার টেবিলে হেগে দেয়
আর শিশুদের খাতায় এঁকে দেয়
জয়নুলের কাক
গরু বা ডাস্টবিনের পাশে পড়ে থাকা কঙ্কালসার মানুষ
যেটা আপনার কাছে নিছক মিথ বা ইতিহাসপাঠ
যা ই হোক
আমার জন্তু আমার
আমার সমস্ত বিষ ও খেয়ে নিক
ও; হয়ে উঠুক সত্যিকার জন্তু।

ঈশ্বরীর স্পর্শ

রিপন বর্মন

নৈঃশব্দিক রাতের কোনো
অলীক সংস্পর্শে
অমরত্ব কিংবা পরজন্ম
দানা বাঁধবে আমাদের প্রেমে...
নিষ্ঠুরতার জীর্ণতায় সৌন্দর্যের ফুল ফুটবে,
মরতে থাকা নদী পাবে বাঁচার সুঘ্রাণ...

আমাদের ঘর হবে,
ঘরের পাশে বন,
বন পেরিয়ে পাহাড়;
তারপর তৃপ্ততার আকাশ...!

জ্ঞান ও শূন্যতার সীমানায়

এইচ বি রিতা

একজন পথিক একদিন এক মহাসমুদ্রের পাড়ে এসে দাঁড়াল। তার ঝুলিতে ছিল বহু পাণ্ডিত্য, বহু অভিজ্ঞতা, বহু তত্ত্ব ও তথ্য। তার মনে প্রবল আত্মতৃপ্তি। সে জানে, সে বুঝেছে, সে আয়ত্ত করেছে জগতের রহস্য।

কিন্তু তখনই সমুদ্রের তরঙ্গ ফিসফিসিয়ে বলল, 'তুমি কি সত্যিই সব জানো?'

পথিক কিছুটা হতভম্ব হল। সে তো মনে করেছিল, তার জ্ঞান এখন পূর্ণ। কিন্তু সেই বিশাল জলরাশির সামনে দাঁড়িয়ে সে হঠাৎ উপলব্ধি করল— তার জ্ঞান কেবল এক কণা, অথচ মহাবিশ্ব এক বিশাল শূন্যতা।

সে ভাবল, 'যে মুহূর্তে আমি মনে করি আমি সব জানি, সেদিনই আমার শেখা থেমে যায়। কারণ, জানার ইচ্ছার জন্ম হয় শূন্যতা থেকে, আত্মতৃপ্তি থেকে নয়।'

এই সত্য উপলব্ধি করতেই পথিক আবার হাঁটতে শুরু করল, কিন্তু এবার তার চলার ধরণ বদলে গেল। আগে সে ভাবত, সে সঠিক উত্তর খুঁজছে, এখন সে বুঝেছে, প্রশ্নগুলোই আসল।

আমি লিখি, তাই আমি জানি, জানার কোনো শেষ নেই।

প্রথম যখন কলম ধরেছিলাম, ভেবেছিলাম, প্রতিটি শব্দ হবে চূড়ান্ত সত্যের প্রতিচ্ছবি। ভেবেছিলাম, যা লিখব তা হবে অমোঘ, প্রশ্নাতীত। কিন্তু যত বেশি লিখতে থাকলাম, ততই উপলব্ধি করলাম, সত্য আসলে নির্দিষ্ট নয়, বরং প্রতিটি দৃষ্টিকোণ থেকে নতুন রূপে ধরা দেয়।

প্রতিটি গল্প, প্রতিটি প্রবন্ধ, প্রতিটি কবিতা আসলে আমার চিন্তারই বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু সেই চিন্তাও কি চূড়ান্ত? হয়তো না। কারণ, চূড়ান্ত জ্ঞান বলে কিছু নেই, আছে কেবল অনন্ত অনুসন্ধান।

আমি চাই না আমার লেখার জগত সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ুক। চাই না আমার ভাবনার পরিধি সংকুচিত হোক। তাই আমি প্রতিনিয়ত খুঁজি নতুন উপলব্ধি, নতুন দৃষ্টিভঙ্গি। প্রতিটি লেখা আমার কাছে একটি যাত্রার মতো—যেখানে

গন্তব্য নয়, পথই গুরুত্বপূর্ণ।

এই পথ কখনো ব্যস্ত শহরের কোলাহলে ডুবে থাকে, কখনো নীরব গোধূলির আলোয় মোড়ানো ফ্লাশিংয়ের পথ ধরে এগিয়ে যায়। আবার কখনো নির্জন নদীর ধারে বসে, ঢেউয়ের ছন্দে ভেসে আসে অজানা শব্দের মৃদু প্রতিধ্বনি। আমি একা হাঁটি, দেখি, শুনি, অনুভব করি—আর প্রকৃতি আমায় নতুন নতুন গল্প বলে যায়।

শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন সকালে গাছের পাতায় জমে থাকা শিশিরবিন্দুর মতো জমে থাকে আমার অনুপ্রেরণা। বসন্তের বাতাসে দোল খাওয়া কৃষ্ণচূড়ার পাঁপড়ির মতো উড়ে আসে কবিতার লাইন। বর্ষার টিপটিপ বৃষ্টি জানালার কাচে ফোঁটা ফোঁটা শব্দ তোলে, আর আমার কলমও যেন বৃষ্টির ছন্দে নাচতে শুরু করে।

নিশীথ রাতের আকাশে যখন জোৎস্না ছড়িয়ে পড়ে, তখন শব্দেরা যেন আপনিই ভেসে ওঠে কাগজের সাদা পৃষ্ঠায়। গ্রীষ্মের দাবদাহে যখন পথ পুড়ে যায়, তখন সেই উত্তাপে পোড়া মাটির গন্ধ আমার লেখায় মিশে যায়। শরতের বাতাসে যখন কাশফুল দোল খায়, মনে হয়, আমার ভাবনারাও যেন হাওয়ায় হাওয়ায় উড়ে বেড়ায়।

আমি একা হাঁটি, প্রকৃতির সঙ্গে কথা বলি, আর সে আমায় তার রঙ, আলো, ছায়া, ছন্দ দিয়ে নতুন নতুন গল্পের ইশারা দেয়। আমি শুধু সেই গল্পগুলো ধরে রাখি—শব্দের পাতায়, অনুভূতির পরতে।

আমি লিখি যাতে প্রশ্নগুলো বেঁচে থাকে।আমি লিখি কারণ প্রতিটি শব্দ আমাকে অজানার দিকে টেনে নিয়ে যায়।

আমি লিখি যাতে জানার আনন্দ কখনো ফুরিয়ে না যায়।

আমি জানি না, কতদূর পৌঁছাতে পারব। কিন্তু একথা নিশ্চিত, আমার শব্দেরা চলবে, নতুন নতুন দিগন্তের সন্ধানে, নতুন প্রশ্নের উত্তরের খোঁজে।

কারণ, জানার শেষ নেই, আর সেই অনন্ত জানার ইচ্ছাই একজন লেখককে সত্যিকারের লেখক করে তোলে।একজন লেখক যখন ভাবেন, তিনি সব জেনে গেছেন, তখনই তাঁর কলম থেমে যায়। তখনই সৃষ্টিশীলতার মৃত্যু ঘটে। কারণ, লেখার মূল চালিকা শক্তি হলো জিজ্ঞাসা, বিস্ময়, এবং অজানাকে জানার অদম্য আকাঙ্ক্ষা। যদি জানার ইতি ঘটে, তবে সৃষ্টিরও ইতি ঘটে।

প্রকৃত জ্ঞানীরা কখনও বলেন না, 'আমি সব জানি,' বরং তাঁরা বলেন, 'আমি শিখছি, প্রতিনিয়ত।'

GOLDEN AGE HOME CARE

GOLDEN AGE HOME CARE

Licensed Home Health Care Agency

সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী

হোম কেয়ার

HHA/PCA & CDPAP SERVICE

যারা হোম কেয়ার সার্ভিস পাচ্ছেন
বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে
প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে পারেন
আজই যোগাযোগ করুন

প্রশিক্ষণ ছাড়াই
ঘরে বসে আপনজনকে
সেবা দিয়ে অর্থ
উপার্জন করুন

৫জি আনলিমিটেড ইন্টারনেটসহ
স্যাংসাম গ্যালাক্সী ট্যাব
সম্পূর্ণ ফ্রি

সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা

CALL: (718) 775-7852

SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Cell: 646-591-8396

Email: info@goldenagehomecare.com

Jackson Hts Office	Bronx Office	Yonkers Office	Jamaica Ave. Office
71-24 35th Avenue	831 Burke Avenue	558 E Kimball Ave	180-15 Jamaica Ave
Jackson Hts, NY 11372	Bronx, NY 10467	Yonkers, NY 10704	Jamaica, NY 11432
Ph: 718-775-7852	Ph: 347-449-5983	Ph: 718-844-4092	Ph: 718-785-6883
Fax: 917-396-4115	Fax: 347-275-9834	Fax: 917-396-4115	Fax: 917-396-4115

www.goldenagehomecare.com

M & N HOME CARE
Best pay rate in the industry
CDPAP
PCA
HHA
$ 23.99
SNAP BENIFITS
HOUSING Assistance
CASH Assistance
Upto $ 21.282.68
Phone : 866-688-6922
Cell : 646-280-5001

Parkchester Medical
PARKCHESTER MEDICAL
পার্কচেষ্টার মেডিক্যাল
WE WELCOME WALK INS
MEDICAL CENTER
718.828.6610
1211 WHITE PLAINS ROAD, BRONX, NY 10472
TEL: 718-828-6610
INTERNAL MEDICINE
ASTHMA DIABETES CENTER
CARDIOLOGY
PHYSICAL THERAPY
UROLOGY
GYNECOLOGY
PODIATRY
GASTRO-ENTEROLOGY
ORTHO-PEDICS
HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY
WE ARE OPEN:
MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM
TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM
SATURDAY 9:00AM-3:00PM
WE ACCEPT ALL MEDICAID / MEDICARE MOST INSURANCES ACCEPTED INCLUDING WORKERS COMP. NO-FAULT, SLIP AND FALL.
শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়বেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র
আমরা বাংলায় কথা বলি
মেডিক্যাল সময়সূচি:
তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!
সোমবার এবং বৃহস্পতিবার সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা
মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা
শনিবার সকাল ৯:০০ মিঃ থেকে দুপুর ৩:০০টা
আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছে: • কর্মস্থলের ক্ষতিপুরন • নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া

ABRAMS LAW GROUP

ABRAMS LAW GROUP
আব্রামস আইন গ্রুপ

INJURED?
WE CAN HELP!!

FREE Accident Consulation

PERSONAL INJURY TOP 10 ATTORNEY AND PRACTICE MAGAZINE 2022 LAW FIRM

Have you or a loved one been injured by a carelessly driven vehicle or 18-wheeler or by another's irresponsible conduct?

Let us protect your rights and recover the full amount due from the insurance companies and responsible parties.

WE ALSO HANDLE

- CAR ACCIDENTS | গাড়ি দুর্ঘটনা
- TRUCK ACCIDENTS | ট্রাক দুর্ঘটনা
- TRIP AND FALL | ট্রিপ এবং পতন
- UBER/LYFT ACCIDENT | UBER/LYFT দুর্ঘটনা
- DEPORTATIONS | নির্বাসন
- ADJUSTMENT OF STATUS | স্থিতির সামঞ্জস্য
- ASYLUM APPLICATIONS | আশ্রয়ের আবেদনপত্র
- VAWA PETITIONS | তাদের পিটিশন আছে
- FIANCE VISA PETITIONS | বাগদত্তা ভিসা পিটিশন
- FAMILY PETITIONS | পারিবারিক পিটিশন
- EB1/E82 PETITIONS | EB1/E82 পিটিশন
- UNCONTESTED DIVORCE | অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিবাহবিচ্ছেদ

ATTORNEY AT LAW

MELANIE ABRAMS, ESQ.

RECOVERED MILLIONS FOR OUR CLIENTS.

GET HELP TODAY!
718-997-9797

104-70 QUEENS BOULEVARD, SUITE 403
FOREST HILLS, NY 11375

abramslawgroupny.com
https://g.co/kgs/iC36XA
abramslawgrouppc
abramslawgrouppc

প্রয়োজনে এটর্নী হাসপাতাল বা বাসায় আসবেন

প্রথম আলো
Prothom Alo North America
6 February 2025, Thursday, Issue 412
বৃহস্পতিবার, ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, ২৩ মাঘ ১৪৩১, ৭ শাবান ১৪৪৬

জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের ভবন লোন পরিশোধে আলাদা কর্পোরেশন ও কমিটি গঠনে আয়োজিত সভা

জালালাবাদ ভবনের লোন পরিশোধে আলাদা কর্পোরেশন ও কমিটি

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম আঞ্চলিক সংগঠন জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের ভবন লোন পরিশোধে আলাদা কর্পোরেশন ও কমিটি গঠিত হয়েছে। গত ২৬ জানুয়ারি সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের এস্টোরিয়াস্থ জালালাবাদ ভবনে সভাপতি মইনুল ইসলাম এবং সাধারণ সম্পাদক আসাদুল গনি আসাদের নেতৃত্বাধীন অংশের আয়োজিত সাধারণ সভায় এ কমিটি গঠন করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের ভবন ক্রয়কে কেন্দ্র

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

কর্মজীবনের ছুটির শেষ ঘন্টা বাজিয়ে বিদায় নিলেন স্কুলদপ্তরি নুরুল আবছার। ঘোড়ার গাড়িতে রাজকীয় আয়োজনে তাকে বিদায় জানানো হয়।

স্কুলদপ্তরির রাজকীয় বিদায়

চট্টগ্রামের মিরসরাই

নিজস্ব প্রতিবেদক

৪ প্রজন্মের ধারবাহিকতায় নুরুল আবছারও ছিলেন স্কুল কর্মচারী। তার প্রপিতামহ বাদশা মিয়া, তার দাদা ছেরাজুল হক, তার বাবা মুন্সি মিয়া এরপর তিনি কর্মচারী হিসেবে ১২ বছর বয়সে যোগ দেন চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে শতবর্ষী বিদ্যাপীঠ জোরারগঞ্জ আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের। কর্মজীবনের ছুটির শেষ ঘন্টা বাজিয়ে রাজকীয় বিদায় নিলেন স্কুলদপ্তরি নুরুল আবছার। বর সাজিয়ে, ঘোড়ার গাড়িতে চড়িয়ে এক রাজকীয় আয়োজনে তাকে বিদায় সংবর্ধনা দেয় স্কুল কর্তৃপক্ষ।

৪৮ বছরের পথচলায় বিদ্যালয়ের শেষ ঘন্টা বাজিয়ে কর্মজীবনের সম্পাপ্তি ঘটান নুরুল আবছার। শিক্ষার্থীরা তাকে 'আবছার কাকু' বলে সম্বোধন করেন, অন্যদিকে শিক্ষকরা ডাকতেন 'আবছার ভাই' বলে। প্রায় ৫ দশকের কর্মজীবন শেষে অবসরজনিত কারণে এই প্রতিষ্ঠান থেকে বিদায় নেন তিনি। একজন কর্মচারীর বিদায় অনুষ্ঠান রাজকীয় হয়ে উঠলো বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট সকলের মায়া, মমতা, ভালোবাসা আর আন্তরিকতায়। গত ২ ফেব্রুয়ারি সকালে বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে তাকে বিদায় সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

সংবর্ধিত নুরুল আবছার বলেন, ১৬০ টাকা বেতনে এই স্কুলে চাকরি শুরু করি। এরপর একপর্যায়ে ৩ মাসে মিলে সরকারিভাবে ৩৬০ টাকা বেতন পেতাম। আজ আমার বিদায়ের মধ্যদিয়ে আমাদের ৪ প্রজন্মের কর্মচারী হিসেবে চাকুরি জীবনের সমাপ্তি হলো। আমার চাকুরি জীবনে অনেক শিক্ষক, কর্মচারী এই স্কুলে চাকুরি করেছেন, চাকুরি ছেড়েছেন। তবে আমাকে যেভাবে বিদায় সংবর্ধনা

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

স্কুলে আইস অভিযান ইমিগ্রেশন ইনফর্সমেন্ট টিমের পরামর্শ

এইচ বি রিতা

ট্রাম্প প্রশাসন অভিবাসন দমন নীতিতে কঠোর অবস্থান নিয়েছে। যার ফলে যুক্তরাষ্ট্রের অনেক স্কুল কর্মকর্তা এখন আইসের (ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট) স্কুল পরিদর্শন নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। একই সাথে এ ধরনের পরিস্থিতি ঘটলে কী করা উচিত তা নিয়ে অনিশ্চয়তায় ভুগছেন। আতঙ্কিত শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকরাও। আগে, মার্কিন ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটি (ডিএইচএস) 'সুরক্ষিত এলাকা' নীতি চালু রেখেছিল, যার ফলে স্কুল, হাসপাতাল ও সামাজিক সেবা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সাধারণত আইস অভিযান চালাতো না।

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

যুক্তরাষ্ট্রে তিন বাংলাদেশি শিক্ষার্থী গ্রেপ্তার, একজনকে এয়ারপোর্ট থেকেই ফেরত

অভিবাসী

এখন স্টুডেন্ট ভিসায় আগতরাও টার্গেট হয়েছেন। এরই মধ্যে স্টুডেন্ট ভিসার শর্ত লঙ্ঘনের অভিযোগে শিক্ষার্থীদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

নিউজ ডেস্ক

অবৈধ অভিবাসীদের গ্রেপ্তারের পরই নিজ নিজ দেশে পাঠিয়ে দেওয়ার অভিযান অব্যাহত রয়েছে। এখন স্টুডেন্ট ভিসায় আগতরাও টার্গেট হয়েছেন। এরই মধ্যে স্টুডেন্ট ভিসার শর্ত লঙ্ঘনের অভিযোগে তিন বাংলাদেশি শিক্ষার্থীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে না গিয়ে নিয়মিত কাজ করছিলেন।

এ ছাড়া পিএইচডি কোর্স করতে ঢাকা থেকে আমেরিকার জেএফএফ এয়ারপোর্টে অবতরণকারী আরেক শিক্ষার্থীকে ফেরত পাঠানো হয়েছে। ইমিগ্রেশন বিভাগের জিজ্ঞাসাবাদের সময় এই শিক্ষার্থীর কাছ থেকে সদুত্তর না পাওয়ায় তার ভিসা বাতিল করে ফিরতি ফ্লাইটে উঠিয়ে দেওয়া হয়।

এমন উদ্বেগজনক তথ্য ২৭ জানুয়ারি সংবাদমাধ্যমকে দিয়েছেন আমেরিকান বার

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

টক অফ দ্য উইক

মাহফুজুর রহমান

বর্তমানে ঝুঁকিপূর্ণ অভিবাসীদের সতর্কতা দরকার

সোহানা নাজনীন

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি, সিনিয়র সাংবাদিক ও সম্পাদক

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

Shafi Chowdhury
Consultant
Cell: 646-403-6500
HILLSIDE ACCOUNTING SERVICES INC.
Tax, Travel, Payroll & Immigration
167-13 Hillside Ave. 2A, Jamaica NY 11432
Cell: 646-403-6500, Fax: 917-775-7357
E-mail: hillsideaccounting@gmail.com

অবিশ্বাস্য সেল!
718-721-2012
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
ডিজিটাল ট্রাভেলস্ এস্টোরিয়া
দেশে যাওয়ার পথে ওমরাহ পালনের সুযোগ
25-78- 31ST., ASTORIA, NY 11102
Nazrul Islam
President & CEO

ম্যারিল্যান্ডে বাড়ি ক্রয় বিক্রয়ে সহযোগিতার জন্য কল করুন
"REALTOR, YOU CAN DEPEND ON"
RE/MAX
Hashan Chowdhury
Realtor
Mobile: 301-675-1822
Office: 301-916-1400
Fax: 301-916-0282
Realtorchowdhury@gmail.com
12810 Wisteria Dr. #300
Germantown, MD 20874

খলিল'স ফুড
Khalil Biryani House 718.409.6940
Khalil Halal Chinese 646.763.5073
Khalil Pizza & Grill 718.577.7997
Khalil Supermarket 718.821.9993
1457 Unionport Rd, Bronx, NY 10462
খলিলুর রহমান
CEO, Khalils Food

মতিন
MOTIN
An Icon of Growth & Development
Sweets & Masala

কর্ণফুলী ট্যাক্স
www.karnafullytax.com
ইনকাম ট্যাক্স কর্পোরেট ট্যাক্স সেলস ট্যাক্স
পেরোল বিজনেস সেটআপ
ইমিগ্রেশন নোটারী পাবলিক
ENROLLED AGENT
PH: 718-205-6040
37-20 74th Street, 2Fl, Jackson Heights
Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent

Home & Habitat Realty Corp.
নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় বিক্রয়ের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
516-460-8260
Mohammed Islam
Branch Manager
646-724-6417
71-20 35th Ave, Jackson Heights, NY 11372

বাঙালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

HILLSIDE TAX & MULTISERVICES INC.
Income Tax
Sales Tax
Corporate Tax
Partnership Tax
Business setup
Payroll (W2, 1099)
All imigratoin Services
Accounting & Bookkeeping
MD SHORIFUL ISLAM
President & CEO
165-19 HILLSIDE AVE, 2ND FL, JAMAICA NY 11432
Tel: +1 (347) 251-9921, Email: Hillsidetax21@gmail.com

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন
TOLL FREE 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
To Schedule Appointment Only.
গাড়ী এক্সিডেন্ট
বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা
ট্রিপ এন্ড ফল
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
স্লিপ এন্ড ফল
হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
লেড পয়জনিং
IMMIGRATION
Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
TIMOTHY BOMPART, ESQ.
ATTORNEY AT LAW
Law offices of Timothy Bompart 37-11 74 St, Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan & Long Island Office By Appointment Only
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC. Timothy Bompart is admitted in NY only

হোম কেয়ার
Immigrant Elder Home Care LLC
বিস্তারিত দেখুন ১৮ পৃষ্ঠায়

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
929-207-1516
2152B Westchester Ave,
Bronx, NY 10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

OPEN 7 DAYS
Best service is our Goal
Hajj & Umrah
RAHMANIA TRAVEL SERVICES
TICKETS: DOMESTIC & INTERNATIONAL
718-205-3270, 646-322-1654
WINTER SALE !!
37-15,73rd Street, Bangladesh Plaza, Suite # 203, Jackson Heights, NY 11372

সম্পাদক: **ইব্রাহীম চৌধুরী**, নির্বাহী সম্পাদক: **মনজুরুল হক**। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কর্তৃক ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৭১৮- ৩০৮ - ৫০২০, **ই-মেইল: নিউজ:** news@prothomalony.com, **বিজ্ঞাপন:** cm@prothomalony.com